রাশিয়ার দুর্গেশনন্দিনী

(পুস্কিন্)

অনুবাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী, এম, এ

মডার্ণ বুক এজেন্সি
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
প্রিণ্টার—প্রভাতচন্দ্র রায়
১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকা

উৎসর্গ

মাতৃদেবী স্মরণে

পরিচয়

এণ্ড্রি পেট্রোভিচ গ্রীনফ্—সিম্বিস্কের জমিদার
আভ্‌ডোটিয়া ভাসিলেভ্‌না—তাঁর স্ত্রী
পিটর এণ্ড্রিচ্ গ্রীনফ্—তাঁদের ছেলে
সাভেলিচ—তাঁদের বিশ্বস্ত চাকর
ইভান কুজমিচ মিরনফ্—বেলগরস্কির দুর্গনায়ক
ভাসিলিসা ইগরফ্‌না—তাঁর স্ত্রী
মেরিয়া ইভানভ্‌না (মাসা)—তাঁদের মেয়ে
ইভান ইগ্নেটিচ—দুর্গনায়কের লেফ্‌টেনাণ্ট্
পালাসা—মিরনফের বিশ্বাসী পরিচারিকা
জেরাসিম—বেলগরস্কির পাদ্রী
আকুলিনা পাম্ফিলভ্‌না—পাদ্রীবৌ
সাব্রিন—বেলগরস্কি দুর্গে নির্বাসিত এনসাইন
ইভান জুরিন—রুশ ফৌজের কর্ণেল
এমিলিয়ান পুগাচফ্—বিদ্রোহী কশাক নেতা
ম্যাক্‌সিমিচ—পলাতক কশাক সার্জেণ্ট

নিবেদন

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি পুস্কিনের জন্ম ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মারা যান। পুস্কিনের মা নাদেজ্দা সম্রাট প্রথম পিটরের একজন প্রসিদ্ধ নিগ্রো কর্ম্মচারীর সুন্দরী পিতা সম্ভ্রান্ত রুশ জমিদার—অলস, উচ্ছৃঙ্খল, অথচ সুরসিক ও ইত্যামোদী। ঠাকুরমা ও ধাত্রীর মুখে রূপকথা শুনে পুস্কিনের শিক্ষা শুরু হয়। রুশ ভাষায় অদ্ভুত অধিকার তিনি এঁদের কাছেই পান। কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয় খুবই অল্প বয়সে—স্কুল ছাড়বার আগেই তিনি কবি ব'লে খ্যাত হন। তখন অত্যাচারী রুশরাজ সাহিত্যে কোনও স্বাধীন ভাবপ্রকাশ হ'তে দিত না; তরুণ কবি পুস্কিনের 'মুক্তিগীতি' এবং অন্যান্য জ্বালাময়ী রচনা ছাপা হ'তে পারে নি; কিন্তু হাতে লেখা হয়ে সেগুলি রাশিয়ার ঘরে ঘরে পৌঁছেছিল। এই লেখার ফলে পুস্কিনকে নিজের গ্রামে আটক থাকতে হয় এবং পরে দিনকতক সম্রাট নিকোলাসের নজরবন্দী হয়ে রাজধানীতে থাকতে হয়।

পুস্কিনের গীতিকবিতা ও উপন্যাসের মূল বিষয়, মানুষের মনের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাই। 'প্রেম' বস্তুটি কবি কত বর্ণে কত ছন্দেই যে মূর্ত্ত ক'রেছেন তার সীমা নেই। প্রেমের আদর্শকে তিনি কোথাও খাটো করেন নাই। পুস্কিনের নির্দ্দিষ্ট প্রেমের আদর্শের কাছে পরবর্ত্তী সকল রুশ লেখককে মাথা নোয়াতে হয়েছে। আরও যে কারণে পুস্কিন সমস্ত রুশ লেখকের নমস্য হয়ে আছেন, তা' হচ্ছে তাঁর ভাষার অবাধভঙ্গী, রচনার সৌষ্ঠব, প্রকাশের স্বচ্ছন্দতা, ছন্দ যোজনায় অদ্ভুত নৈপুণ্য।

এই উপন্যাসখানি কবির জীবদ্দশায় সেন্সরের ছুরির ঘায়ে নিতান্ত অঙ্গহীন হয়ে বের হয়। কারণ, পুগাচফের বিদ্রোহের বর্ণনা এতে আছে। পূর্ণাঙ্গ মূল পুস্তকখানি বের হয় কবির মৃত্যুর ৪৩ বৎসর পরে! কবির সমসাময়িক প্রসিদ্ধ গল্পলেখক গোগল এই বই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য ক'রেছেন, "গোটা গল্পটি এমন সহজ ভাষায়, এমন সরল, অবলীল ভঙ্গীতে লেখা যে বাস্তবকেই এর তুলনায় কৃত্রিম ব্যঙ্গচিত্র বা হীন অনুকরণ ব'লে মনে হয়।" বাংলা অনুবাদে প[illegible] কতটা প্রতিফলিত হয়েছে পাঠক সে বিচার ক'রবেন। তবে গল্পটি ম[illegible] একথা বলা অতিরঞ্জন নয়।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৯
২৫, গড়িয়াহাট বাইলেন,
বালিগঞ্জ।

বিনীত—অনুবাদক

প্রথম পরিচ্ছেদ

রক্ষীদলের সার্জেণ্ট

যৌবনেই আত্মসম্মানের ওপর দৃষ্টি রাখ্‌বে।

"কাল হ'ত সে রক্ষীদলের নেতা!"

"বাহনা কেন? হোক্ না পদাতিক।"

"বল্‌ছ বটে, তার যে বাজ্‌বে ব্যথা,

* * *

কে তবে তার পিতা? * *" নিয়াঝনিন্

আমার বাবা এণ্ড্রি পেট্রোভিচ্ গ্রীনফ্ যৌবনে কাউণ্ট মিনিকের অধীনে ফৌজের কাজ করতেন। ১৭—সালে প্রথম মেজরের পদে থাকতে কাজ ছেড়ে দেন। সেই থেকে তিনি সিমবিরস্ক প্রদেশে নিজ জমিদারীতে বাস করতেন। সেখানে এসে এক গরীব জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করেন, তাঁর নাম আভ্‌ডোটিয়া ভাসিলেভ্‌না। মায়ের আর সব ছেলে মেয়ে আঁতুড়েই মারা যায়। আমাদের নিকট আত্মীয় প্রিন্স বি— রক্ষীদলের মেজর ছিলেন। তাঁর মুরুব্বিয়ানায় আমার নাম সেমিনফ্‌স্কি পদাতিকদলে লেখা হয়ে থাকে। কথা হ'ল, যতদিন লেখাপড়া শেষ না হয়, ততদিন আমার ছুটি। সেকালের শিক্ষা আর একালের শিক্ষায় অনেক তফাৎ। সাভেলিচ্ ছিল আমাদের খানসামা, নিরীহ ভাল মানুষ। সাধুতার জন্যই সে পেল আমার তদ্বিরের ভার। তার গুরুগিরির ফলে বারো বছর বয়সে আমি রুশ ভাষা পড়্‌তে ও লিখ্‌তে শিখলাম; আর শিকারী কুকুর চিন্‌তে ওস্তাদ্ হলাম। এই সময়ে বাবা আমার জন্য একটী

ফরাসী মাষ্টার নিযুক্ত করেন। বছরকার খরচের মদ ও জলপায়ের তেল সাথে তিনিও এক দিন মস্কো থেকে এসে পৌঁছিলেন। তাঁর নাম মসি বেপ্‌রে। তাঁর আসায় সাভেলিচ্‌ ভিতরে ভিতরে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল।

সে শুধু বক্‌ বক্‌ ক'রে বল্‌ত, "ভগবানের দয়ায় ছেলেটার মুখ ধোয়াবার, চুল বুরুস করবার, খাবার দেওয়ার লোকের অভাব নেই। আবার পয়সা খরচ ক'রে একজন ফরাসী লোক আনা কেন? যেন জমিদারীতে চাকরের বড়ই টানাটানি পড়েচে!"

বেপ্‌রে জাতে ছিলেন নাপিত। প্রুসিয়ায় গিয়ে তিনি হয়েছিলেন জঙ্গী; সে পথ ছেড়ে রাশিয়ায় এসেছিলেন গুরুগিরি কর্‌তে—যদিও গুরুগিরি কথাটার মানে তাঁর পরিষ্কার জানা ছিল না। তাঁর মনটি ছিল ভালই, কিন্তু প্রকৃতি বড্ড লঘু, বড্ড চনমনে। তাঁর সব চেয়ে বড় দোষ ছিল কোমলাঙ্গীদের প্রতি অনুরাগের বাড়াবাড়ি। এই গলদ্‌ থাকায় লাথিটা, ঘুসাটা প্রায়ই তাঁর কপালে জুট্‌ত, আর কেঁদে ককিয়েও কাট্‌ত অনেক সময়। তা ছাড়া, বোতল দেবীর প্রতিও তাঁর যে কিছুমাত্র অভক্তি নেই তা তিনি অকপটে স্বীকার করতেন—অর্থাৎ দ্রবময়ীর মাত্রা বিষয়ে তাঁর আদৌ কৃপণতা ছিল না। কিন্তু মদটা আমাদের বাড়ীতে চল্‌ত শুধু বড় হাজুরির সময়ে—তাও মাথাপিছু এক গেলাস ক'রে। গুরুমশাই আবার প্রায়ই বাদ যেতেন। অগত্যা বন্ধু বেপ্‌রে রুশের গৃহজাত ব্রাণ্ডি অভ্যাস ক'রে নিলেন। এমন কি, হজমের ওষুদ্‌ বলে তাঁর দেশী মদের চেয়ে এইটারই প্রতি তিনি বেশী পক্ষপাতি দেখাতে লাগ্‌লেন। প্রথম দর্শনেই আমরা দুজনা দুজনকে ভালবেসে ফেল্‌লাম। কথা ছিল, তিনি আমায় ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় শেখাবেন। কিন্তু, আমার কাছে একটু চলনসই রুশভাষা শিখে নেওয়াই তিনি বেশী বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। তারপরে আমরা

পথে চল্‌তে লাগ্‌লাম। যাই হোক্, দুজনায় বেশ বন্‌ত। আমার অন্য গুরুর আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কিন্তু ভাগ্য চক্রে শেষে আমাদের বিচ্ছেদ ঘট্‌ল। কি করে তা এইবারে বল্‌চি।

পালাস্কা আমাদের ধোবানী—বেজায় মোটা, মুখে বসন্তের দাগ; চাকরানী আকুল্‌কা—তার এক চোখ কাণা। দুজনে একসাথে আমার মায়ের পায়ের ওপর মাথা রেখে তাদের গোপন পাপের কথা স্বীকার করল। এবং কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "মস্যু" ই তাদের পতনের কারণ। এই সব বিষয় হেলা করা মায়ের অভ্যাস ছিল না—মা গিয়ে বাবাকে বল্‌লেন। বাবাও সময় নষ্ট করা পছন্দ কর্‌তেন না। তিনি তখ্‌খুনি ফরাসী বদমায়েসটাকে ডেকে পাঠালেন। বাদিনীরা তাঁকে বল্‌ল, "মস্যু" আমাকে পড়াতে ব্যস্ত আছেন। বাবা সোজা আমার ঘরে এসে পড়লেন। বেপ্‌রে তখন আরামে পুণ্যবানদের সুখনিদ্রা ভোগ করছিলেন। আমি খুব গুরুতর কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। মস্‌কো থেকে আমার জন্য একখানা পৃথিবীর নক্‌সা আনা হয়েছিল, এটা আমার সম্পূর্ণ অনুচিত। নক্‌সাখানা দেয়ালে ঝুল্‌ত, কোনই কাজে লাগ্‌ত না। অমন চওড়া, পুরু কাগজখানার ওপর আমার অনেক দিনের লোভ ছিল। ঠিক্ কর্‌লাম, ঘুড়ী তৈরী করব। বেপ্‌রে ঘুমুচ্ছে, এই সুযোগে আমি কাজ সুরু করলাম। উত্তমাশা অন্তরীপের ঠিক্ নীচে দড়ির লেজ জুড়ে দিচ্ছি এমন সময়ে বাবা ঘরে ঢুকলেন। ভূগোলে আমার এই রকম মনোযোগ দেখে বাবা কান ধরে টান্‌লেন; তার পরে দৌড়ে গেলেন বেপ্‌রের কাছে। তার ঘুমটি যে ভাবে ভাঙলেন সেটাকে খুব মোলায়েম বলা চলে না। তাকে গাল দিয়ে একেবারে ভূতছাড়া ক'রে দিলেন। বেপ্‌রে উঠ্‌তে চেষ্টা করল, কিন্তু পার্‌ল না। ভালমানুষ বেচারা মদে একেবারে চুর হয়েছিল। সেও জবাব দিতে কসুর করল না। বাবা তার কামিজের গলা ধরে

টেনে তুলে লাথি মেরে ঘর থেকে বের ক'রে দিলেন। সেই তা'কে দূর ক'রে দেওয়া হ'ল—সাভেলিচের আনন্দ আর ধরে না। সেই আমার শিক্ষা শেষ হ'ল।

বিনা শিক্ষায় বাড়তে লাগলাম। আমার গাঁয়ের ছেলেদের সাথে পায়রা তাড়িয়ে, ব্যাঙঝাঁপ খেলে বেশ সময় কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে ষোল বছরে পা দিলাম। জীবনে একটা ওলটপালট সুরু হল। শরৎকাল। একদিন মা বাহিরের ঘরে মধু দিয়ে রস তৈরী করছেন। টগবগ করে ফুটচে,—দেখে আমি জিভ চাটচি। বাবা জানালার ধারে ব'সে কোর্ট ক্যালেণ্ডার (সরকারী পাঁজী) পড়চেন। সেখানা বছর বছর আস্ত। বাবার ওপর এই কেতাবখানার বড্ড প্রভাব ছিল। পড়বার সময় উত্তেজিত না হ'য়ে থাকতে পারতেন না। পড়লেই তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠত। বাবার সব রকম খেয়াল মায়ের তন্ন তন্ন করে জানা ছিল। মা এই অলক্ষুণে বইখানা যথাসম্ভব সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। কখনও কখনও দুচার মাসের মধ্যে সেখানা বাবার চোখে পড়ত না। কিন্তু একবার হাতে পড়লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর ঐ নিয়েই কাটত। বাবা এই বই পড়চেন, মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়চেন আর নিজে নিজে বলচেন:

"লেফটেনাণ্ট জাঁদ্রেল।······আমার অধীনে সে যে সার্জ্জেণ্ট ছিল। রুশ সরকারের দুটি বড় বড় খেতাবধারী!······এই ত' সে দিন সে আর আমি······।"

শেষে বাবা বইখানি সোফার ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বুঝলাম ব্যাপার সুবিধে নয়।

হঠাৎ তিনি মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—"আভডোটিয়া ভাসিলেভনা, পেটসার বয়স কত হ'ল?"

মা। "শিগ্গির সত্তর পুরবে। সেই যে নাটাসিয়া খুড়ীর চোখটা গেল, পেট্রসাও হ'ল ; আর যখন—"

বাধা দিয়ে বাবা বললেন "বেশ ! তার এখন কাজে যাওয়া উচিত। পায়রার বাসা ভাঙ্গা ত ঢের দিন হয়েচে।"

আমায় ছেড়ে থাকতে হবে এই দুঃখে মা এত অধীর হলেন যে তাঁর হাতের চামচেখানা কড়ার ভিতর পড়ে গেল, গাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে চোখের জল পড়তে লাগল। আমার আনন্দ আর ধরে না। ফৌজের চাকরী মানেই বুঝতাম অবাধ স্বাধীনতা আর পিটার্সবুর্গে মজা লুটবার সুযোগ। কল্পনা করলাম, রক্ষীদলের কর্ম্মচারী হয়েছি। তখন সেইটাই মানবজীবনের চরম সুখ ব'লে ভাবতাম।

বাবার মৎলব নড়্চড়্ হ'ত না। মৎলব ঠিক্ ক'রে চুপ ক'রে বসেও তিনি থাকতেন না। আমার যাত্রার দিন ঠিক্ হয়ে গেল। বাবা বল্লেন যাওয়ার আগে আমার ভাবী ওপরওয়ালার কাছে একখানা চিঠি দেবেন। কাগজ কলম চেয়ে নিলেন।

মা বল্লেন, "এণ্ড্রি পেট্রভিচ্, প্রিন্স বি-কে আমার নমস্কার দিএশ, ভুলো না। লিখে দাও তিনি যেন পেট্রসাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। ওটা আমার বিশেষ অনুরোধ।"

বাবা ভ্রুকুঞ্চিত করে বল্লেন, "কি বকচ ! প্রিন্স বি-কে লিখতে গেলাম কেন ?

"কেন ? তুমি যে বল্লে পেট্রসার ওপরওয়ালাকে লিখচ ?"

"লিখ্চি, তাই কি ?"

"পেট্রসার ওপরওয়ালা ত' প্রিন্স বি—! বাছার নাম ত সেমিনস্কি পদাতিক দলে লেখা হয়েচে !"

"হ'লই বা লেখা ! আমি কেয়ার করি না। পেট্রসা পিটার্সবুর্গে

যাচ্চে না। সেখানে চাকরী করলে শিখবে কি? পয়সা উড়াবে, উচ্ছন্নে যাবে। তার চেয়ে সেনাদলে ঢুকে নিয়মনিষ্ঠা শিখুক, লড়াই ক'রে সত্যিকার বীর হোক্—রক্ষীদলের বিলাসী বাবু হয়ে লাভ? ওর ছাড়পত্রখানা কোথায়? সেখানা আমায় দাও।”

ছাড়পত্রখানা আমার অন্নপ্রাশনের পোষাকের সাথে সিন্দুকে তোলা ছিল। মা কম্পিত হাতে সেখানা বাবাকে দিলেন। বাবা বেশ মন দিয়ে পড়ে, সামনের টেবিলে সেখানা রেখে, চিঠি লিখ্‌তে লাগ্‌লেন।

কৌতুহলে আমার দম ফেটে যায় যায়! পিটার্সবুর্গে নয় ত' যাচ্চি কোথায়? বাবার কলম ছেড়ে আমার দুচোখ আর নড়ে না। কলম ধীরে ধীরে নড়্‌চে। শেষে চিঠি লেখা হয়ে গেল। পাসপোর্টসুদ্ধ চিঠি খামে পুরে সিল ক'রে দিলেন; তারপরে চসমা খুলে আমায় ডেকে বল্‌লেন:—

“এই যে এণ্ড্রি কার্লোভিচ্‌কে চিঠি লিখ্‌লাম—তিনি আমার বন্ধু, সহকর্ম্মী। তুমি ওরেনবুর্গে তাঁর অধীনে কাজ করতে যাচ্চ।”

পড়্‌ আমার এত রঙীন আশার অট্টালিকা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল; কাট্‌... পিটার্সবুর্গে যাব মজা লুটতে, আর কোথায় দূর জংলা দেশে নিজে ...ম পচে মরতে! খানিক আগে যে ফৌজের কাজ এত সুখের মনে “...], এখন তা একটা ভয়ানক পাপের শাস্তি ব'লে বোধ হ'ল। কিন্তু রুশ প্রতিবাদ করে লাভ নেই। পরদিন ভোরে বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী এসে দাঁড়াল; আমার ব্যাগ, চায়ের জিনিসের বাক্স, এবং পারিবারিক স্নেহের শেষ চিহ্ন—পিঠে ও রুটির পুঁটুলি গাড়ীতে বোঝাই হ'ল। বাবা, মা আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন। বাবা বল্‌লেন:—

“পিটর্, এইবারে বিদায়। রাজভক্তির শপথ অক্ষরে অক্ষরে মান্‌বে; ওপরওয়ালার কথা শুন্‌বে; তাঁর অনুগ্রহ কখনও চেয়ো না; মোড়লগিরি

করতে যেয়ো না। আবার নিজের কাজেও ফাঁকি দিও না। প্রবাদ আছে ‘কাপড় যতদিন নতুন থাকে সাবধানে রাখবে, বয়স যতদিন কাঁচা আছে, আত্মসম্মানের ওপর নজর রাখবে।’ কথাটা মনে রেখো।”

মা চোখের জল ফেলে বল্‌লেন, “খুব সাবধানে থাকিস্।” সাভেলিচ্‌কে বল্‌লেন, “খোকার ওপর নজর রেখো।” আমায় খরগোসের চামড়ার কামিজের ওপর খেঁকশেয়ালের চামড়ার কোট পরিয়ে দেওয়া হ’ল। সাভেলিচের সাথে গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম এবং চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বিদায় হলাম।

সন্ধ্যাবেলা সিম্‌বির্‌স্কে পৌঁছলাম। দরকারী জিনিসপত্র খরিদ করতে পরদিনও সেখানে থাক্‌তে হবে। সাভেলিচের ওপর খরিদের ভার দিলাম। একটা সরাইএ ওঠা গেল। পরদিন খুব ভোরে সাভেলিচ্ সওদা করতে বেরুল।

জানালা দিয়ে ধূলিময় রাস্তা দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে শেষে আমি উঠে গিয়ে সরাইএর ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগলাম। বিলিয়ার্ড-ঘরে এসে একটি ঢ্যাঙা লোককে দেখ্‌তে পেলাম; তার বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, দিব্যি লম্বা গোঁফ, হাতে বিলিয়ার্ডের ছড়ি, মুখে পাইপ। সেখানকার খিদ্‌মৎগারের সাথে খেলছিল। ছোকরা জিত্‌লে একগ্লাস ক’রে ভোড্‌কা (মদ) বকশিস্ পাচ্ছিল। আর হার্‌লে তাকে গুড়ি মেরে বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে থাক্‌তে হচ্ছিল। শেষে একবার সে টেবিলের নীচেই কায়েম হয়ে রইল। ভদ্রলোক তার মুণ্ডপাত ক’রে আমায় বল্লেন এক বাজী খেল্‌তে। আমি রাজী হলাম না—বল্‌লাম, খেলা জানি না। শুনে ভদ্রলোক যেন অবাক্ হলেন। নিতান্ত করুণার চক্ষে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। যাই হোক্, কথাবার্ত্তা সুরু হ’ল! শুনলাম তাঁর নাম ইভান্ ইভানোভিচ্ জুরিন্। তিনি হুসার পদাতিক দলের কাপ্তেন, সিম্‌বির্‌স্কে এসেচেন

রংরুট সংগ্রহ করতে, এবং ঐ সরায়েই উঠেছেন। জুরিন্ আমায় বড় হাজরির নেমন্তন্ন করলেন—সহকর্ম্মী হিসাবে। আমি নেমন্তন্ন নিলাম। একসাথে খেতে বসা গেল। জুরিন্ প্রচুর পরিমাণে পান করলেন এবং আমাকেও করালেন। বল্লেন ফৌজের হালচাল অভ্যাস করা দরকার। লড়াইএর এমন সব চুটকি গল্প বলতে লাগলেন যে তা শুনে হাস্তে হাস্তে পেটে খিল ধর্‌ল। যখন টেবিল ছেড়ে উঠ্‌লাম তখন দুজনায় বেশ ভাব হ'য়ে গিয়েছে। তারপরে তিনি আমায় বিলিয়ার্ড শেখাতে রাজী হলেন।

জুরিন্ বল্লেন, "খেলাটা জানা বড়ই দরকার। ধর, লড়াই কর্‌তে পশ্চিম সীমান্তের কোন ছোট জায়গায় গিয়ে পড়্‌লাম। তখন কি করা যায়? জান ত' সব সময়ে ইহুদী ঠ্যাঙান ভাল লাগে না। অতএব সরাইএ ঢুকে বিলিয়ার্ড খেল্‌তে হয়। আর খেল্‌তে হ'লেই তা জানা দরকার।"

বুঝ্‌লাম খেলাটা জানা নিতান্তই দরকার। খুব রুখে খেল্‌তে সুরু কর্‌লাম। জুরিন্ চেঁচিয়ে উৎসাহ দিতে লাগ্‌লেন। আমার উন্নতির বেগ দেখে তাঁর তাক্ লেগে গেল, এবং কয়েকটি কায়দা শিখিয়েই তিনি বল্লেন, "বাজী রেখে খেলা যাক্। তিন কার্দিং করে ধরা হবে। লাভের জন্য বল্‌চি না, বাজী না রেখে খেলা ভারি বদ্ অভ্যাস, এই জন্য।" আমি তাতেই রাজী হলাম। জুরিন্ কিছু "পাঞ্চ" (মদ) এর ফরমাস্ দিলেন, আমাকেও ইচ্ছা করতে বল্লেন, কারণ সৈন্য জীবনের সব অভ্যাস আয়ত্ব করা দরকার; 'পাঞ্চ' না থাক্‌লে ফৌজের গতি হত কি? আমি তাঁর উপদেশ সাবধানে মান্‌তে লাগলাম। খেলা চল্‌ল। গেলাস যতই বেশী ব্যবহার করছি, বুকের পাটা ততই বেড়ে যাচ্চে। মিনিটে মিনিটে আমার বল সীমানা পার

হয়ে ছুটতে লাগল। ভয়ানক জিদ্ বেড়ে গেল; 'স্কোর' রাখতে জানে না ব'লে চাকরটাকে গাল দিলাম; ক্রমে বাজীও চড়াতে লাগলাম—মোটকথা, বোকা ছেলে প্রথম ছাড়া পেলে যা করে ঠিক্ তাই করতে লাগলাম। সময় কোথা দিয়ে যাচ্ছিল টের পাই নি! জুরিন ঘড়ীর দিকে চাইলেন, তারপরে ছড়ি রেখে দিয়ে আমায় বল্লেন, আমি একশ' রুবল হেরেচি। আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম! পয়সাকড়ি ছিল সাভেলিচের কাছে⋯বল্লাম, 'মাপ করুন'। জুরিন বাধা দিয়ে বল্লেন, "ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তোমার কাছে নাই বা থাক্ল, কিছু আসে যায় না। আমি সবুর করতে পার্ব। এইবারে চল, আরিনুস্কার সাথে দেখা ক'রে আসি।"

কি আর বল্ব? দিনটি যে ভাবে সুরু হয়েছিল সেই ভাবেই শেষ হ'ল। আরিনুস্কার ওখানে ছোট হাজরি সারা গেল। জুরিন বারবার গ্লাস ভ'রে দিয়ে বল্তে লাগলেন ফৌজের আদবকায়দা শেখা দরকার। যখন টেবিল ছেড়ে উঠলাম, তখন আর দাঁড়াতে পারি নে। রাত্ত দুপুরে জুরিন আমায় গাড়ী ক'রে সরাইএ ফিরিয়ে আন্লেন।

পৈঠার ওপর সাভেলিচের সাথে দেখা! ফৌজের কাজে আন্তরিকতার অভ্রান্ত লক্ষণ দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "কি হয়েচে তোমার? এমন অবস্থা কোথায় হ'ল? হে ভগবান্! এমন হাল ত' তোমার কখনও হয় নি!"

আমি জড়ান গলায় বল্লাম, "বচনবাগীশ, আর ফর্ফর্ করতে হবে না।"

"তুমি মাতাল হয়েচ, যাও শুয়ে পড়গে।" এই বলে সে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

পরদিন জেগে ভয়ানক মাথাব্যথা বোধ কর্‌লাম। আগের দিনের সব ঘটনা অস্পষ্ট মনে হ'তে লাগল। সাভেলিচ্‌ এসে আমার চিন্তা স্রোতে বাধা দিল। তার হাতে ছিল এক পেয়ালা চা।

মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলতে লাগল "পিটর এণ্ড্রিচ, তুমি বড়ই অল্প বয়সে মদ ধরলে! বড্ড ছেলেবেলায়! এ শিখ্‌লে কোত্থেকে? তোমার বাপ ঠাকুরদাদা ত মাতাল ছিলেন না। তোমার মা কাঁজির চেয়ে ঝাঁঝাল কিছু কোনও দিন ছোঁন না। এই অভ্যাসের গোড়ায় রয়েচে কে? সেই ফরাসী বদ্‌মায়েসটা, সেই পাজি কুকুরটা তোমায় একটি বিদ্যে দিয়েচে, যা হোক্‌।"

আমি লজ্জিত হলাম। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বল্‌লাম "যাও সাভেলিচ্‌, আমি চা খাব না।" কিন্তু সাভেলিচ্‌ একবার যে উপদেশ দিতে স্থরু ক'রল আর থামে না—"এখন ত বুঝতে পারছ বাড়াবাড়ি করার কি ফল? মাথা ধরেচে, খিদে নেই। যে মাতাল সে ত অপদার্থ। মধু দিয়ে খানিকটা শসার রস খাও। ঘরে তৈরী ব্রাণ্ডি আধ গ্লাস খেতে পারলে আরও ভাল। খানিকটা আন্‌বো কি?"—

এমন সময়ে একটি ছোক্‌রা জুরিনের চিঠি নিয়ে আমার ঘরে এল।

প্রিয় পিটর এণ্ড্রিচ্‌,

কাল বিলিয়ার্ডে যে একশ' রুবল হেরেচ তা এই ছোক্‌রার সাথে পাঠিয়ে দিও। আমার বড় দরকার।

তোমার শুভার্থী

ইভান জুরিন্‌।

উপায় নেই। নিতান্ত ঔদাস্যের ভাব দেখিয়ে আমি সাভেলিচের দিকে পাশ ফিরলাম। তার জিম্মায় আমার টাকাকড়ি কাপড়চোপড়

যা কিছু সব থাকৃত। তাকে বল্লাম, "ছোক্‌রাকে একশ' রুবল দিয়ে দাও।"

"কি ? ওকে এত টাকা দিতে গেলাম কেন ?"

আমি বেশ ধীর ভাবে উত্তর দিলাম "আমি তাঁর কাছে ধারি।"

সাভেলিচের বিস্ময় ক্রমেই বাড়্‌চে। সে বল্‌ল, "ধারো ? তোমার ধার করবার সময় হ'ল কখন ? নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল আছে। তুমি যাই বল, আমি টাকা দেবো না।"

ভাবলাম, এই বিপদের মূহুর্ত্তে যদি এই একগুঁয়ে বুড়োটাকে না হারাতে পারি, ভবিষ্যতে এর গুরুগিরির জ্বালায় অস্থির হ'তে হবে। আমি কট্‌মটিয়ে চেয়ে বল্‌লাম :

"আমি তোমার মনিব, তুমি চাকর। টাকা আমার, আমি ইচ্ছা ক'রে বিলিয়ার্ড খেলে হেরেচি। আমার সঙ্গে তর্ক ক'রো না বল্‌চি। যা বলি তাই কর।"

আমার কথায় সাভেলিচ্ এত আঘাত পেল যে দুই হাত জুড়ে সে খানিকটা চুপ ক'রে বসে রইল। তারপরে কাঁপা গলায় বল্‌ল, "পিটর এণ্ড্রিচ, আমায় আর দগ্ধে মেরো না। প্রাণি বুড়ো, যা বলি তাই করো। সেই জুয়াচোরকে লিখে দাও, ও খেলাটেলা সব তামাসা। আমাদের অতো টাকা নেই। একশ' রুবল ! হে ভগবান্ ! বলে পাঠাও কাঠবাদাম ছাড়া আর কিছু বাজী রেখে খেল্‌তে তোমার পিতামাতা নিষেধ করেচেন।"

একটু কড়াভাবে বাধা দিয়ে বল্‌লাম, "ঢের হয়েচে। টাকাটা আমায় দাও, নইলে তোমায় দূর করে দেবো।"

নিতান্ত কাতরভাবে সাভেলিচ্ আমার দিকে চাইল, এবং টাকা আন্‌তে গেল তার ভাব দেখে আমার দুঃখ হ'ল। কিন্তু আমার

স্বাধীনতাও ত রক্ষা করা দরকার বুঝিয়ে দেওয়া দরকার আমি আর ছেলে মানুষ নই।

জুরিনকে টাকা পাঠান হ'ল। অপয়া সরাই থেকে আমায় নিয়ে পালাতে সাভেলিচ্ ব্যস্ত হয়ে প'ড়ল। এসে বল্‌ল, গাড়ী তৈরী। নীরব অনুশোচনা এবং বিবেকের জ্বালা নিয়ে সিমবির্‌স্ক ছাড়লাম। আমার নতুন ওস্তাদের কাছে বিদায় নেওয়া হ'ল না। তাঁর সাথে আর দেখা হবে এমন আশাও রইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথ প্রদর্শক

হে বিদেশ, নাহি জানি কি রহস্য অন্তস্তলে তব।
আসি নাই তব বুকে শান্তি লাগি' আপন ইচ্ছায় ;
পথভ্রান্ত অশ্ব মম আনে নাই তোমার আশ্রয়ে।
উচ্ছৃঙ্খল জীবনের খরস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
মদদৃপ্ত যৌবনের কূলপ্লাবী বন্যার গতিতে
চকিতে এসেছি ভেসে ভয়াবহ আবর্তে তোমার। (পুরাণ গাথা)

পথে যে সব চিন্তা আমার মনকে তোলপাড় করছিল তা নিছক্ সুখের নয়। যে টাকাটা হেরেছিলাম সেটা তখনকার হিসাবে বেশ মোটা টাকাই বল্‌তে হবে। সিমবির্স্কের সরাইএ আমার আচরণ যে গোঁয়াড়ের মত হয়েচে নিজের কাছে তা অস্বীকার করতে পার্‌লাম না। সাভেলিচ্‌কে খুব অন্যায় কথা বলেছি এও বুঝতে পারলাম। বড়ই অশান্তি বোধ হ'ল। বুড়ো বেচারা মুখভার করে ঘাড় ফিরিয়ে, কোচবাক্সে ব'সে ছিল। মাঝে মাঝে গলা হাঁক্‌রাচ্ছিল, কিন্তু কোনই কথা বলছিল না। তার সাথে একটা রফা করব ঠিক্ করলাম। কিন্তু ভেবে পেলাম না কি ভাবে সুরু করা যায়। শেষে বল্‌লাম :—

"আরে, আরে, সাভেলিচ্, এস অপোষ করে ফেলি। আমারই দোষ তা স্বীকার কর্‌চি। কাল কি ভূত যে ঘাড়ে চেপেছিল,

শুধু শুধু তোমায় অপমানটা করলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করচি, এখন থেকে সাবধান হব, আর তুমি যা বলবে তাই করব।"

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাভেলিচ্ বল্‌ল, "ভাই পিটর্, আমার নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে বেশী। আমারই ত' দোষ। তোমায় একা ফেলে আমি কি করে গেলুম। আমি লোভ সাম্‌লাতে পারি নি, পাদ্রীর বৌএর সাথে দেখা ক'রতে গিয়েছিলুম—পাদ্রী আমার পুরান বন্ধু। প্রবাদ আছে 'বন্ধুদের দেখতে গেলে, দেখা ঘট্‌ল গিয়ে জেলে।' কি দুর্ঘটনা! কর্ত্তা গিন্নিকে মুখ দেখাব কি ক'রে? তাঁরা যখন শুনবেন, খোকা মদ খায়, জুয়া খেলে, তখন বলবেন কি?"

সাভেলিচ্‌কে শান্ত করবার জন্য, কথা দিলাম তার অমতে আর আমি এক পয়সাও খরচ করব না। তাকে ঠাণ্ডা করতে অনেকটা সময় লাগ্‌ল। তবুও সে মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "একশ' রুবল, তামাসা নয়!"

যেখানে আমাদের যাওয়ার কথা তার কাছাকাছি এসে পড়্‌লাম। চারিদিকে খাল-পাহাড়ময়, জনহীন প্রান্তর। সব বরফে ঢাকা। সূর্য্য ডুব্‌চে। একটা সরু রাস্তা ধরে গাড়ী চলেচে। চাষাদের চাকাহীন শ্লেজ চলে চলে একটা 'নিক্' পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কোচম্যান সভয় দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাইল। শেষে টুপিটা খুলে আমার দিকে ফিরে বল্‌ল:

"মশাই, ফিরে গেলে ভাল হ'ত না?

"কেন?"

"আকাশের অবস্থা সুবিধে নয়; হাওয়া উঠ্‌চে; বরফ কেমন উড়্‌চে দেখুন।"

"হ'লই বা?"

দেখতে পাচ্ছেন কি ?" চাবুক তুলে সে পূর্ব্বদিকে ইঙ্গিত করল।

"দেখতে পাচ্ছি বই কি ? ধবধবে মাঠ আর পরিষ্কার আকাশ।"

"কেন, ঐ যে ছোট্ট মেঘখানা ?"

আকাশের কোণে সাদা একখানা মেঘ দেখতে পেলাম বটে। প্রথমে সেটাকে দূরের পাহাড় বলে আমার বোধ হয়েছিল। কোচম্যান আমাকে বুঝিয়ে দিল যে ঐ মেঘখানি বরফঝড়ের অগ্রদূত। এদিককার বরফঝড়ের কথা শুনেছিলাম; জানতাম তাতে সময়ে সময়ে গাড়ী ঘোড়া সব ডুবে যায়। কোচম্যানের মত সাভেলিচেরও ইচ্ছা হ'ল আমরা ফিরে যাই। কিন্তু তেমন জোর হাওয়া ছিল না; ভাবলাম ঠিক সময়ে পরের ষ্টেশনে পৌছে যাব। কোচম্যানকে বললাম জোরে হাঁকাতে।

কোচম্যান ঘোড়া ধাপে ছুটিয়ে দিল। তার দৃষ্টি রইল পূর্ব্বদিকে। ঘোড়া বেশ ছুটল। এদিকে হাওয়া ক্রমেই বাড়তে লাগল। মেঘটুকু ক্রমে বড়, ভারি হয়ে আস্তে আস্তে আকাশ ছেয়ে ফেলল। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়তে লাগল; তারপরে হঠাৎ বড় বড় ডালা পড়তে সুরু হ'ল। বাতাস হু হু করে ছুটেচে; আমরা একেবারে বরফঝড়ের মুখে পড়ে গেলাম! এক মুহূর্ত্তে কালো আকাশ যেন গলে বরফের সাগর হয়ে গেল। দৃষ্টি আর চলে না।

কোচম্যান বলল, "মশাই, গতিক সুবিধে নয়।"

গাড়ী থেকে মুখ বের ক'রে বললাম, "বরফঝড় বুঝি ?" আশ-পাশে অন্ধকার আর ঘূর্ণীবায়ু। হাওয়া এমন ভয়ানক হু হু শব্দ করচে যে মনে হ'ল তা জীবন্ত হয়ে উঠেচে। আমি আর সাভেলিচ বরফে ঢাকা পড়ে গেলাম। ঘোড়া ক'টি ধীরে ধীরে চলতে লাগল, তারপরে একেবারে থেমে গেল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, "থাম্লে কেন? হাঁকাও।"

কোচবাক্স থেকে লাফিয়ে প'ড়ে সে বল্লে, "কি লাভ? বুঝ্তে পারচিনে কোথায় এলাম। একে রাস্তা নেই, তার ওপর অন্ধকার।"

আমি তাকে বক্তে লাগ্লাম। সাভেলিচ্ তার পক্ষ নিল। সে রেগে বল্ল "তুমি ওর পরামর্শ কেন নিলে না? এতক্ষণ সরাইএ ফিরে গিয়ে, চা খেয়ে সকাল পর্য্যন্ত বেশ আরামে ঘুমতে পার্তে। তারপরে ঝড় থাম্লে বেরিয়ে পড়া যেত। এত তাড়াতাড়ি কি? আমরা ত বিয়েয় যাচ্চিনে।"

সাভেলিচের কথা ঠিক্। কিন্তু উপায় ছিল না। বরফ খুবই পড়্ছিল। গাড়ীর চারপাশে বরফের ঢিবি গড়ে উঠ্ছিল। ঘোড়া কটি মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল; আর মাঝে মাঝে থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্তে লাগ্ল। কোচম্যান তাদের চারদিকে ঘুরতে লাগ্ল। আর, কিছু করা দরকার তাই তাদের সাজগুলি একটু নেড়ে চেড়ে বসিয়ে দিতে লাগ্ল। সাভেলিচ্ গজ্ গজ্ করছিল, আমি একটা রাস্তা বা বাড়ী দেখ্তে পাব এই আশায় চারদিকে চেয়ে দেখ্ছিলাম, কিন্তু সেই অস্বচ্ছ বরফের ঘুর্ণীপাকে কিছুই দেখ্তে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ কালো একটা কি আমার চোখে পড়্ল।

চেঁচিয়ে বল্লাম, "ওহে কোচম্যান, ওদিকে ঐ কালো জিনিষটা কি?"

কোচ্ম্যান বেশ পরখ ক'রে দেখ্তে লাগ্ল।

বাক্সে উঠে বল্ল, "ভগবান জানেন! ওটা গাড়ীও নয়, গাছও নয়; মনে হয় নড়্চে। হয় নেক্ড়ে, নয় মানুষ।"

সেই অজানা জিনিসটার দিকে গাড়ী চালাতে বল্লাম। সেটাও

আমাদের দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল। মিনিট দুই পরে একটি লোকের সঙ্গে দেখা!

কোচ্‌ম্যান চেঁচিয়ে বল্‌ল, "ওগো ভাল মানুষটি! রাস্তাটা কোন্ দিকে, জান?"

পথিক্ বল্‌ল, "এই রাস্তা। আমি শক্ত মাটিরই ওপর দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু তাতে লাভ কি?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওহে ভাল মানুষ, এদিকটা তোমায় জানা আছে কি? এই রাতটার জন্য কোনও আশ্রয়ে আমাদের নিয়ে যেতে পার?"

পথিক উত্তর দিল, "আমি এ দেশ ভালই চিনি, এর প্রত্যেকটা ধূলি-কণা আমার পরিচিত। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখ্‌চ ত? আমরা নির্ঘাত পথ হারিয়ে ফেল্‌ব। তার চেয়ে এখানেই অপেক্ষা কর। বরফঝড় থাম্‌তেও পারে। আকাশ পরিষ্কার হ'লে তার আলোয় দিক ঠিক্ ক'রে নেওয়া যাবে।"

তার নিশ্চিন্ত ভাব দেখে আমার ভরসা হ'ল। ভগবানের ওপর-নির্ভর ক'রে রাতটা মাঠেই কাটাব ঠিক্ ক'রলাম। পথিক হঠাৎ লাফিয়ে কোচবাক্সে উঠে বস্‌ল এবং কোচ্‌ম্যানকে বল্‌ল "ভগবানকে ধন্যবাদ, কাছেই একটা গাঁ রয়েচে, ডানদিকে ঘুরিয়ে সোজা চালাও।"

কোচ্‌ম্যান বিরক্ত হয়ে বল্‌ল, "ডানদিকে যাব কেন? রাস্তা কোথা দেখ্‌চ হে? অপরের ঘোড়ায় চাপা বড় সহজ!"

কোচ্‌ম্যানের কথাই ঠিক্ মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কি ক'রে জান্‌লে কাছে গাঁ আছে?"

সে জবাব দিল "হাওয়ায় ঐ দিক্ থেকে ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসচে। সুতরাং ও দিকে গাঁ নিশ্চয়ই আছে।"

লোকটার উপস্থিত বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি দেখে অবাক্ হ'লাম। কোচম্যানকে বল্‌লাম "চালাও।" ঘোড়া ক'টি পুরু বরফের ভিতর দিয়ে কষ্টে চল্‌তে লাগল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলেছে, কখনও বরফের ঢিবির ভিতরে ডুবে যাচ্চে, কখনও শুক্‌নো খালে পড়্‌চে। একবার এ পাশে একবার ও পাশে দুল্‌চে। ঠিক্ তুফানে জাহাজের মত। সাভেলিচ আমার সাথে ঠোকাঠুকি খেয়ে মাঝে মাঝে কোঁকাচ্চে। আমি সামনের পর্দ্দাটা ফেলে দিলাম; পশমের কোটটা মুড়ি দিয়ে ঢুল্‌তে লাগ্‌লাম। ঝড়ের গান আর গাড়ীর দুল্‌কি আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিল।

একটি স্বপ্ন দেখলাম, তা কখ্‌খনো ভুলতে পারব না। আমার জীবনের ওঠাপড়ার কথা ভাবলে সেটা ভবিষ্যতের আভাস বলেই মনে হয়। কুসংস্কার কতদূর মানুষের মজ্জাগত পাঠক তা জানেন; সুতরাং এই সব অলীক স্বপ্নের ওপর যতই ঘৃণা থাক্ না, আশা করি আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

তখন আমার মনের সেই অবস্থা, যখন বাস্তব জগৎ মুছে গিয়ে স্বপ্নজগৎ সত্য হয়ে ওঠে। গভীর ঘুমের আগে মন ছায়ালোকে বিচরণ করে। আমার মনে হ'ল ঝড় তখনও বইচে, আমরা সেই বরফে ঢাকা প্রান্তরেই ঘুরে বেড়াচ্চি। হঠাৎ দেখলাম সামনে একটা ফটক। সেই ফটক দিয়ে ঢুকে সোজা আমাদের বাড়ীর উঠানে এসে পৌঁছলাম। প্রথমটা ভয় হ'ল, আমার হঠাৎ ফিরে আসায় বাবা রাগ ক'রবেন। ভাববেন আমি ইচ্ছা ক'রে অবাধ্য হয়েচি। চিন্তিত ভাবে আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়্‌লাম; নেমেই মাকে দেখতে পেলাম। মা পৈঠার ওপর এলেন আমায় এগিয়ে নিতে। তাঁর মুখে গভীর দুঃখের ছায়া।

মা বল্‌লেন, "শব্দ ক'রো না, তোমার বাবার বড্ড অসুখ। বাঁচবার আশা নেই ; তোমাকে দেখতে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন।"

ত্রস্ত ভাবে আমি মায়ের পিছনে পিছনে শোবার ঘরে ঢুকলাম। ঘরটায় অস্পষ্ট আলো ছিল ; দেখলাম কতকগুলি লোক বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের মুখ বিষাদমাখা। আমি নিঃশব্দে বিছানার পাশে গেলাম, মা মশারী তুলে বল্‌লেন, "এণ্ড্রি পেট্রোভিচ, পেট্রুসা এসেচে ; তোমার অসুখের খবর পেয়েই সে ফিরেচে। তাকে আশীর্ব্বাদ করো।"

আমি হাঁটু গেড়ে বস্‌লাম ; ব'সে রোগীর দিকে চাইলাম। দেখ্‌লাম কি ? বাবার জায়গায় দাড়িমুখো একটা চাষা শুয়ে আছে, আর হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌চে। আমি অবাক্ হয়ে মায়ের দিকে ফিরে বল্‌লাম, "এর মানে কি ? এতো বাবা নন্! এই চাষাটার আশীর্ব্বাদ আমি নিতে গেলাম কেন ?" মা বল্‌লেন, "তা হোক্‌না পেট্রুসা, বিয়ের সময় ব'লে লোকটি তোমার বাবার জায়গায় ব'সেচে। ওর হাতে চুমো খাও, ও তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রবে।" আমি তা কিছুতেই ক'রব না। চাষা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল ; পিছন থেকে একখানা কুড়ুল তুলে নিয়ে ঘুরাতে লাগ্‌ল। আমি পালাতে চেষ্টা ক'রলাম, কিন্তু পারলাম না। যেদিকে চাই শুধু মড়া। আমি তার ওপর হোঁচট খেয়ে পা হড়্‌কে রক্তের ভিতর পড়ে গেলাম। সেই ভূতের মত চাষাটা করুণ স্বরে আমায় বল্‌ল "ভয় পেয়ো না, এস আমার আশীর্ব্বাদ নাও।" ভয়ে, বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়্‌লাম। ঠিক্ এই সময়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি ঘোড়া ক'টি দাঁড়িয়ে আছে। সাভেলিচ আমার হাত ধরে বলচে "বেরিয়ে এস, আমরা পৌছে গিয়েছি।"

চোখ রগ্‌ড়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "কোথায় ?"

"সরাইএ। প্রভুর দয়ায় আমরা একেবারে বেড়ার ওপরে এসে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে গরম হবে, এস।"

গাড়ী থেকে নাম্‌লাম। বরফঝড় তখনও হচ্চে, যদিও বেগ অনেকটা কম। গাঢ় অন্ধকার। হোটেলওয়ালা ফটকে এসে আমাদের আপ্যায়িত ক'রল। লণ্ঠনটি ছিল তার জামার আড়ালে। পথ দেখিয়ে সে আমাদের একটা ছোট পরিষ্কার ঘরে নিয়ে গেল। জ্বালানি কাঠের আগুনে ঘরটা আলো হয়েছিল। দেয়ালে একটা কশাক টুপি আর একটা রাইফেল ঝুল্‌ছিল। হোটেলওয়ালা ইয়েক প্রদেশের একজন কশাক। বয়স বছর ষাট, কিন্তু শরীর বেশ মজবুত, কর্ম্মঠ। সাভেলিচ চায়ের জিনিসের বাক্‌সটা ভিতরে আন্‌ল, তার পরে চা তৈরী করবার জন্য একটু আগুন চাইল। প্রস্তাবটা যে কত আরামদায়ক লাগ্‌ল, তা ব'লে বুঝাতে পারি নে। হোটেলওয়ালা আমার মালপত্তর হেপাজৎ করতে গেল।

সাভেলিচ্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম "আমাদের পথপ্রদর্শক কোথায় ?" ওপর থেকে শব্দ হ'ল "এই যে, রাজা।"

ওপর দিকে চেয়ে, ষ্টোভের ধারে তাকের ওপর এক গোছা কালোদাড়ি আর দুটি জ্বল্‌জ্বলে চোখ দেখতে পেলাম।

"ভাই, তুমি নিশ্চয় ঠাণ্ডায় জমে গিয়েচ ?"

"বোধ হয় গিয়েছিলাম; গায়ে শুধ্ একটা পাত্‌লা জারকিন কিনা। একটা ভেড়ার চামড়ার জামা ছিল, কিন্তু কাল সেটা গেছে আর একজনের গায়ে, যার দরকার আমার চেয়ে বেশী। বরফ নেহাৎ মন্দ পড়ে নি।"

এমন সময়ে হোটেলওয়ালা ফুটন্ত জলের কেট্‌লি নিয়ে এল।

পথ প্রদর্শকের জন্য এক পেয়ালা চা এগিয়ে ধ'রলাম—সে তাক থেকে নেমে এল। তার চেহারাটা বেশ মনে লাগে। বয়স চল্লিশের কাছে, মাঝামাঝি লম্বা, একহারা চেহারা, চওড়া বুক। কালো দাড়িতে সবে সাদার রেখাপাত হ'তে সুরু করেচে। তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ ট বড়ই চঞ্চল। মুখখানি সুন্দর কিন্তু দুষ্টুমিমাখা। চুল চাষাদের মত ছোট ক'রে ছাঁটা; গায়ে একটা ছেঁড়া জারকিন, পরনে তুর্কি ইজের। চায়ের পেয়ালাটা আমি তার হাতে দিলাম। চায়ে চুমুক দিয়েই সে মুখ বাঁকাল।

"রাজা, দয়া ক'রে ওদের বলো আমায় এক গেলাস ভোড্‌কা দিতে। কশাকেরা চা খায় না।"

আমি অমনি ফরমাস্ করলাম। আলমারি থেকে হোটেলওয়ালা বোতল আর গেলাস বের ক'রল, আগন্তুকের কাছে এসে তার মুখের ওপর চোখ রেখে বল্‌ল:

"আহা! আবার তুমি আমাদের এদিকে এসেচ? কোত্থেকে আস্‌চ?"

আমার পথপ্রদর্শক এসারা ক'রে হেঁয়ালীর ভাবে বল্‌ল:

"সবজীবাগানে ঘুরে গোটা কতক শণের বীজ কুড়ুতে গিয়েছিলাম; ঠান্‌দি একখানা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, কিন্তু আমায় লাগে নি। তোমরা কেমন আছ ভাই?"

হোটেলওয়ালা হেঁয়ালীতেই বল্‌ল "এদের কথা বলো না। সন্ধ্যা উপাসনার জন্য এরা ঘণ্টা বাজাতে চায়। পাদ্রীর বৌ নিষেধ ক'রলে! পাদ্রী সফরে বেরিয়েছে, তাই সয়তানের দলও মাথা তুলেচে।"

পথিক উত্তর দিল, "চেপে যাও খুড়ো, জল পড়্‌লেই ব্যাঙের ছাতা গজাবে। আর ব্যাঙের ছাতা গজালেই তার জন্য ঝুড়ির অভাব হবে না। এখন" আবার অর্থপূর্ণ এসারা, "কুড়ুল এক কোণে

লুকোও, বনে পাহারা বেরিয়েচে।—রাজা, 'এই তোমার স্বাস্থ্যপান করচি।" এই ব'লে পথিক গ্লাসটি নিল; ক্রুশচিহ্ন ক'রে এক চুমুকে মদ নিঃশেষ ক'রল। তারপরে আমাকে নমস্কার ক'রে উননের পাশে তাকের ওপর ফিরে গেল।

এই রকম চোরা কথাবার্ত্তা তখন কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। পরে অনুমান ক'রেছিলাম তারা ইয়েক কশাকদের কথা বল্‌চে। ১৭৭২ সালের বিদ্রোহের পর তখন তারা সবে ঠাণ্ডা হয়েচে। সাভেলিচ্ এই সব কথা শুন্‌ছিল, অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে। হোটেলওয়ালা ও পথিক দুজনাকেই সে সন্দেহের চোখে দেখ্‌ছিল। সরাইটা সেই জনহীন প্রান্তরে একখানি মাত্র ঘর, ডাকাতের আড্ডা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু উপায় নেই। ফের রাস্তায় বের হওয়ার কল্পনাও ক'রতে পারলাম না। সাভেলিচের দুশ্চিন্তা দেখে আমার ভারি আমোদ লাগ্‌ছিল। ইতিমধ্যে রাত কাটাবার আয়োজন শেষ ক'রে আমি বেঞ্চে শুয়ে পড়্‌লাম। উননের পাশে সাভেলিচ্ বিছানা পাত্‌ল। হোটেলওয়ালা মেঝেয় শুয়ে পড়্‌ল। নাক ডাকার শব্দে ঘর-খানি তখনই মুখর হয়ে উঠ্‌ল। আমিও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'লাম।

পরদিন উঠ্‌তে দেরী হ'ল। উঠে দেখি ঝড় কমেচে। সূর্য্য উঠেচে। সেই সীমাহীন প্রান্তর ঝক্‌ঝকে বরফের পরদায় ঢাকা। ঘোড়া জোতা হ'ল। হোটেলওয়ালার পাওনা বুঝে দিলাম। সে এত কম চাইল যে সাভেলিচও দর কসাকসি ক'রল না, যেটা তার মজ্জাগত অভ্যাস। আগের রাত্রের সব সন্দেহ তার দূর হয়ে গেল। আমাদের পথপ্রদর্শককে ডাক্‌লাম, তার সাহায্যের জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম; সাভেলিচ্‌কে বললাম, "ভোড্‌কা খেতে একে আধ রুবল বক্‌শিশ দাও।"

সাভেলিচ্ কটাক্ষ ক'রল। বল্ল "আধ-রুবল! কেন? একে গাড়ী ক'রে সরাইএ পৌঁছে দিয়েচ, এই জন্য? তুমি যাই বল, আর আধ রুবল খরচ করবার যো নেই। যদি সবাইকে বক্‌শিশ দিই তারে অনাহারে মরতে হবে।"

সাভেলিচের সাথে তর্ক চলে না। আমি কথা দিয়েছিলাম টাকা তার জেম্মায় থাক্‌বে। ঐ রকম অসুবিধা—বিপদ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—তা থেকে যে লোকটা বাঁচাল তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না পেরে বড়ই বিরক্ত হলাম।

শান্তভাবে বল্‌লাম, "আচ্ছা বেশ; যদি আধ-রুবল না দিতে চাও, আমার কাপড়চোপড় থেকে কিছু দাও। ওর গায়ে বড্ড পাত্‌লা জামা। আমার খরগোসের চামড়ার জ্যাকেটটা ওকে দাও।"

সাভেলিচ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "বাপ্‌রে! তুমি ক্ষেপেচ? খরগোস চামড়ার জ্যাকেটে ওর কি হবে? সাম্‌নে সরাপখানা পেলেই ত সেটা বাঁধা দেবে! বেটা কুকুর!"

পথিক বল্‌ল, "বুড়ো, আমি সেটা মদের জন্যই বেচি আর যাই করি তাতে তোমার কাজ নেই। রাজা আমাকে নিজের পশমের জামাটা দিচ্চেন, তাঁর যা খুসি তাই করচেন। তুমি চাকর, তোমার কাজ তাঁর হুকুম তামিল করা—তর্ক করা নয়।"

সাভেলিচ রেগে বল্‌ল, "তুমি ডাকাত। তোমার ভগবানের ভয় নেই? দেখ্‌চ ছেলে মানুষ, এখনও কাণ্ডজ্ঞান হয় নি, সরল ছেলেটিকে ঠকাতে যাচ্চ? ভদ্রলোকের জামা তোমার কি কাজে আস্‌বে? তোমার ঐ চোঁয়াড়ে ঘাড় কি ওতে ঢুক্‌বে?"

বুড়োকে বল্‌লাম, "তর্ক ক'রো না; এখ্‌খুনি জামাটা নিয়ে এস।"

সাভেলিচ্ আর্তনাদ ক'রে বল্‌ল "হে ভগবান্! তাও কি হয়!

জামাটা যে একেবারে নতুন! এমন জিনিস দেওয়া, তাও আবার একটা মাতালকে—এযে পাগ্‌লাম!"

যাই হোক্ জামাটা এল। চাষা ত তথ্‌খুনি সেটা পরতে গেল। সেটা আমার ছোটবেলার; তার গায়ে একটু আঁট হবেই। কিন্তু সে সেটা প'রল—প'রতে গিয়ে সেলাই ছিঁড়ে গেল। পট্ পট্ শব্দ শুনে সাভেলিচ হায় হায় করতে লাগ্‌ল।

আমার বক্‌শিশ পেয়ে পথিক খুব খুসি হ'ল। গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়ে নত হয়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "রাজা, তোমায় অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। ভগবান তোমাকে দয়াশীলতার পুরস্কার দিন্। যতদিন বাঁচব, তোমার দয়ার কথা ভুল্‌ব না।"

সে তার পথ ধরল। আমি গাড়ীতে চাপ্‌লাম। সাভেলিচের দিকে আর চাইলাম না। খানিকপরেই আগের দিনের বরফঝড়, পথপ্রদর্শক ও জামার কথা একদম ভুলে গেলাম

ওরেনবুর্গে পৌঁছেই সোজা সোনাপতির সাম্‌নে হাজির হ'লাম। ঢ্যাঙা লোকটি, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েচেন। লম্বা চুলগুলো একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। পুরান পোষাকটার রং জ্বলে গিয়েছে—দেখে রাণী অ্যানের যুগের ব'লে মনে হয়। কথায় জর্ম্মাণ উচ্চারণের প্রাবল্য। বাবার চিঠিখানা তাঁকে দিলাম। আমার নাম ক'রতেই তিনি আমায় একপলক দেখে নিয়ে বল্‌লেন, "দয়ালু ভগবান্! এণ্ড্রি পেট্রভিচ ত' সে দিন তোমার বয়েসী ছিলেন। এই কদিনে কত বড় ছেলে হয়েচে তাঁর! সময় কেমন উড়ে যায়!"

চিঠিখানা খুলে তিনি নীচু গলায় পড়্‌তে লাগ্‌লেন, আর মাঝে মাঝে টিপ্পনী করতে লাগ্‌লেন, "প্রিয় সার এণ্ড্রি কার্লোভিচ, আশা করি আপনি" এত ফাঁকা ফাঁকা কেন? ছি! তার লজ্জিত হওয়া

উচিত ছিল। আদব দরকার বটে, কিন্তু পুরান বন্ধুকে লেখবার কি এই রীতি? 'আপনি বোধ হয় ভোলেন নি,'......হুঁ......'এবং যখন ভূতপূর্ব্ব ফিল্ড্ মার্শাল মিনিক্......সেই অভিযান এবং কারোলিনা,'' ওহে ভায়া, ছেলেবেলার সেই দুষ্টুমিগুলো মনে আছে দেখছি! 'এইবারে কাজের কথা পাড়ি......আমার ছোট্ট সয়তানটিকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।'......হুঁ......'তাকে বেশ কাঁটা দস্তানা দিয়ে ধ'রে রাখ্‌বে।' ......কাঁটা দস্তানা কি? রুশ বুলি বোধ হয়? ওটার মানে কি?" আমায় জিজ্ঞাসা করলেন।

যতদূর পারি নিরীহ ভাল মানুষের মত মুখ ক'রে বল্‌লাম "ওটার মানে উদারভাবে ব্যবহার করা, বেশী কড়া না হওয়া, যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া।"

'হুঁ, বুঝ্‌লাম......'তাকে বেশী আস্কারা দেবে না।' উহুঁ, বোঝা যাচ্চে কাঁটা দস্তানা মানে অন্যরকম কিছু......'এই যে তার ছাড়পত্র' কই কোথায়? ওঃ, এই যে......'সেমিনফ্‌স্কি সেনাদলে ভর্ত্তি ক'রো' বেশ, বেশ, তা ক'রবো......'তোমার উঁচুপদের কথা ভুলে গিয়ে, পুরান বন্ধু ও সহকর্ম্মী হিসাবে তোমায় আলিঙ্গন ক'রছি, মাপ কোরো।' এহে, শেষকালে কথাটা মনে পড়েছে"......ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চিঠি শেষ ক'রে, পাশপোর্টখানা সরিয়ে রেখে তিনি বল্‌লেন, "ভাল, বাছা! তোমার বাবা যা চেয়েছেন ঠিক তাই করা হবে। তোমাকে 'অফিসর' ক'রে ন—রেজিমেণ্টে বদ্‌লি করলাম। দেরী না ক'রে কালই তুমি বেলগরস্কি দুর্গে কাপ্তান মিরনফের অধীনে কাজ করতে যাবে। তিনি খুব ভাল, সম্মানী লোক। সেখানে সত্যিকার কাজ করতে হবে, নিয়মনিষ্ঠাও শিখ্‌বে। ওরেনবুর্গে তোমার যোগ্য কাজ নেই। কুড়েমি ছোক্‌রাদের পক্ষে খারাপ। আজ রাত্রে তুমি আমার ওখানে খাবে।"

ভাবলাম্ "অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্চে। জন্মাবার আগেই রক্ষীদলের সার্জ্জেণ্ট হয়ে থেকে লাভ ত' হ'ল খুব! শেষকালে চল্লাম কোথায়? কিরঘিস্ প্রান্তরের সীমানায় এক জনহীন দুর্গে—ন—রেজিমেণ্টে!"

এণ্ড্রি কার্লোভিচ এবং তাঁর শরীররক্ষীর সাথে রাত্রে ভোজন করা গেল। আহার বিষয়ে কড়া জর্ম্মান মিতব্যয়িতার পরিচয় পেলাম। দুচারজন অতিথি আসবার ভয়েই বোধ হয় আইবুড়ো সেনাপতি আমায় তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলেন। পরদিন সেনাপতির কাছে বিদায় নিয়ে আমি গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হ'লাম।

়তীয় পরিচ্ছেদ

দুর্গ

"ধূ ধূ করে মাঠ, নাহক' জন মানব,
দুর্গের মাঝে আছি বেশ মোরা সব।
ভোজনের নাই কোন আয়োজন ঘটা
সুখে কেটে যায় জীবনের দিন ক'টা।
শত্রু অতিথি আসিলে মোদের ঘরে
ফিরিয়া কখনো নাহি যাবে অনাহারে ;
কামানের মুখে কত না খাবার পুরি
পরম আদরে অতিথির সেবা করি।" সৈনিকের গান

* *

"সেকেলে মানুষ আম্‌রা, মশাই।" ফন্‌ ভিজিন।

বেলগরস্কি দুর্গ ওরেনবুর্গ থেকে ২৫ মাইল দূরে, রাস্তা গিয়েচে বরাবর ইয়েক নদীর খাড়া তীর বেয়ে। নদীর জল তখনও জমে নি ; বরফে ঢাকা, একঘেয়ে দুটিতীরের মাঝখানে সীসের মত কালো ঢেউগুলি, যেন শোকে মলিন। ওপারে কিরঘিস্‌ প্রান্তর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। আমি চিন্তায় ডুবে আছি—তার পনর আনা দুঃখের চিন্তা। দুর্গে যেতে আমার আদৌ মন সর্‌ছিল না। ভাবী উপরওয়ালা, কাপ্তান মিরনফ্‌কে মনে মনে আঁক্‌লাম—কড়া, বদ্‌মেজাজী বুড়ো, নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়া কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না—কথায় কথায় আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে, শুধু রুটিজল খাইয়ে রাখ্‌তে হাত বাড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে গোধূলির আঁধার নেমে এল। আমাদের গাড়ী খুব তাড়াতাড়ি ছুট্‌ছিল।

কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "দুর্গটা অনেক দূর নাকি হে ?"

উত্তর—"না, দূর নয়, ঐ সেখানে ! এখান থেকে দেখা যায় ।"

আমি এধার ওধার চেয়ে দেখ্‌ছি—বুঝি বা মস্ত উঁচু প্রাচীর, রক্ষীদের ঘর, পরিখা ইত্যাদি দেখতে পাব। কিছু নয়, একখানি পল্লী, কাঠের খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার একধারে গুটি তিনচার খড়ের গাদা, অপর ধারে একটি ভাঙা হাওয়াকল, তার পাখাগুলি অচল হয়ে আছে।

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা ক্‌রলাম "কই, তোমার দুর্গ কই ?"

কোচম্যান সেই পল্লীখানি দেখিয়ে বল্‌ল, "কেন, এই যে !" বল্‌তে বল্‌তে আমরা সেই পল্লীর ভিতরে এসে পড়্‌লাম। ফটকে দেখ্‌লাম, ঢালা লোহার একটা কামান, রাস্তাগুলো সরু আঁকা বাঁকা, ঘরগুলি ছোট, খড়ে ছাওয়া। কোচম্যানকে বল্‌লাম কাপ্তানের বাড়ী নিয়ে যেতে। মিনিট খানেক পরে গাড়ী একটা উঁচু ঢিবির ওপর তৈরী একটা কাঠের বাড়ীর সামনে এসে থাম্‌ল, তার পাশে একটা গির্জ্জা, সেটাও কাঠের তৈরী।

আমাকে এগিয়ে নিতে কেউ এল না। ফটক দিয়ে ঢুকে, দোর খুলে সাম্‌নের ঘরে ঢুকলাম। একটি বুড়ো টেবিলের ওপর ব'সে একটা সবুজ উর্দ্দির আস্তিনে নীল পটি লাগাচ্চিল। তাকে বল্‌লাম আমার আসার খবর দিতে।

সে বল্‌ল, "এস বাবা, আমাদের সবাই বাড়ীতে আছে।"

ছোট্ট একটি পরিষ্কার কামরায় ঢুক্‌লাম—সেকেলে ধরণে সাজান। এক কোণে আলমারিতে বাসন পত্র গুছান রয়েচে। ফ্রেমে আঁটা একখানা অফিসরের ডিপ্লোমা দেয়ালে ঝুলান। তার দুধারে, "ওচাকফ্‌ ও কুষ্ট্রীন অধিকার", "কনে বাছাই", "বিড়ালের অন্ত্যেষ্টি" ইত্যাদি

রঙীন ছবি ঝক্ ঝক্ করছিল। দেশী জ্যাকেট পরা একটি বৃদ্ধা জানলার ধারে বসেছিলেন, তাঁর মাথা রুমালে ঢাকা। অফিসরের উর্দ্দি পরা একটি কাণা বুড়ো হাত বাড়িয়ে স্থতো ধ'রে ছিল; বৃদ্ধা তাই গুটাচ্ছিলেন।

হাতের কাজ ক'রতে ক'রতে বৃদ্ধা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন "কি চাই মশাই আপনার?"

উত্তর দিলাম, "ফৌজে চাকরী করতে এসেচি। কাপ্তানকে নমস্কার জানান আমার কর্ত্তব্য।" এই ব'লে আমি সেই এক চোখো বুড়োর দিকে চাইলাম। ভাবলাম, সেই বা কাপ্তান হবে। বাড়ীর কর্ত্রী আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বল্লেন:

"ইভান কুজ্মিচ বাড়ী নেই। পাদ্রী জেরাসিমের সাথে দেখা করতে গিয়েচে। তা হোক্, আমি তাঁর স্ত্রী। আপনি আসায় আনন্দিত হচ্চি! বসুন।"

ঝিকে ডেকে বল্লেন সার্জ্জেণ্টকে ডাকতে। বুড়ো তার সঙ্গীহীন উৎসুক চোখটি দিয়ে বার বার আমায় দেখতে লাগল। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রল, "আপনি কোন্ রেজিমেণ্টে কাজ করেচেন জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি?"

আমি যথারীতি উত্তর দিলাম।

সে বল্ল, "রক্ষীদল থেকে গড়ের ফৌজে বদলি হলেন কেন, জানতে পারি কি?"

উত্তর দিলাম, "আমার গুরুজনের এই ইচ্ছা।"

সেই নাছোড়্ বুড়ো বল্ল "বোধ হয় রক্ষীদলের কর্ম্মচারীর পক্ষে অন্যায় কোন আচরণের জন্য?"

কাপ্তানগৃহিণী বাধা দিয়ে বল্লেন, "নাও, ঢের বাজে ব'কেচ।

দেখ্‌তে পাচ্চ ছেলেমানুষ পথ চ'লে ক্লান্ত হয়ে পড়েচে। ওসব কথা ওর কেন ভাল লাগ্‌বে? হাতটা টান্ কর দেখি?"

আমার দিকে চেয়ে বৃদ্ধা বল্‌লেন, "বাছা, তুমি এই বনবাসে এসে পড়েচ ব'লে কষ্ট করো না। এখানে তুমিই প্রথম আসনি; তোমার পরেও অনেকে আস্‌বে। সাত্রিন আলেক্‌সি ইভানিচ পাঁচ বছর আগে এখানে বদলি হয়ে এসেচে। সে একটি লোককে খুন ক'রেছিল। ভগবান জানেন কি ভূত তার ঘাড়ে চেপেছিল। একজন লেফ্‌ট্‌নাণ্টের সাথে সে সহর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর দুজনে কিরিচ নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে করতে লেফ্‌ট্‌নাণ্টের দফা শেষ হ'ল। তাও আবার দুজনা সাক্ষীর সাম্‌নে! এই ত ব্যাপার! কার যে কখন কুমতি হয়, তাকি বলা যায়?"

ইতিমধ্যে সেই সার্জ্জেণ্ট—একটি বলবান কশাক যুবক—ঘরে ঢুক্‌ল।

কাপ্তান গিন্নি বল্‌লেন, "ম্যাক্‌সিমিচ, এই ভদ্রলোকের থাক্‌বার ঘর দেখ। দেখো যেন সেটা বেশ পরিষ্কার হয়।"

কশাক উত্তর দিল "যে আজ্ঞে। এঁর থাক্‌বার ঘর ইভান পোলেজায়েফের ওখানে দেখব কি?"

মহিলা বল্‌লেন "কথ্‌খনো না! তার বাড়া ভর্‌তি; সে বন্ধু লোক, তার সব সময়ে মনে থাকে আমরা তার মুরুব্বি। ভদ্রলোককে নিয়ে যাও······আপনার নামটি কি?"

"পিটর এণ্ড্রিচ্।"

"পিটর এণ্ড্রিচ্‌কে নিয়ে যাও কুজফের বাড়ী। সেই সয়তান তার ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছিল আমার সব্‌জী বাগানে। ভাল, ম্যাক্‌সিমিচ, সব খবর ভাল ত?"

কশাক উত্তর দিল, "ভগবানের দয়ায় সব খবর ভাল। কেবল

করপোরাল প্রহরফ্ উদ্‌টিনিয়ার সাথে এক বাল্‌তি গরম জল নিয়ে গোসলখানায় ঝগড়া ক'রেছিল।"

কাপ্তান গিন্নি সেই একচোখো বুড়োকে বল্লেন "ইভান ইগ্নিটিচ! তুমি ব্যাপারটার তদন্ত কর। দেখ কার দোষ। আর দুজনাকেই শাস্তি দাও। পিটর এণ্ড্রিচ, ম্যাক্‌সিমিচ তোমায় তোমার বাড়ী নিয়ে যাচ্চে।"

আমি বিদায় হ'লাম। কশাকটি আমাকে গাঁয়ের ঠিক্ সীমানায়, নদীর উঁচু তীরে একখানা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে এল। ঘরের অর্দ্ধেকটায় কুজফের পরিবার থাকৃত, আর অর্দ্ধেকটা আমি পেলাম। আমার অংশে ছিল একটি পরিষ্কার কামরা, বেড়া দিয়ে দুভাগ করা। সাভেলিচ মাল খুল্‌তে সুরু করল। আমি ছোট জানলা দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে রইলাম।

সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তরের বিষাদমাখা ছবি। এক ধারে ক'খানা কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছিল। কয়েকটি মুরগী বুক ফুলিয়ে সম্মুখের রাস্তায় ছুটাছুটি করছিল। এক বুড়ী চুবড়ী হাতে ঘরের পৈঠের ওপর দাঁড়িয়ে শূয়োরের বাচ্চাগুলোকে ডাকৃছিল। তারা আহ্লাদে ঘঁৎ ঘঁৎ ক'রে সাড়া দিচ্ছিল। এমন জায়গায় যৌবনটা কাটাতে হবে! অদৃষ্টের পরিহাস! হঠাৎ বড়ই দুঃখ হ'তে লাগ্‌ল। জানলা ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। সাভেলিচের অনেক পীড়াপীড়িতেও কিছু খেলাম না। সে বেচারা নিতান্ত বিব্রত হয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল :—

"হে দয়ালু ভগবান, বাছা খাবে না—বাছার যদি অসুখ করে তবে কর্ত্রী আমায় কি বল্‌বেন?"

পরদিন সকালে সবে পোষাক পরৃচি এমন সময়ে দরজা খুলে গেল; একটি অল্পবয়সী কর্ম্মচারী ঘরে ঢুকৃল। লোকটি বেঁটে, রং ময়লা, মুখখানা সাদাসিদে কিন্তু প্রফুল্ল।

সে ফরাসী ভাষায় বল্‌ল, "কোনও শিষ্টাচার না দেখিয়েই যে আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রতে এলাম সেজন্য মাপ ক'রবেন। আপনার আসার খবর কাল পেয়েচি, মানুষের মুখ দেখবার লোভটা সাম্‌লাতে পারলাম না। কিছুদিন এখানে থাক্‌লেই অবস্থাটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

অনুমানে বুঝ্‌লাম, দ্বন্দ যুদ্ধের জন্য যে লোকটি বরখাস্ত হয়েচে এ সেই। তখ্‌খুনি আমাদের ভাব হয়ে গেল। সাব্রিন খুব চালাক, কথাবার্ত্তা ভারি মিষ্টি, রসিকতায় ভরা। কাপ্তান পরিবার, দুর্গটি এবং স্থানীয় বন্ধুবান্ধবের চমৎকার একটি বর্ণনা তার কাছে পাওয়া গেল। আমার হাসির রোলে চারদিক মুখর হয়ে উঠ্‌ল। এমন সময় যে লোকটিকে কাপ্তানের বাড়ীতে উর্দ্দি মেরামত ক'রতে দেখেছিলাম সে এসে জানাল, ভাসিলিসা ইগরফ্‌না আমায় নেমন্তন্ন ক'রেচেন।

সাব্রিন বল্‌ল সেও আমার সঙ্গে যাবে।

কাপ্তেনের বাড়ী যেতে স্কোয়ারে জন কুড়ি দুর্গরক্ষী সৈন্য দেখতে পেলাম, তাদের মাথায় তিনকোণা হ্যাট, পিছনে লম্বা বেণী। তারা "অ্যাটেনসনের" কায়দায় দাঁড়িয়ে ছিল। কাপ্তান—ঢ্যাঙা, বলিষ্ঠ, বুড়োমানুষটি—নাইট ক্যাপ আর ড্রেসিং গাউন পরে তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন, গুটিকত মিষ্টি কথা বলে, ফিরে গিয়ে আবার কুচকাওয়াজ করাতে লাগলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তিনি বল্‌লেন, "এখানে দেখ্‌বার মত কিছু নেই, আমার ওখানে যাও, আমিও আস্‌চি।"

ভাসিলিসা ইগরফ্‌না আমাদের খুব সমাদর কর্‌লেন। তাঁর মিষ্টি ব্যবহারে মনে হ'ল তিনি আমায় জন্ম থেকেই জানেন! বুড়ো সেপাই, আর ঝি পালাসা খাবার সাজাচ্চিল।

কর্ত্রী ব'ললেন, "ইভান কুজমিচ আজ ড্রিলে দেরী ক'রছেন। পালাসা, কর্ত্তাকে খেতে ডাক্। আর, মাসা কোথায় ?"

অমনি বছর আঠারোর একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল—তার মুখখানি গোল, গোলাপী আভা মাখান। সুন্দর চুলগুলি সমান ভাবে কানের পিছন দিকে পাট ক'রে আঁচড়ান—তখন কান দুটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে আমার পছন্দ হ'ল না। আগেই আমার মন বিরুদ্ধভাবে ভাবিত হয়ে ছিল। কাপ্তানকন্যা মাসাকে সাব্রিন নিতান্ত হাবা ব'লে বর্ণনা ক'রেছিল। মাসা এক কোণে ব'সে সেলাইএর কাজ সুরু করল। ইতিমধ্যে বাঁধাকপির 'সুপ' পাতে প'ড়ল। স্বামীকে না দেখে কর্ত্রী আবার ডেকে পাঠালেন।

বল্লেন, "পালাসা, কর্ত্তাকে গিয়ে বলো, অতিথিরা ব'সে আছেন, 'সুপ' ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ভগবানের ইচ্ছায় ড্রিল করবার সময় ঢের পাওয়া যাবে; ফিরে গিয়ে খুব চেঁচাতে পারবেন।"

একটু পরেই কাপ্তেন সেই এক চোখো বুড়োর সাথে এসে পৌঁছলেন।

তাঁর স্ত্রী বল্লেন, "তোমার হয়েচে কি, প্রিয়তম ? খাবার দেওয়া হয়েচে কোন্ কালে, অথচ তোমার দেখা নেই !"

"আমি সৈন্যদের ড্রিল করাচ্ছিলাম, জানলে ভাসিলিসা ইগরফ্না !"

কর্ত্রী উত্তর দিলেন, "নাও, রাখো, তোমার ওসব ড্রিল ফ্রিল ভণ্ডামি, তোমার সৈন্যেরা কিছছু শেখে না—তুমিও তেম্নি ওস্তাদ! বরঞ্চ বাড়ী ব'সে ভগবানের নাম করো। বাছারা, টেবিলে এসে ব'সো।"

খেতে বসা গেল। কর্ত্রী এক মিনিটও চুপ ক'রে রইলেন না। জেরার চোটে আমায় জর্ জর্ ক'রে ফেললেন। আমার বাপ মা কে, বেঁচে আছেন কিনা, কোথায় থাকেন, কত বড় বিষয়

ইত্যাদি। আমার বাবার তিনশ' চাষী চাকর আছে শুনেই বল্লেন "ভাবো ব্যাপার খানা। কত বড় বড় লোকই না আছে! দেখ বাছা, আমাদের ঐ এক ঝি পালাস্কা। কিন্তু কি দয়া ভগবানের আমরা আছি বেশ সুখে। একই কষ্ট মাসার বে' হয় নি; কিন্তু তার যৌতুকের মধ্যে আছে একখানা চিরুণী, একগাছা খ্যাংরা আর পিতলের একটি ফারদিং। যদি তার যোগ্য কেউ আসে, বেশ কথা। নইলে হতভাগী আইবুড়োই মর্‌বে।"

আমি মেরিয়া ইভানভ্‌নার দিকে চাইলাম। সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল; চোখের জল তার থালায় পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার জন্য আমার দুঃখ হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়্‌লাম।

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বল্‌লাম, "শুনেছি বস্‌কির্‌রা আপনাদের দুর্গ আক্রমণ ক'রচে?"

ইভান কুজমিচ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কোথায় এ খবর পেলে?"

উত্তর—"ওরেনবুর্গে শুনেছি।"

কাপ্তান বল্‌লেন, "ওসব বিশ্বাস ক'রো না। ক' বছর ত আমরা তেমন কোনও খবর পাই নি। বস্‌কির্‌রা ভয় পেয়েচে কিরঘিসদেরকেও বেশ শিক্ষা দেওয়া হয়েচে। ভয় নেই, এরা আর আসবে না। যদি আসে, এমন শিক্ষা দেবো যে দশ বছর আর মাথা তুলতে পার্‌বে না।"

কর্ত্রীকে বল্‌লাম, "দুর্গে এত উদ্বেগের মধ্যে থাক্‌তে আপনি ভয় পান না?"

তিনি বল্‌লেন "অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বাছা! বিশ বছর আগে যখন সেনাদল থেকে দুর্গে বদ্‌লি হ'লাম, তখন ঐ অসভ্য ডাকাত-দের কি যে ডরাতাম তা বলে বুঝাতে পারি না। বল্‌লে বিশ্বাস

ক'রবে না, তাদের চামড়ার টুপী দেখ্‌লেই, কিম্বা হাঁক্ শুন্‌লেই আমার বুকের ধুক্‌ধুকি থেমে যেত। এখন যদি শুনি বদ্‌মাস্‌গুলো দুর্গের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমিত' নড়িও না।"

সাব্রিন খুব ঘটা ক'রে উত্তর দিল, "ভাসিলিসা ইগরফ্‌না খুব সাহসী। ইভান কুজমিচ তার সাক্ষী।"

ইভান কুজমিচ বল্‌লেন, "হাঁ, গিন্নি ভীরু নন্, এবিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "আর মেরিয়া ইভানভ্‌না? ইনিও কি আপনারই মত সাহসী?"

কর্ত্রী উত্তর দিলেন, "মাসা? না, মাসা বড্ড ভীরু, এখনও রাইফেলের আওয়াজ শুনে ভয় পায়, ওর সারা শরীর কাঁপতে থাকে। দু'বছর আগে ইভান কুজমিচের খেয়াল হ'ল আমার জন্মদিনে আমাদের তোপটা দাগা হবে। বেচারা মাসাত' ভয়ে মরে! সেই-দিন থেকে অপয়া কামানটা আর ছোঁড়া হয় নাই।"

খাওয়া শেষ ক'রে উঠ্‌লাম। কাপ্তান আর তাঁর স্ত্রী শুতে গেলেন। আমি সাব্রিনের ওখানে গেলাম। সারাদিন সেখানেই কাট্‌ল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

"বেশ কথা! তবে দাঁড়াও সাহসি, সম্মুখে,
নিমেষে বসাব শাণিত কৃপাণ ঐ বুকে।" নিয়াঝ্‌নিন্‌

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। এর মধ্যে বেলগরস্কি দুর্গ আমার শুধু ধাত সওয়া হয়ে গেল বল্‌লে ভুল হবে, আমার কাছে সুখের হয়ে উঠল। কাপ্তান পরিবারের মধ্যে আমিও একজন হয়ে পড়্‌লাম; স্বামী স্ত্রী দুজনেই অতি যোগ্য লোক। ইভান কুজমিচ সামান্য সিপাইএর পদে থেকে ক্রমে কাপ্তান হয়েছিলেন। তিনি সরল, অশিক্ষিত, কিন্তু অতি উদার, সম্মানী লোক। স্ত্রী যে তাঁর ওপরে প্রভুত্ব ক'রতেন, তাঁর সহজ সরল মন তাতে খুসিই হ'ত। ভাসিলিসা ইগরফ্‌না তাঁর স্বামীর ফৌজের কাজও তাঁর ঘরোয়া ব্যাপার ব'লে মনে ক'রতেন, এবং ঘরকন্নার মত দুর্গও তিনিই চালাতেন। আমায় দেখে মেরিয়া ইভানভ্‌নার যা লজ্জা তা দুদিনেই দূর হ'ল; আমাদের বেশ ভাব হ'ল। দেখ্‌লাম মেয়েটির বুদ্ধি আছে; প্রাণও আছে। অজ্ঞাতসারে সেই পরিবারের স্নেহে বাঁধা পড়ে গেলাম। এক চোখো লেফ্‌টেনান্টকেও আমার আপনার ব'লে মনে হ'ল। সাব্রিন বল্‌ত যে কর্ত্রীর সাথে তার একটা অসঙ্গত সম্বন্ধ আছে—যদিও একথায় সত্যের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু সাব্রিন সত্যাসত্যের ধার ধার্‌ত না।

আমি অফিসার। আমার সামরিক কাজ কিছু শক্ত ছিল না। আমাদের সুখের দুর্গে প্যারেড্‌ ছিল না, ড্রিল ছিল না;

দু'এক দিন কাপ্তান স্বেচ্ছায় সৈন্যদের শিক্ষা দিতেন, কিন্তু ডান আর বাঁ হাতে কি তফাৎ তা সবাইকে শিখিয়ে উঠ্‌তে পারেন নাই। সাব্রিনের কখানা ফরাসী বই ছিল। আমি পড়্‌তে সুরু করলাম—সাহিত্যে আমার বেশ রুচি হ'ল। সকাল বেলা পড়্‌তাম, তর্জমা করতাম আর কবিতা লিখ্‌তাম। প্রায় রোজই কাপ্তানের বাড়ীতে খেতাম এবং সারাদিন সেখানেই কাটত। সন্ধ্যাবেলা পাদ্রী জেরাসিম এবং তাঁর স্ত্রী আকুলিনা পাম্ফিলভ্‌না কখনও আসতেন। এই মহিলাটি ছিলেন সে তল্লাটের গেজেট। সাব্রিনের সাথেও আমার রোজই দেখা হ'ত। কিন্তু তার কথাবার্ত্তা ক্রমেই আমার বেশী অরুচিকর হয়ে উঠ্‌ল। কাপ্তান পরিবারকে লক্ষ্য ক'রে তার হাসি মস্কারা, বিশেষতঃ মেরিয়া ইভান্‌ভনার প্রতি বিদ্রূপের কটাক্ষ, আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। দুর্গে আর কোনও লোক ছিল না যার সাথে আলাপ ক'রতে পারি—আর কারও সাথে মিশ্‌তে ইচ্ছাও হ'ত না।

প্রবল আশঙ্কা সত্ত্বেও বস্‌কিররা বিদ্রোহী হ'ল না। দুর্গের চারদিকে শান্তি অক্ষুণ্ণ র'য়ে গেল। কিন্তু ভিতরের গোলমালে হঠাৎ সেই শান্তি নষ্ট হ'ল।

আগেই বলেছি আমি সাহিত্যচর্চ্চা ক'রতাম। তখনকার মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রলে আমার লেখা খারাপ বোধ হবে না। ক'বছর পরে কবি সুমারোকফ্‌ সেগুলির প্রশংসাই করেছিলেন। একদিন একটি গান লিখ্‌তে পেরে বেশ তৃপ্তি বোধ ক'রলাম। সবাই জানেন পরামর্শ চাইবার ভাণ ক'রে লেখকেরা অনেক সময়ে সমঝ্‌দারের কাছে একটু প্রশংসা চান। সুতরাং গানটি পরিষ্কার ক'রে লিখে সাব্রিনের কাছে নিয়ে গেলাম। দুর্গে সেই একমাত্র লোক ছিল যে কাব্যের গুণাগুণ বিচার ক'রতে পারে। একটু

ভূমিকা ক'রে নিয়ে পকেট থেকে নোটবুকখানা নিলাম এবং নীচে লাইন ক'টি প'ড়লাম :—

ভুলিব কেমনে ভালবাসা।
রূপ যে সতত জাগে, নয়ন দরশ মাগে
ছাড়িতে পারি না তব আশা।
(মনে) শান্তি কেমনে পাই, জুড়াইতে ছুটে যাই,
ফিরে আসি দরশন লাগি ;
আসা যাতনা দিও না মোরে, বন্দী আমি তব করে,
কি যাদু ক'রেছে দুটি আঁখি।

সাব্রিনকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "তোমার কেমন লাগচে ?" ভেবেছিলা প্রশংসা ত পাবই। সাব্রিনকে দরদী সমালোচক ব'লেই জানতাম কিন্তু সে ব'লল কিনা আমার গানটি বিশ্রী হ'য়েচে! কি যে বিরক্ত হ'লাম!

বিরক্তি গোপন ক'রে ব'ললাম, "কেন ?"

"তোমার গান আমার ওস্তাদ্ ট্রেটিয়াকফ্স্কির * মতো—শুনে তার প্রেমের কবিতার কথা মনে পড়ে।"

আমার নোটবইখানা নিয়ে সাব্রিন প্রতি লাইনে প্রত্যেকটি কথা নির্দ্দয়, বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা সুরু ক'রল। আমি আর সইতে পারলাম না, নোটবইখানা তার হাত থেকে কেড়ে নিলাম। ব'ললাম "তোমায় আর কখ্খনো আমার কবিতা দেখাব না।" একথ শুনেও সে হাসতে লাগ্ল। বল্ল, "আচ্ছা দেখ্ব, কেমন তোমা কথা ঠিক্ থাকে। ইভান কুজমিচের যেমন খাওয়ার আগে মদ ন

* পুরান' রুশ কবি—কষ্টে পদ্য লিখ্তেন, কিন্তু প্রতিভা ছিল না।

'লে চলে না, কবিরও তেম্নি শ্রোতা না হ'লে চলে না। আর য মাসার পায়ে মনের এই আবেগ ঢেলেচ, সেটি কে? মেরিয়া ভানভ্‌না নয় নিশ্চয়ই?"

আমি ভ্রুকুটি করে বল্‌লাম "যেই হোক্ তা দিয়ে তোমার রকার? তোমার অনুমানে আমার কাজ নেই, মতেরও দরকার নেই?"

"ওহো, কি রগ্‌চটা কবি! কি একনিষ্ঠ প্রেমিক! আমার ক্তি শোন; যদি সফলতা চাও, গান লেখা ছেড়ে অন্য চেষ্টা দেখ।"

শুনে আমার রাগ গেল আরও বেড়ে। ব'ল্‌লাম, "তোমার এই নীচ ইঙ্গিতের মানেটা বুঝিয়ে বল দেখি?"

"স্বচ্ছন্দে। বল্‌চি কি, সন্ধ্যাবেলা যদি মাসা মিরনফের দেখা পেতে চাও, তবে কোমল কবিতা উপহার না দিয়ে একজোড়া য়ার রিং উপহার দাও গে।"

আমার রক্ত ফুট্‌তে লাগ্‌ল।

অনেক কষ্টে রাগ সাম্‌লে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "তার সম্বন্ধে তামার এ রকম ধারণা কেন, বল দেখি?"

সয়তানী হাসি হেসে সে ব'ল্‌ল, "কারণ, তার স্বভাব সম্বন্ধে মামার বেশ অভিজ্ঞতা আছে।"

আমি ভয়ানক চেঁচিয়ে ব'ল্‌লাম "সয়তান্, তুমি মিছে কথা ব'ল্‌চ! একেবারে ডাহা মিছে কথা!"

সাব্রিনের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমার হাত শক্ত ক'রে ধ'রে স ব'ল্‌ল "এর ফল তোমায় ভোগ ক'রতে হবে। এই অপমানের প্রতিশোধ চাই।"

আমি একটু সোয়াস্তি বোধ ক'রলাম। বল্‌লাম, "অবশ্য! যখন তোমার ইচ্ছা।" মনে হ'ল লোক্‌টাকে তখ্‌খুনি টেনে ছিঁড়ে ফেলি।

তখনি ইভান' ইগ্নেটিচের কাছে গেলাম। ভাসিলিসা ইগরফ্‌নার অনুরোধে সে ছুঁচ, সুতো নিয়ে ব্যাঙের ছাতা গাঁথছিল। শীতকালের জন্য সেগুলি শুকিয়ে রাখা হবে।

আমায় দেখে সে বল্‌ল, "আঃ পিট্‌র এণ্ড্রিচ, তোমায় দেখে ভারি খুসী হ'লাম। কি সৌভাগ্য যে তুমি এলে। কি দরকার বলো দেখি?"

বল্‌লাম "আলেক্‌সি ইভানিচের সাথে ঝগড়া ক'রেচি। তোমায় আমার সাক্ষী হ'তে হবে।"

সে আমার কথা বেশ মন দিয়ে শুন্‌ল। সেই সঙ্গিহীন চোখটি দিয়ে সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপরে বল্‌ল, "অর্থাৎ তুমি আলেক্‌সি ইভানিচকে মার্‌বে, আর আমি তার সাক্ষী হব, কেমন?"

"ঠিক্ তাই।"

"হে ভগবান্! পিট্‌র এণ্ড্রিচ, তোমার এ মতি কেন? তোমরা ঝগড়া ক'রেচ, তাতে হয়েচে কি? কথার লড়াইএ কোনই লোকসান নেই। সে তোমায় গাল দিয়ে থাকে, তুমি সেই গাল ফিরিয়ে দাও। সে তোমার মুখে ঘুসি মেরে থাকে, তুমি তার কাণে মার, দুবার, তিনবার—তারপরে যে যার রাস্তা দেখ। আমরা দেখ্‌ব পরে যাতে মিট্‌মাট্ হয়। কিন্তু একটি মানুষকে মেরে ফেলা ঠিক্ কি? যা ক'রেই হোক, তুমি যদি আলেক্‌সি ইভানিচ্‌কে মেরে ফেল, এসে যাবে না কিছু. কারণ তার ওপর তামার বড় একটা টান্ নেই! - কিন্তু সে যদি তোমায় গেঁথে ফেলে? বোকা ব'নে যাবে কে, বল দেখি?"

এই বৃদ্ধের সদ্‌যুক্তি আমার ভাল লাগ্‌ল না, আমার সংকল্প অটল রইল।

সে বল্‌ল, "যেমন তোমার খেয়াল। যা ভাল বোঝ কর, কিন্তু আমি তোমার সাক্ষী হ'তে গেলাম কেন? দুজনে লড়াই ক'রবে, তা দেখ্‌বার মতো কি আছে? আমি সুইডিস্‌ যুদ্ধে গিয়েছি, তুর্কিদের সাথেও লড়েচি—আমার ঢের লড়াই দেখা আছে।"

সাক্ষীর কর্ত্তব্য তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম—সে কিছু শুন্‌ল না। বল্‌ল "তোমার যা ইচ্ছা বল্‌তে পার। এ বিষয়ে আমার একই কর্ত্তব্য ইভান কুজমিচকে বলা যে দুর্গের মধ্যে সরকারের স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র হচ্ছে—আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা এই পাপ নিবারণের কি চেষ্টা তিনি ক'রচেন।"

আমি ভয় পেলাম। ইভান ইগ্নেটিচকে অনুরোধ করলাম, কাপ্তানকে যেন সে কিছু না বলে। অনেক চেষ্টার ফলে সে রাজী হ'ল। আমি বিদায় নিলাম।

অন্যদিনের মত সেদিনও সন্ধ্যাবেলাটা কাপ্তানের ওখানে কাটান গেল। যতদূর পারি, একটা প্রাণখোলা বেপরোয়া ভাব দেখাতে চেষ্টা ক'রলাম, যাতে কারও কোনো সন্দেহ না হয়। কিন্তু মনে আমার একেবারেই সোয়াস্তি ছিল না—যার বড়াই অনেকে ক'রে থাকে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ভাবের জোয়ারে মনটা যেন বড়ই উতলা হ'য়ে উঠ্‌ল। মেরিয়া ইভানভ্‌নার ওপর টান দশগুণ বেড়ে গেল। বুঝি বা এই তার সাথে শেষ দেখা—এই আশঙ্কাই আমার চোখে তাকে বেশী সুন্দর ক'রে তুল্‌ল। সাব্রিনও সেখানে ছিল। তাকে গোপনে ডেকে ইভান ইগ্নেটিচের সাথে যে কথা হয়েছিল তা বল্‌লাম।

সে শুষ্কভাবে উত্তর দিল, "সাক্ষীতে কি দরকার? বিনা সাক্ষীতেই চল্‌বে।"

ঠিক্‌ কর্‌লাম দুর্গের পাশে খড়গাদার পিছনে লড়াই হবে। পরদিন

ভোরে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে দুজনার সাক্ষাৎ হবে। আমরা এমন বন্ধুভাবে কথা বল্‌ছিলাম যে ইভান ইগ্নেটিচ আনন্দের বাড়াবাড়িতে আমাদের সব কথা ফাঁক ক'রে দিল। সে হাসিমুখে বল্‌ল, "এই ত' চাই। পাকা শক্রতার চেয়ে কাঁচা মিতালিও ভাল—গায়ে আঘাত লাগার চেয়ে সম্মানে আঘাত ঢের ভাল।"

কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েচে, ইভান ইগ্নেটিচ ?" তিনি এক কোণে ব'সে তাস দিয়ে ভাগ্য গণনা করছিলেন, তাই সব কথা শুন্‌তে পান নি।

ইভান ইগ্নেটিচ আমার বিরক্ত ভাব দেখে, নিজের প্রতিজ্ঞা মনে ক'রে ঘাব্‌ড়ে গেল ; কি বল্‌বে ঠিক্ করতে পার্‌ল না। সাত্রিন তাকে বাঁচাতে চেষ্টা ক'রে বল্‌ল, "ইভান ইগ্নেটিচ আমাদের সন্ধির পক্ষপাতী।"

"কিন্তু, তুমি ঝগড়া ক'র্‌লে কার সাথে, বাছা ?"

"পিটর্ এণ্ড্রিচের সাথে আমার বড্ড ঝগড়া হয়েছে।"

"কি নিয়ে ?"

অতি সামান্য বিষয় নিয়ে, ভাসিলিসা ইগরফ্‌না ! একটি গান নিয়ে।"

"গান নিয়ে ঝগড়া ? এ বড় অদ্ভুত কথা ! কি ক'রে হ'ল ?"

"বল্‌চি কি ক'রে। এই সে দিন পিটর্ এণ্ড্রিচ একটা গান তৈরী ক'রেচে। আজ সেটা আমার কাছে গাইছিল। আমিও আমার পছন্দ মতো গানটি গাইতে সুরু ক'র্‌লাম :—

শোন দুর্গেশবালা সাবধান,
রাত্রি নিশীথে দুর্গম পথে ক'রোনা ক'রোনা অভিযান।

সুরে গরমিল হ'ল। পিটর এণ্ড্রিচ ত' রেগেই গিয়েছিল। কিন্তু তারপরে ভেবে চিন্তে ঠিক্ ক'রল, যার যা খুসি গাইবো। বস্ ঐ খানেই শেষ।"

সাব্রিনের নির্লজ্জতা দেখে আমি জ্বলে উঠেছিলাম আর কি! কিন্তু আমি ছাড়া তার নীচ ইঙ্গিত আর কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ল না। অন্ততঃ কেউ তা লক্ষ্য ক'র্‌ল না। গান থেকে সুরু ক'রে কবিদের কথা উঠ্‌ল। কাপ্তান বল্‌লেন, "কবিরা সব বদ্‌মায়েস, মাতাল।" আমায় বল্‌লেন, "তুমি পদ্যলেখা ছেড়ে দাও, কারণ সৈন্যের কাজের সাথে কবিতা লেখাটা খাপ্‌ খায় না; আর ওতে কারোই কোনো লাভ নেই।"

সাব্রিনের উপস্থিতি আমার অসহ্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল। আমি তখনই কাপ্তান ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে নমস্কার ক'রে বিদায় হ'লাম। বাড়ী এসে তলোয়ার খানার ধার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। সাভেলিচকে বল্‌লাম "ভোর ছ'টায় জাগিয়ে দেবে।"

পরদিন যথাসময়ে শত্রুর অপেক্ষায় খড়গাদার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই সে এসে পৌঁছল। বল্‌ল, "কাজে বাধা পড়তে পারে, এস চট্‌পট্‌ সেরে নিই।"

উর্দ্দি খুলে ফেল্‌লাম। শুধু জ্যাকেট গায়ে তলোয়ার খুলে নিয়েছি, ঠিক্‌ তখনই ইভান্‌ ইগ্নেটিচ্‌ দুর্গের পাঁচজন সৈন্য নিয়ে খড়গাদার পিছন থেকে এসে পড়্‌ল। বল্‌ল "তোমরা কাপ্তানের কাছে চল।" বিরক্ত হ'লেও, তাই ক'রতে হ'ল। সৈন্যেরা আমাদের ঘিরে নিল, আমরা ইভান ইগ্নেটিচের পিছনে চল্‌লাম। সে দিগ্বিজয়ী বীরের মত সদর্পে আমাদের নিয়ে চ'ল্‌ল।

কাপ্তানের বাড়ী আসা গেল। ইভান ইগ্নেটিচ দোর খুলে ঘোষণা ক'রল, "তাদের নিয়ে এসেচি।"

ভাসিলিসা ইগরফ্‌না এলেন। ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "ভগবান্‌! এর পর না জানি আরও কি আছে! কি ক'রে সাহস পেলে? আমাদের দুর্গে খুনের ফন্দী! ইভান কুজমিচ, এদের এখ্‌খুনি গ্রেপ্তার কর।

পিটর্ এণ্ড্রিচ, আলেক্সি ইভানিচ, তোমাদের তলোয়ার আমায় দাও। ফ্যালো, শীগ্‌গির ফ্যালো! পালাস্কা, তলোয়ার দুখানা ভাঁড়ারে নিয়ে রাখ্। এতো আমি ভাব্‌তেও পারি নি। পিটর্ এণ্ড্রিচ, তোমার লজ্জা হচ্চে না? আলেক্‌সি ইভানিচকে অবিশ্যি একাজ সাজে। খুন ক'রে সে কাজ থেকে বরখাস্ত হয়েছিল। তার ভগবানে বিশ্বাস নেই। কিন্তু তুমি! তোমার এ প্রবৃত্তি হল কেন? তুমিও কি ওরই মতো হ'তে চাও?"

ইভান কুজমিচ স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বল্‌লেন, "ভাসিলিসা ইগরফ্‌নার কথা ঠিক্। মনে রাখ্‌বে ফৌজের ভিতরে ডুয়েল একদম্ নিষিদ্ধ।"

পালাস্কা আমাদের তলোয়ার নিয়ে ভাঁড়ারে রেখে দিল। আমি হাসি চাপ্‌তে পার্‌লেম না। সাব্রিন গম্ভীর হ'য়ে রইল।

... কর্ত্রীকে বলল, "আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি; তবুও বল্‌তে হচ্ছে, আপনি আমাদের বিচার কর্‌তে অযথা ব্যস্ত হচ্চেন। এ সব ব্যাপার ইভান কুজমিচের হাতে ছেড়ে দিন—এটা তাঁরই কাজ।"

কাপ্তানগিন্নি উত্তর দিলেন "কিন্তু মশাই, স্বামী আর স্ত্রী এক দেহ, এক আত্মা, সে খেয়াল আছে কি আপনার? ইভান কুজ্‌মিচ্, কি ভাবচ? দুজনকে গ্রেপ্তার করে ঘরের দুই কোণে বসিয়ে রাখো। যতক্ষণ এদের চৈতন্য না হয় শুধু রুটি আর জল বরাদ্দ করো। পাদ্রী জেরাসিমকে বলো, এদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিক্—দুজনাকেই ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে, আর সবার সামনে পাপের কথা অকপটে খুলে বল্‌তে হবে।"

ইভান কুজ্‌মিচ্ কি কর্‌বেন ভেবে পেলেন না। মেরিয়া ইভানভ্‌নার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ঝড় শান্ত হ'ল। কর্ত্রী নরম হয়ে বল্‌লেন, "তোমরা দুজনা দুজনকে চুমো খাও।" আমরা

তাই কর্‌লাম। পালাস্কা আমাদের তলোয়ার ফেরৎ দিল। আমরা কাপ্তানের বাড়ী থেকে তখনকার মত সন্ধি করেই বের হলাম। ইভান ইগ্নেটিচ আমাদের সাথে চল্‌ল।

তাকে ধমক্ দিয়ে বললাম, "তোমার লজ্জা হ'ল না? কথা দিয়েছিলে কাপ্তানের কাছে বল্‌বে না; বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে কেন?"

সে বল্‌ল "ঈশ্বর সাক্ষী, আমি ইভান কুজ্‌মিচ্‌কে কিচ্ছু বলি নি। ভাসিলিসা ইগরফ্‌না আমার পেট থেকে সব বের ক'রে নিয়েচেন। আর, ইভান কুজ্‌মিচ্‌কে কিছু না ব'লে তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রেচেন। যাক্, ভগবানকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিট্‌ল।"

এই ব'লে সে বাড়ী ফিরে গেল। রইলাম শুধু আমরা দুজনা।

বল্‌লাম, "ব্যাপার এভাবে মিট্‌তেই পারে না।"

সাব্রিন্ উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই না। তোমায় রক্ত দিয়ে এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু দিনকত ওরা খুব নজর রাখ্‌বে। সুতরাং দেখাতে হবে যেন আমাদের খুব ভাব হয়েচে। এখন বিদায়।"

যেন কিছু হয় নি, এই ভাবে যে যার পথ ধর্‌লাম। কাপ্তানের বাড়ী ফিরে আমি আগের মত মেরিয়া ইভানভ্‌নার পাশে গিয়ে বস্‌লাম। ইভান কুজ্‌মিচ্ বাড়ী ছিলেন না। ভাসিলিসা ইগরফ্‌না ঘরকন্নায় ব্যস্ত ছিলেন। মেরিয়া ইভানভ্‌না আমায় একটু মিষ্টি গাল দিয়ে ব'ল্‌ল "সাব্রিনের সাথে ঝগড়া ক'রে তুমি সবাইকে ব্যস্ত ক'রে তুলেচ। যখন শুন্‌লাম তোমরা লড়াই ক'র্‌তে যাচ্চ, আমি ত' একেবারে অবশ হয়ে প'ড়্‌লাম। মানুষ কি অদ্ভুত! যে কথাটা সাতদিন না যেতে ভুলে যাবে, তারি জন্য নিজেরা মারামারি ক'রবে, প্রাণ দেবে, বিবেক জলাঞ্জলি দেবে, এবং এমন লোককে দুঃখ দেবে যে……।

কিন্তু আমার বিশ্বাস গোড়ায় তুমি ঝগড়া কর নি বোধ হয়, আলেক্সি ইভানিচেরই দোষ।”

“তোমার এ রকম ভাব্বার কারণ কি, মেরিয়া ইভানভ্না?”

“ওঃ, তা বল্‌তে পারি নে……লোকটা সবাইকে ঠাট্টা করে। আমি ওকে পছন্দ করি না। ওকে দেখে আমার বিরক্তি হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ও আমাকে অপছন্দ ক'রবে এটা আমার সহ্য হয় না। তা হ'লে আমার বড়ই উদ্বেগ হবে।”

“তোমার কি মনে হয়, মেরিয়া ইভানভ্না? ও তোমায় পছন্দ করে?”

মেরিয়া ইভানভ্না একটু অপ্রতিভ হ'ল। তার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল, “আমার মনে হয়……আমার বিশ্বাস, পছন্দ করে।”

“আমার এ বিশ্বাস কেন?”

“কারণ ও আমার কাছে বিয়ের কথা পেড়েছিল।”

“তোমায় বিয়ে ক'রতে চেয়েছিল? কখন?”

“গেল বছর। তুমি আস্‌বার মাস দুই আগে।”

“তুমি রাজী হও নি?”

“বুঝ্‌তেই পার্‌চ। অবিশ্যি আলেক্‌সি ইভানিচ চালাক, ধনী, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। কিন্তু যখন ভাবি, গির্জ্জায় সবার সাম্‌নে তাকে চুমো দিতে হবে……কিছুতেই না, কিছুতেই রাজী হ'তে পারলাম না।”

মেরিয়া ইভানভ্নার কথায় আমার চোখ খুলে গেল। আমি অনেক কিছু বুঝ্‌তে পারলাম। বুঝ্‌লাম, কেন সে সর্ব্বদা মেয়েটির নিন্দা করে। যা থেকে আমাদের ঝগড়ার সৃষ্টি তা এখন আরও জঘন্য মনে হ'তে লাগ্‌ল। কারণ, বুঝ্‌লাম তা ঠাট্টা ক'রে বলা হয় নি, একজনের নামে কুৎসা রটাবার জন্য ভেবে চিন্তে বলা হয়েছিল। এই নির্লজ্জ নিন্দককে

শাস্তি দেবার ইচ্ছা ভয়ানক বেড়ে গেল। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

বেশী দিন অপেক্ষা ক'রতে হ'ল না। পরদিন সকাল বেলা একটা শোক সঙ্গীত রচনা ক'রছি, একটি পদ্য না মিলাতে পেরে কলম কামড়াচ্চি, আর ভাব্‌চি, এমন সময়ে সাব্রিন এসে আমার দোরে ঘা দিল। কলম ছেড়ে তলোয়ার নিয়ে বাইরে তার কাছে গেলাম।

সাব্রিন বল্‌ল, "আর দেরী কি? এই সময়ে কেউ দেখ্‌চে না। চল্‌, নদীর ধারে যাই; কেউ আমাদের বিরক্ত ক'রবে না।"

নীরবে দুজন এগিয়ে চল্‌লাম। একটা খাড়া রাস্তা দিয়ে নেমে নদীর ধারে এসে পড়া গেল। দুজনে তলোয়ার খুলে নিলাম। সাব্রিন আমার চেয়ে ভাল তলোয়ার চালাতে পার্‌ত, কিন্তু আমার সাহস বেশী, বলও বেশী। মুসো বেপ্‌রে আমায় গোটা কতক প্যাঁচ শিখিয়েছিল, আমি সেক'টি খাটালাম। সাব্রিন ভাবেনি আমি অতবড় দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। কিছুক্ষণ কেউ কাউকে মার্‌তে পারি নি। শেষে দেখ্‌লাম সাব্রিন কাহিল হয়ে প'ড়চে। ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তাকে প্রায় নদীর ভিতরে নিয়ে ফেলেচি, এমন সময়ে শুনলাম্ কে আমার নাম ধ'রে ডাক্‌ছে। মুখ ফিরিয়ে দেখি সাভেলিচ। সে সেই খাড়া পথে দৌড়ে নেমে আস্‌চে। ঠিক্ তখনি ডানদিকে, বুকের ওপর তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রেম

"ওগো তরুণি, ওগো সুন্দরী,
এ কাঁচা বয়সে প'ড়ো না ফাঁপরে প্রেম করি।
ঘরে আছে যত গুরু জন, সবে বিরূপ হবে যে তোমারে,
পরিণয় কালে নতজানু হয়ে নাতি যদি তোষ সবারে।—
কর সঞ্চয় জ্ঞান ও বুদ্ধি, আনো সম্পদ্ আনো গো ঋদ্ধি,
চিরবাঞ্ছিত নন্দিত হবে, অতি সমাদরে লবে বরি'। চাষার গান।

"যদি দ্যাখো আমার চেয়ে ভাল, ভুল্‌বে আমারে,
মনে আমায় পড়্‌বে চিরদিন, খারাপ দেখ্‌লে তারে চাষার গান

যখন জ্ঞান হ'ল কয়েক মিনিট বুঝ্‌তে পারলাম না কোথায় আছি, আমার কি হয়েছে। একটি অপরিচিত ঘরে, বিছানায় শুয়ে ছিলাম, বড়ই দুর্ব্বল বোধ ক'রছিলাম। সাভেলিচ একটা বাতি হাতে দাঁড়িয়েছিল। কে যেন অতি সাবধানে আমার বুক আর কাঁধে জড়ানো ব্যাণ্ডেজ খুলে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমার স্মৃতি ফিরে এল। যুদ্ধের কথা মনে হ'ল, বুঝলাম আহত হ'য়েছি। ঠিক্ তখনই দরজা খোলার শব্দ হ'ল।

অতি ধীরে কে জিজ্ঞাসা ক'রল "কেমন আছ?" স্বর শুনে আমার শরীরটা কেঁপে উঠ্‌ল।

সাভেলিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, "সেই একই রকম; এখনও অজ্ঞান রয়েচে। আজ পাঁচ দিন।"

আমি মুখ ফিরাতে চেষ্টা ক'রলাম, পারলাম না।

অনেক চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লাম "আমি কোথায়? ওখানে কে?"

মেরিয়া ইভানভ্‌না আমার বিছানার কাছে এসে মুখ নোয়াল। জিজ্ঞাসা ক'রল "কেমন আছো?"

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "ভগবানকে ধন্যবাদ। তুমি মেরিয়া ইভানভ্‌না? আমায় বল দেখি..."

আর কিছু বল্‌তে পারলাম না, চুপ ক'রলাম। সাভেলিচ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "জ্ঞান হয়েচে! ভগবানকে ধন্যবাদ! বাছা পিটর্ এণ্ড্রিচ্, আঃ, আমি কি ভয়টাই পেয়েছিলাম! আজ পাঁচ দিন, তামাসা নয়।"

মেরিয়া ইভানভ্‌না তাকে বাধা দিল। "বেশী বকিও না সাভেলিচ, উনি এখনও খুব দুর্ব্বল।" এই ব'লে বাইরে গিয়ে সে দোর বন্ধ ক'রে দিল।

আমার মনে ঝড় বইতে লাগ্‌ল। তা হ'লে আমি কাপ্তানের বাড়ীতে আছি! মেরিয়া ইভানভ্‌না আমার কাছে এসেছিল! সাভেলিচকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা ক'রব ভাব্‌লাম। হতভাগা কানে আঙুল দিয়ে মাথা নাড়্‌তে লাগ্‌ল। বিরক্ত হয়ে চোখ বুঁজলাম; শীগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়া গেল।

জেগে সাভেলিচকে ডাক্‌লাম। সাভেলিচের বদলে মেরিয়া ইভানভ্‌না কাছে এল। তার সেই দেবতার মত কণ্ঠে আমায় অভিবাদন ক'রল। কি আনন্দে যে-শরীর মন ভরপুর হয়ে গেল, তা কথায় বুঝান যায় না। তার হাতখানা নিয়ে বার বার চুমো খেতে লাগ্‌লাম। আনন্দের অশ্রুতে সে হাত ভিজে গেল। মাসা হাত টেনে নিল না।...হঠাৎ তার ঠোঁট দুখানি আমার গণ্ডদেশ স্পর্শ ক'রল। আমি তার সদ্য, ব্যগ্র চুম্বন অনুভব ক'রলাম। বুকে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

আমি তাকে ব'ল্লাম "মেরিয়া ইভানভ্না, তুমি, শুধু তুমিই আমায় সুখী ক'রতে পার। ক'রবে কি ?"

সে আত্মসংবরণ ক'রল। বল্ল, "ভগবানের দোহাই, শান্ত হও।" হাতখানা টেনে নিয়ে বল্ল, "তোমার বিপদ এখনও কাটে নাই। ঘায়ের মুখ খুলে যেতে পারে। অন্ততঃ আমার দিকে চেয়ে একটু সাবধান থাকো।"

এই ক'টি কথা বলে, আমার প্রাণ আনন্দে ভ'রে দিয়ে সে বাহিরে গেল। সে আমার হবে! সে আমার হবে! এই সুখে আমাকে সজীব ক'রে তুল্ল। আমার সারা দেহমন এই ভাবময় হয়ে গেল।

সেই থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভাল হয়ে উঠ্তে লাগ্লাম। দুর্গে কোনও ডাক্তার ছিল না; রেজিমেণ্টের নাপিত আমার চিকিৎসা ক'রছিল। আমার ভাগ্য ভাল, তাই সে বেশী ওস্তাদী ফলাতে চেষ্টা করেনি। রক্তের তেজ আর প্রকৃতির আনুকূল্যে আমি শীগ্গির সেরে উঠ্লাম। কাপ্তান পরিবারের সবাই আমার শুশ্রূষা ক'রেছিল। মেরিয়া ইভানভ্না সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকৃত। প্রথম সুযোগেই আমার মনের কথাটা আবার পড়্লাম। মেরিয়া ইভানভ্না আমার সব কথা শুন্ল। কোনও ছল না ক'রে সে সরল ভাবে স্বীকার ক'রল, আমায় ভালবাসে। বল্ল, "আমার বাবা মা আমার সুখে নিশ্চয়ই সুখী হবেন। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাপ মা আপত্তি ক'র্বেন না ত' ?"

আমি চিন্তিত হলাম। মায়ের ভালবাসা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাবার মত ও খেয়াল আমার জানা ছিল। বুঝলাম আমার ভালবাসার কথা তাঁর মনে দাগ বসাতে পার্বে না। একথা মেরিয়া ইভানভ্নাকে আমি সরলভাবে বল্লাম। কিন্তু ঠিক্ ক'রলাম, বেশ ভাল ক'রে গুছিয়ে একখানা চিঠি বাবাকে লিখে তাঁর আশীর্ব্বাদ

চয়ে পাঠাব। চিঠি লিখে মেরিয়া ইভানভ্নাকে দেখালাম। তার কাছে সেখানা এত মর্ম্মস্পর্শী, এত যুক্তিপূর্ণ বোধ হ'ল যে সফলতা বিষয়ে তার তিলমাত্র সন্দেহ রইল না। যৌবন ও প্রেমের সহজ অনাবিলতায় স আপন ভাবের স্রোতে গা ঢেলে দিল।

একটু সুস্থ হয়েই সাব্রিনের সাথে মিট্‌মাট্‌ ক'রে ফেল্‌লাম। ইভান কুজমিচ এই ডুয়েলের জন্য গাল্‌ দিয়ে ব'ললেন, "আঃ, পিটর্‌ এণ্ড্রিচ, আমার উচিত তোমায় গ্রেফ্‌তার করা। কিন্তু তোমার ঢের শাস্তি হয়েচে। আলেক্‌সি ইভানিচকে ভঁাড়ার ঘরে আট্‌কে রাখা হয়েচে। ভাসিলিসা ইগরফ্‌না তার তলোয়ার কুলুপ দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেচেন। ছাক্‌রা বিষয়টা একটু তলিয়ে বুঝে অনুতাপ করুক।"

এত সুখের মধ্যে আমার মনে আর শত্রুতার লেশও রইল না। আমি সাব্রিনের হয়ে ক্ষমা চাইলাম। সহৃদয় কাপ্তান ঠিক ...তার স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে তাকে ছেড়ে দেবেন। সাব্রিন আমার সাথে দেখা ক'রল; যা হয়েছে তার জন্য খুব অনুতাপ ক'রল। সে স্বীকার ক'রল ষোল আনা দোষ তারই। আমাকে বল্‌ল, "অতীতের কথা ভুলে যাও ভাই।"

শত্রুতা পুষে রাখা আমার স্বভাব নয়; আমি ঝগড়ার কথা, আঘাতের কথা ভুলে গিয়ে অকপটে তাকে ক্ষমা ক'রলাম। বুঝেছিলাম আহত অভিমান ও নিরাশ প্রেমের প্রতিহিংসা নিতেই সে কুৎসা ক'রছিল। তাই এই দুর্ভাগা প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদার ভাবে মাপ ক'রলাম। অল্পদিনেই ভাল হয়ে উঠে নিজের ঘরে ফিরলাম। ব্যাকুলভাবে শেষ চিঠিখানার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। বাবার সম্মতির আশা করি নাই; তবুও কোনও ভয় মনে ঠাঁই পাচ্ছিল না। কাপ্তান ও তাঁর স্ত্রীকে মনোভাব জানাই নি। কিন্তু আমার প্রস্তাবে তাঁরা আশ্চর্য্য হন নাই। মেরিয়া

ইভানভ্না বা আমি তাঁদের কাছে ভাব লুকাবার চেষ্টা করি নাই, এবং তাঁদের সম্মতি পাব এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

শেষে, একদিন সকালে সাভেলিচ চিঠি হাতে ক'রে এল। সেখানা নেবার সময় হাত কাঁপতে লাগ্ল। ঠিকানা বাবার হাতে লেখা। বুঝ্লাম ব্যাপার গুরুতর। কারণ, বরাবর মাই আমাকে চিঠি লিখ্তেন, চিঠির শেষে বাবা দু' এক লাইন জুড়ে দিতেন মাত্র। খাম খুল্বার আগে, শিরোনামা পড়্তেই কয়েক মিনিট কেটে গেল! "প্রিয় পুত্র পিটর্ এণ্ড্রেভিচ গ্রীনফ্, বেলগরস্কি দুর্গ, ওরেনবুর্গ প্রদেশ।" হাতের লেখা দেখে অনুমান ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম, কি মেজাজে লিখেচেন। শেষে সাহস ক'রে সেখানা খুল্লাম। গোড়ার কয়েক লাইন দেখেই বুঝ্লাম, সর্ব্বনাশ! চিঠির অনুলিপি এই :—

প্রিয় পুত্র পিটর্,

এই মাসের ১৫ই তারিখে তোমার চিঠি পেয়েচি। তাতে তুমি মিরনফের কন্যা মেরিয়া ইভানভ্নাকে বিয়ে কর্বার অনুমতি এবং আমার আশীর্ব্বাদ চেয়েছ। আমি অনুমতিও দিচ্চি না, আশীর্ব্বাদও করছি না। শুধু ইচ্ছে হচ্চে দুষ্ট ছেলেদের উপযুক্ত সাজা তোমাকে দিই। তোমার কর্ম্মচারীর পদের কথা আর মনে আস্‌চে না। কারণ দেশরক্ষার জন্য যে তলোয়ার তোমাকে দেওয়া হয়েচে, তুমি তার অযোগ্য, সে পরিচয় পেয়েচি। ঐ তলোয়ার তোমারই মত লক্ষ্মীছাড়াদের সাথে লড়াই ক'রতে দেওয়া হয় নাই। এণ্ড্রু কার্লোভিচকে লিখ্‌চি তিনি তোমাকে বেলগরস্কিদুর্গ থেকে আরো দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন, যাতে তোমার বদ্‌নাম যায়। তোমার ডুয়েল লড়া ও জখম হওয়ার কথা শুনে তোমার মা কাতর হয়ে প'ড়েচেন,—তিনি এখন শয্যাগত। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমায়

সুমতি দিন; যদিও এত দয়া তাঁর হবে এ আশা ক'রতে সাহস হয় না।

তোমার বাবা।

চিঠি প'ড়ে মনে একসাথে অনেক ভাব জেগে উঠ্‌ল। বাবা যে এতগুলি নিষ্ঠুর কথা অসঙ্কোচে ব্যবহার ক'রেচেন, ভেবে আমার বড়ই দুঃখ হল। মেরিয়া ইভানভ্‌নাকে যে রকম তাচ্ছিল্যের ভাবে উল্লেখ ক'রেচেন, তা আমার কাছে অন্যায়, অসঙ্গত ব'লে মনে হল। বেলগরস্কি দুর্গ থেকে বদ্‌লি হওয়ার কথা ভাব্‌তেও আমার ভয় হল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হল বেশী মায়ের অসুখের কথা শুনে। সাভেলিচের ওপর রাগ হল, সেই যে আমার বাবা ও মাকে সবকথা লিখেচে তার আর সন্দেহ রইল না। ছোট্ট কামরাটির ভিতর পায়চারি ক'রতে ক'রতে তার সাম্‌নে থেমে রাগ ক'রে বল্‌লাম, "তোমার দোষে যে আমি জখম হলাম, একমাস যমের দুয়ারে প'ড়ে রইলাম, তাতেও তুমি খুসি হও নি। শেষে আমার মাকেও মেরে ফেল্‌তে বসেচ?"

সাভেলিচ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে রইল। কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌ল, "হা ভগবান্! তুমি কি বল্‌চ? তুমি আমার দোষে জখম হয়েচ? ভগবান জানেন, আলেক্‌সি ইভানিচের তলোয়ারের সাম্‌নে বুক পেতে তোমায় বাঁচাতে ছুটে যাচ্ছিলাম। বুড়ো হয়েচি, তাই ছুট্‌তে পার্‌লাম না। কিন্তু তোমার মাকে আমি কি ক'রেছি?"

বল্লাম, "কি ক'রেচ? কে তোমায় বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্‌তে ব'লেচে? তুমি কি এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেচ?"

সাভেলিচ সজল চোখে উত্তর দিল, "আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছি? হে পরমেশ্বর, হে স্বর্গের রাজা! ভাল, তা হ'লে কর্ত্তা আমায় কি লিখেচেন, একবার দেখ। বুঝ্‌তে পার্‌বে আমি কেমন বিশ্বাসহন্তা।"

সে একখানা চিঠি বের করে প'ড়তে লাগল—

"বুড়ো কুকুর, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আমার কড়া হুকুম সত্ত্বেও তুমি আমার ছেলের বিষয়ে কিছু লেখ না। তার কুকীর্ত্তির কথা আমায় অপর লোকের কাছে শুন্‌তে হয়। এই বুঝি প্রভুর আদেশ মান্‌চ? নিজের কর্ত্তব্য করছ, কেমন? ছোঁড়ার সঙ্গে সায়ে কাজ করছ আর সত্য গোপন করছ, এই অপরাধে আমি তোমাকে শূয়রের রাখাল ক'রব। আমার হুকুম, এই চিঠি পেয়েই লিখ্‌বে সে কেমন আছে—খবর পেয়েচি, একটু ভাল—ঠিক কোন জায়গায় জখম হয়েচে, আর ঘা ঠিক্ শুকিয়েচে কি না?"

বেশ বোঝা গেল, সাভেলিচ নির্দ্দোষ। বৃথা সন্দেহে, গালাগালি দিয়ে তাকে অপমান ক'রলাম। আমি মাপ চাইলাম, কিন্তু বুড়ো আর কিছুতেই শান্ত হয় না।

সে শুধু বার বার বল্‌তে লাগ্‌ল "আমার শেষে এই দশা! এই আমার কাজের পুরস্কার! আমি বুড়োকুকুর, শূয়রের রাখাল, আর আমিই তোমার জখম হওয়ার কারণ! না, পিটর্ এণ্ড্রিচ, আমি নই—সব অনিষ্টের মূল হচ্ছে সেই ফরাসী সয়তান! সেই ত তোমাকে তালে তালে পা ফেলে ছুঁচ্‌ল লোহা দিয়ে খোঁচাখুচি ক'র্‌তে শিখেয়েচে। যেন ঐ রকম পা ফেলেই দুষ্টলোকের হাত থেকে বাঁচা যায়! সেই ফরাসীটাকে রেখে পয়সা খরচ না ক'রলে আর চল্‌ছিল না।"

তা হ'লে কে কষ্ট ক'রে এই খবর আমার বাবাকে দিতে গেল? সেনাপতি? কিন্তু সে আমায় এতটা মনে রেখেচে তা বোধ হল না! ইভান কুজমিচ তাকে ডুয়েলের খবর নিশ্চয়ই জানান্ নি। ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না। শেষে সব সন্দেহ গিয়ে সাব্রিনের ওপর পড়ল। আমার বিরুদ্ধে খবর দিয়ে লাভের আশা শুধু তারই। দুর্গ থেকে আমায় বদ্‌লি

ক'রলে কাপ্তানপরিবারের সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হবে। আমি মেরিয়া ইভানভ্‌নাকে সব বল্‌তে বের হ'লাম। ঘরের পৈঠের ওপরে এসে সে আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

আমার দিকে চেয়ে সে বল্‌ল "কি হয়েচে তোমার? মুখখানা কালো হয়ে গিয়েচে যে!"

"সব মাটি হয়েচে।" এই ব'লে বাবার চিঠিখানা তার হাতে দিলাম। তারও মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চিঠিখানা প'ড়ে যখন সে ফিরিয়ে দিল, তখন তার হাত কাঁপ্‌চে। কাঁপা গলায় বল্‌ল, "বুঝ্‌তে পারচি, তা হবার নয়। তোমার পিতা মাতার ইচ্ছা নয় আমি তোমাদের পরিবার-ভূক্ত হই। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হোক্‌। আমাদের পক্ষে কি ভালো ভগবান তা আমাদের চেয়ে বেশী জানেন। এর কোনও প্রতিকার নেই। পিটর্ এণ্ড্রিচ, অন্ততঃ তুমি সুখী হও এটা আমার ইচ্ছা।"

তার হাত ধ'রে বল্‌লাম "তা হ'তেই পারে না। তুমি ত আমায় ভালবাস; আমি সব বিপদ মাথা পেতে নেব। চল, দুজনে তোমার বাবা ও মায়ের পায়ের ওপর পড়ি গে। তাঁরা সরল, অমায়িক—নিষ্ঠুর বা দাম্ভিক নন্; তাঁরা আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রবেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে, পরে বাবার মনও নরম হবে। মা আমাদের হয়ে বল্‌বেন। তিনি আমাদের ক্ষমা ক'র্‌বেন।"

মাসা বল্‌ল, "না, পিটর এণ্ড্রিচ, তোমার বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ না নিয়ে আমি বিয়ে করতে পার্‌ব না। তাঁদের আশীর্ব্বাদ ছাড়া তুমি সুখী হবে না। ভগবানের ইচ্ছা মেনে নেওয়াই উচিত। তুমি যদি বিয়ে করো, যদি অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাস, ভগবান যেন তোমার ওপর প্রসন্ন থাকেন। আমি তোমাদের দুজনারই জন্য প্রার্থনা ক'রব।" মাসা কেঁদে ফেলল। তারপরে আস্তে আস্তে চলে গেল। আমি তার

পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুক্‌তে যাচ্চিলাম, কিন্তু বুঝ্‌লাম, নিজেকে সাম্‌লাতে পার্‌ব না—বাড়ী ফিরে গেলাম।

ব'সে ব'সে গভীরভাবে চিন্তা ক'রচি, এমন সময়ে সাভেলিচ এসে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিল্।

আমার হাতে একখানা লেখা কাগজ দিয়ে সে বল্‌ল, "এই দেখ বাছা, আমি গোয়েন্দা কি আর কিছু। বাপ আর ছেলের ভিতরে ঝগড়া বাধাবার কোনও মৎলব আমার আছে কিনা।"

কাগজ নিয়ে দেখ্‌লাম সেখানা সাভেলিচের লেখা বাবার চিঠির উত্তর। লেখার ধরণ এই :—

দয়ালু পিতা এণ্ড্রি পেট্রোভিচ,

তোমার স্নেহপূর্ণ পত্র পেলাম। তুমি আমার ওপর রেগেচ। লিখেচ, প্রভুর আদেশ পালন ক'রতে না পারায় আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। বুড়ো কুকুর আমি, আমি তোমার বিশ্বাসী চাকর। তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে থাকি, যথাশক্তি তোমার কাজ ক'রতে ক'রতে আমি বুড়ো হয়েচি। পিটর্ এণ্ড্রিচের আঘাতের কথা লিখে তোমাদের অযথা ব্যস্ত করা সঙ্গত মনে করি নি। শুন্‌লাম কর্ত্রীমা সেকথা শুনে ভেবে কাতর হয়েচেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি ভাল হয়ে উঠুন। পিটর্ এণ্ড্রিচ্ ডানদিকে বুকের ওপর, গলার হাড়ের নীচে আঘাত পেয়েছিল—ঘা তিন ইঞ্চি গভীর হয়েছিল। তাকে আমরা নদীর ধার থেকে কাপ্তানের বাড়ীতে এনে রাখি। এখানকার নাপিত তার চিকিৎসা করে। ভগবানকে ধন্যবাদ, সে এখন ভাল হয়েচে—কোনই চিন্তার কারণ নেই। কাপ্তান তার ওপর খুব খুসি, ভাসিলিসা ইগরফ্‌না তাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন। সে যে গোলে প'ড়েছিল, সেটা লজ্জার কিছু নয়। ঘোড়ার চার পা, তবুও সে হোঁচট্ খায়। আর তুমি আমায় লিখেচ, আমায়

শূয়রের রাখাল ক'রে পাঠাবে। তুমি আমার প্রভু, যা খুসি তাই ক'রো। তোমাকে বিনীতভাবে নমস্কার করি।

তোমার বিশ্বাসী ভৃত্য, আরিফ সাভেলেফ্।

এই ভালমানুষটির চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে না হেসে পারি নাই। আমার পক্ষে বাবাকে চিঠি লেখা অসম্ভব হ'ল; মনে হ'ল, সাভেলিচের চিঠিতেই মায়ের ভাবনা যাবে।

সেই থেকে আমার মন খারাপ হ'ল। মেরিয়া ইভানভ্‌না খুব কমই আমার সাথে কথা কইত; আমাকে ছেড়ে দূরে দূরে থাক্‌ত। কাপ্তানের বাড়ী যেতে আর মন উঠ্‌ত না। ক্রমে একা ঘরে ব'সে থাকা অভ্যাস হয়ে গেল। ভাসিলিসা ইগরফ্‌না প্রথমটা আমায় গাল্ দিতেন—কিন্তু আমার গোঁ দেখে তিনিও আর শেষে ত্যক্ত ক'রতেন না। কাজের খাতিরে ইভান কুজমিচের সাথে দেখা কর্‌তাম। সাব্রিনের সাথে কদাচিৎ দেখা হ'ত, সেটাও আমার ভাল লাগ্‌ত না। দেখ্‌তাম মনে মনে সে আমাকে হিংসা করে—তাতে আমার পূর্ব্ব সন্দেহ বেড়ে গেল। ক্রমে বেঁচে থাকাই দায় বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কেবল দুঃখের ভাবনা ভাব্‌তাম; অলসতা আর নির্জ্জনতায় সে ভাবনা বেড়ে গেল। নির্জ্জনতায় আমার প্রেমও গভীরতর হয়ে আমাকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল। লেখাপড়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেল। আমোদ আহ্লাদ সব গেল, ভয় হ'ল পাছে পাগল হয়ে যাই, কিম্বা নেশা ধ'রে বসি। এই সময়ে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হ'ল যে আমি যেন একটা শক্ত ঘা খেয়ে জেগে উঠ্‌লাম। তাতে আমার সারা জীবনের স্রোত ফিরে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্যুগাচফের বিদ্রোহ

"যুবকের দল শোন মনদিয়া, বৃদ্ধ আমরা কি বলি।" চাষারগান

আমি যে সব অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তা বর্ণনা করবার আগে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ওরেনবুর্গের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌ব।

এই প্রদেশটি বেশ বড়, প্রকৃতির দেওয়া সম্পদে ভরা। আধা সভ্য জাতিদের বাস এখানে; তারা তখন সবে রুশ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার ক'রেচে। দুর্দ্দান্ত, বর্ব্বর জাতি—সভ্যতা বা আইনের ধার ধারে না। তাই তারা বার বার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছিল। সরকারকে তাদের ওপর কড়া নজর রাখ্‌তে হ'ত। সুবিধা মতো জায়গা দেখে দেখে দুর্গ তৈরী করা হয়েছিল—ইয়েক কশাক নামক দুর্দ্ধর্ষ জাতি ছিল এইসব দুর্গের প্রজা। ইয়েক নদীর দু'ধার তারা আবহমান কাল ভোগ দখল ক'রে এসেচে। যে কশাকেরা এই প্রদেশের শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তারাই কিছুদিন হ'ল সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে এখানকার প্রধান নগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হ'ল। সেনাপতি ট্রাওয়েনবুর্গ কশাকদের বাঁধন কিছু শক্ত ক'র্‌তে চেষ্টা পান, আর কিছু কড়া আইন করেন। ফলে, ট্রাওয়েনবুর্গ অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত হন্‌। কশাক সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়। শেষে কামান বন্দুক দিয়ে অতি নৃশংস ভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

বেলগরস্কি দুর্গে আমার আসার আগে এই ঘটনা ঘটে। আমি যখন

এখানে এলাম তখন সব চুপ ক'রে ছিল। বিদ্রোহীদের ভাণ করা অনুতাপ সরকার আন্তরিক ব'লে বিশ্বাস ক'রেছিল। বিদ্রোহীরা মনের আগুন মনে চেপে নতুন বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টায় ছিল।

এইবারে আমার গল্পের সুরু।

একদিন সন্ধ্যাবেলা (১৭৭৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবরের গোড়ায়) একা ঘরে ব'সে আছি। শরতের সন্ধ্যাবায়ুর শোঁ শোঁ শব্দ কান পেতে শুনচি, আর সাদা সাদা মেঘগুলি কেমন দৌড়ে চাঁদকে ছাড়িয়ে যাচ্চে, তাই দেখ্‌চি, এমন সময়ে কে যেন আমায় বল্‌ল কাপ্তান ডাক্‌চেন। তখনি বেরিয়ে গেলাম। সেখানে সাব্রিন, ইভান ইগ্নেটিচ এবং কশাক সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌সিমিচকে দেখ্‌তে পেলাম। কর্ত্রী বা মাসা সেখানে ছিল না। কাপ্তান যখন আমায় অভিবাদন ক'রলেন, তখন তাঁকে একটু চিন্তিত দেখ্‌লাম। দোর বন্ধ ক'রে তিনি সবাইকে বস্‌তে ব'ল্‌লেন—শুধু সার্জ্জেণ্ট দাঁড়িয়ে রইল। পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে তিনি বল্‌লেন "জরুরী খবর আছে; সেনাপতি কি লিখ্‌চেন, তোমরা মন দিয়ে শোন।" চশমা প'রে তিনি চিঠিখানা আমাদের শুনালেন :—

"বেলগরস্কি দুর্গের অধিনায়ক, কাপ্তান মিরনফ্ বরাবরেষু—

(গোপনীয়)

আপনাকে জানাইতেছি, একজন পলাতক ডন কশাক্, এমেলিয়ান পুগাচফ্ মৃত সম্রাট তৃতীয় পিটর্ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছে। এই অপরাধ অমার্জ্জনীয়। উপরন্তু সে একদল বদ্‌মায়েস জুটাইয়া ইয়েক প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছে; কয়েকটি দুর্গ দখল ও লুঠ করিয়াছে—সবস্থানে ডাকাতি, খুন জখমও অনেক করিয়াছে। অতএব মহাশয়, আপনি সেই দুর্বৃত্তকে শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন

এবং যদি সে আপনার অধীনস্থ দুর্গ আক্রমণ করে তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিবেন।"

কাপ্তান তাঁর চসমা খুলে কাগজখানা ভাঁজ ক'রতে ক'রতে ব'ল্লেন, "ধ্বংস করিবেন" বলা খুব সোজা, বুঝ্লে? বদমায়েসটার পিছনে নিশ্চয়ই ঢের লোক আছে, আর আমরা রয়েচি এখানে মোট একশ' ত্রিশ জন—অবিশ্যি কশাকদের বাদ দিয়ে, কারণ তাদের ওপর আদৌ নির্ভর করা চলে না—ম্যাক্সিমিচ, তোমায় দোষ দিচ্চিনে। (কশাক সার্জ্জেণ্ট হাস্‌ল।) যাই হোক্, উপায় নেই। তোমরা সাবধানে যার যার কাজ কর; দিন রাত পাহারার ব্যবস্থা কর; যদি আক্রমণ হয়, ফটক্ বন্ধ ক'রে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে দাঁড়াবে। আর, ম্যাক্সিমিচ, তুমি তোমার কশাকদের ওপর কড়া নজর রাখো। কামানটার কলকব্জা পরীক্ষা ক'রে, বেশ পরিষ্কার রাখা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা গোপন রাখ্‌বে, দুর্গের কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না জান্‌তে পারে।"

উপদেশ দিয়ে ইভান কুজমিচ আমাদের বিদায় দিলেন। সাব্রিন আর আমি একসঙ্গে বের হয়ে গেলাম—যা শুনেছিলাম দুজনে তারই আলোচনা ক'রতে লাগ্‌লাম।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "ব্যাপার কতদূর গড়াবে মনে হয়?"

সে উত্তর দিল, "ভগবান জানেন। দেখ্‌তেই পাব। এখনও বেশী কিছু বোঝা যাচ্চে না। কিন্তু যদি—"

সে চিন্তা ক'রতে লাগ্‌ল, আর অন্যমনস্ক ভাবে শীস্ দিয়ে একটা ফরাসী সুর ভাঁজ্‌তে লাগ্‌ল।

আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও পুগাচফের খবরটা দুর্গময় ছড়িয়ে প'ড়্‌ল। ইভান কুজমিচ তাঁর স্ত্রীকে শ্রদ্ধা ক'রতেন খুবই, কিন্তু সারা

পৃথিবীর বিনিময়েও কোনও সামরিক গুপ্ত খবর তিনি তাঁকে জানাতে রাজী ছিলেন না। সেনাপতির চিঠি পেয়ে তিনি স্ত্রীকে কৌশলে সরিয়ে দিয়েছিলেন; ব'লেছিলেন "পাদ্রী জেরাসিম ওরেনবুর্গ থেকে ভয়ানক সংবাদ পেয়েচে; আবার সেটা গোপন ক'রে রেখেচে; যাও দেখি, জেনে এস।" ভাসিলিসা ইগরফ্না তখনই পাদ্রীর স্ত্রীর কাছে গেলেন। ইভান কুজমিচের পরামর্শে মাসাকেও তিনি সঙ্গে নিলেন, পাছে একা থাকতে তার কষ্ট হয়।

এইভাবে বাড়ীর একমাত্র কর্ত্তা হয়ে কাপ্তান আমাদের ডেকে পাঠালেন এবং পালাসাকে ভাঁড়ার ঘরে কুলুপ দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখলেন, যাতে সে আড়ি পেতে কিছু না শোনে।

কর্ত্রী পুরুতের বৌএর কাছে কোনই খবর বের করতে পারেন নি; বাড়ী এসেই শুনতে পেলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে ইভান কুজমিচ একটি সভা ক'রেচেন; পালাসা তখন আটক ছিল। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে স্বামী তাঁকে ঠকিয়েচেন। তিনি স্বামীকে জেরা ক'রতে লাগলেন। ইভান কুজমিচ এই আক্রমণের জন্য তৈরী ছিলেন। এতটুকুও অপ্রতিভ না হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, "প্রিয়তমে, আমাদের মেয়েরা খড়ের আগুনে ষ্টোভ ধরাতে সুরু ক'রেচে, এতে চালাঘরে আগুন লাগবার ভয়। তাই আমি কড়া হুকুম দিয়েচি, তারা যেন খড় না পুড়িয়ে কাঠ পোড়ায়।"

কর্ত্রী জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তাহ'লে পালাসাকে আটকে রেখেছিলে কেন? কি অপরাধে তাকে আমাদের আসা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকতে হ'ল?"

ইভান কুজমিচ এই রকম জেরার জন্য তৈরী হন্ নি; তিনি ঘাবড়ে গিয়ে কতকগুলো এলোমেলো কথা বললেন। ভাসিলিসা ইগরফ্না স্বামীর ধাপ্পাবাজী ধ'রে ফেললেন, কিন্তু বুঝলেন তাঁর পেট থেকে

কোনও কথা বের করা যাবে না। তাই জেরা ছেড়ে দিয়ে, পাদ্রীবৌ নুণ দিয়ে কেমন সুন্দর শসা মাখ্তে জানে তাই বল্তে লাগ্লেন। সারা রাত তাঁর ঘুম হ'ল না। কেবলই ভাব্তে লাগ্লেন, তাঁর স্বামীর মনে এমন কি কথা থাক্তে পারে যা তাঁর জানা বারণ?"

পরদিন গির্জ্জা থেকে ফিরবার পথে তিনি দেখ্তে পেলেন, ইভান ইগ্নেটিচ কামানটার মুখ থেকে ছেঁড়া স্তাক্‌ড়া, কাঠ, পাথর ইত্যাদি যত রাবিস্ টেনে টেনে বের ক'রছে—ছেলেরা সেগুলো কামানের মুখে গুঁজে দিয়েছিল।

কাপ্তানগিন্নি অবাক্ হয়ে ভাব্লেন, "এ সব লড়াইএর আয়োজন কেন? আবার কিরঘিস্‌রা এল নাকি? ইভান কুজমিচ এই তুচ্ছ খবর আমার কাছে নিশ্চয়ই গোপন ক'রতেন না।" তাঁর মেয়েস্বভাবসুলভ জান্‌বার প্রবৃত্তির পক্ষে পীড়াদায়ক এই গুপ্তসংবাদ বের করবার জন্য কোমর বেঁধে তিনি ইভান-ইগ্নেটিচকে ডেকে পাঠালেন।

হাকিম যেমন দোষীকে অতর্কিত আক্রমণ কর্‌বার জন্য জেরার আগে অনেক বাজে কথা জিজ্ঞাসা করে, ভাসিলিসা ইগরফ্না তেমনি গোড়ায় ঘরকন্নার গোটাকত কথা পাড়্লেন। তারপরে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা নেড়ে বল্লেন "পোড়া কপাল! কি দুঃসংবাদ একবার ভাব দেখিনি!"

ইভান ইগ্নেটিচ উত্তর দিল "ব্যস্ত হবেন না, মা! ভগবানের ইচ্ছায় মঙ্গলই হবে। আমাদের সৈন্য অনেক, গোলা বারুদ যথেষ্ট। তা ছাড়া, কামানটা এই সাফ্ ক'রে এলাম। পুগাচফ্‌কে আমরা রুখ্তে পার্‌বই। ভগবান যার সহায়, তার অনিষ্ট কেউ ক'রতে পারে না।"

কর্ত্রী জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কি রকম লোক এই পুগাচফ্?"

ইভান ইগ্নেটিচ দেখ্‌ল মস্ত গাফিলী হয়ে গিয়েছে। সে চেপে যেতে

চেষ্টা ক'রল। কিন্তু তা আর চল্‌ল না। ভাসিলিসা ইগরফ্‌না তার পেট থেকে সব কথা টেনে বের ক'রে নিলেন, অবিশ্যি আর কাউকে বল্‌বেন না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

কর্ত্রী কথা রেখেছিলেন—খবরটা আর কাউকে বলেন নি। তবে, পাদ্রীবৌএর ওখানে গিয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর গরুটা তখনও বাহিরের মাঠে চ'রছে। সেটা যে বিপদ্‌জনক এই প্রসঙ্গে বিদ্রোহীদের কথা পাদ্রী বৌএর কানে গেল।

সুতরাং পুগাচফের কথা নিয়ে দুর্গ তোলপাড় হ'তে লাগ্‌ল। গুজব এক এক জনের মুখে এক এক রকম শোনা যেতে লাগ্‌ল। কাপ্তান কশাক সার্জেণ্ট ম্যাক্‌সিমিচকে পাঠালেন, পাশের গ্রামে ও দুর্গে খবর নিতে। সে ফিরে এসে খবর দিল, মাইল ৪০ দূরে সে অনেক আলো দেখ্‌তে পেয়েছে; বস্‌কিরদের কাছে শুনেছে যে অসংখ্য সৈন্য এদিকে আস্‌ছে। সত্যি খবর কিছুই সে দিতে পার্‌ল না—কারণ আর এগিয়ে যেতে তার সাহস হয় নাই।

দুর্গের কশাকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। রাস্তায় রাস্তায় দল পাকিয়ে তারা ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বল্‌ছিল, আর সৈন্য কিম্বা দুর্গের পাহারাদের দেখ্‌লেই গা ঢাকা দিচ্ছিল। তাদের ভিতরে গোয়েন্দা পাঠানো হ'ল। একজন খৃষ্টান কালমুক—নাম যুলাই—কাপ্তানকে অনেক দরকারী খবর এনে দিত। সে বল্‌ল, ম্যাক্‌সিমিচ্‌ মিথ্যা খবর দিয়েছে। ফিরে এসে সেই চতুর কশাক তার বন্ধুদের ব'লেছে যে সে বিদ্রোহীদের কাছে গিয়েছিল এবং তাদের নেতার সাথে সাক্ষাৎ ক'রেছিল। নেতা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চুমো খেতে, তার সাথে কথাও ব'লেছিল অনেকক্ষণ। এই কথা শুনেই কাপ্তান ম্যাক্‌সিমিচকে গ্রেপ্তার ক'রে যুলাইকে তার

জায়গায় নিযুক্ত ক'রলেন। কশাকেরা এতে ভয়ানক চ'টে গেল। তারা প্রকাশ্যে অসন্তোষ দেখাতে লাগ্‌ল। ইভান ইগ্নেটিচ শুন্‌তে পেল, তারা বলাবলি ক'রছে, "দুর্গের মুষিক্, তোমার দিন ঘনিয়ে এসেচে।"

কথা ছিল সেইদিনই কাপ্তান বন্দীকে জেরা ক'রবেন। কিন্তু ম্যাক্‌সিমিচ্ পালিয়ে যায়—খুব সম্ভব তার বন্ধুদের সাহায্যে।

আর একটা কারণে কাপ্তানের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। একজন বস্‌কির রাজদ্রোহজনক কাগজপত্র সুদ্ধ ধরা পড়ে। এবারও কাপ্তান কোনও অছিলায় কর্ত্রীকে অন্যত্র পাঠিয়ে, একটি সভা ক'রতে চাইলেন। তিনি সোজা সরল লোক, তাই আগেকার কৌশলটাই খাটাতে গেলেন। গলা পরিষ্কার ক'রে বল্‌লেন, "ভাসিলিসা ইগরফ্‌না, শুন্‌লাম পাদ্রী জেরাসিম সহর থেকে ভয়ানক একটা——।"

কাপ্তান গিন্নি বল্‌লেন, "আমার কাছে বাজে গল্প ক'রো না, প্রিয়তম! বোধ হচ্ছে, এমেলিয়ন পুগাচফের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে তুমি আবার সভা করবে। তাই ব'লে আমাকে ঠকিও না।"

ইভান কুজমিচ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন। শেষে বল্‌লেন, "ভাল, প্রিয়ে, তুমি যখন সব জেনেই ফেলেছ, তুমি থাক্‌তে পার। আমরা তোমার সাম্‌নেই কথা কইব।"

গিন্নি বল্‌লেন, "সেই বরং ভাল। ধাপ্‌পা বাজী তোমার আসে না; কর্ম্মচারীদের ডেকে পাঠাও।"

আবার একত্র হওয়া গেল। ইভানকুজমিচ তাঁর স্ত্রীর সাম্‌নেই পুগাচফের ঘোষণাপত্র পড়লেন। সেখানা কোনও প্রায়-নিরক্ষর কশাকের লেখা। সয়তান জানিয়েছে, দুর্গে সে এসে পড়্‌ল ব'লে। দুর্গবাসী কশাক ও সৈন্যদের ডেকেছে তার সাথে যোগ দিতে, এবং দুর্গনায়কদের উপদেশ দিয়েছে, তারা যেন বাধা না দেয়—বাধা দিলে মৃত্যু নিশ্চিত।

ঘোষণা-পত্রখানা চাষাড়ে ভাষায় লেখা, কিন্তু মনে খুব ধরে। সাধারণের মনে নিশ্চয়ই সেখানা খুব লেগেছিল।

ভাসিলিসা ইগরফ্না চেঁচিয়ে বল্লেন "বদ্মায়েস্ ব্যাটা। ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাদের কাছে ঐ রকম প্রস্তাব করে! আমরা গিয়ে দেখা ক'রে নিশান তার পায়ের নীচে রাখ্বো! বেটা কুকুর, বেটা জানে না যে আমরা চল্লিশ বছর ফৌজে আছি——অমন ঘটনাও দু'চারটে দেখেছি! গুণ্ডা বেটার কথা নিশ্চয়ই কোন দুর্গনায়ক শোনে নি?"

ইভান কুজমিচ উত্তর দিলেন, "আমার ত' তা মনে হয় না। বোধ হচ্ছে গুণ্ডা বেটা এরই মধ্যে অনেক দুর্গ দখল ক'রে ফেলেছে।"

সাব্রিন্ বল্ল, "তা হ'লে লোকটা শক্তিমান্ ব'লতে হবে'।"

কাপ্তান বললেন, "শক্তিটা তার কত তাই একবার দেখ্তে ইচ্ছা আছে। ভাসিলিসা ইগরফ্না, ভাঁড়ারের চাবিটা দাও। ইভান ইগ্নেটিচ, সেই বস্কিরটাকে বের ক'রে নিয়ে এস। যুলাইকে বল, চাবুকখানা আন্তে।"

কাপ্তানগিন্নি উঠে বল্লেন "একটু সবুর কর, ইভান কুজমিচ। আমি মাসাকে বাড়ী থেকে বাহিরে নিয়ে যাই। চীৎকার শুন্লে বেচারী ভয় পাবে। আর সত্যি কথা বল্তে কি, ও সব আমারও ভাল লাগে না। তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক্।"

সেকালে অপরাধীকে যন্ত্রণা দেওয়া বিচারের এমন একটি বড় অঙ্গ ছিল যে, যে উদার আইনের দ্বারা এই প্রথা রহিত হয় তা অনেক দিন পর্য্যন্ত অচল হয়ে থাকে। তখনকার ধারণা ছিল দোষীকে সাজা দিতে হ'লে তার স্বীকারোক্তি নিতান্ত দরকার। এই ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন ও বিচারবুদ্ধির বিরোধী। কারণ আসামীর অস্বীকারোক্তি

যদি তার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ ব'লে না মনে হয়, তবে তার স্বীকারোক্তিটা অপরাধের প্রমাণ ব'লে বিবেচিত হওয়া আরও ভয়ানক অবিচার। এখনও অনেক বুড়ো বিচারককে এই বর্ব্বর নিয়ম উঠে যাওয়ায় দুঃখ ক'রতে শুনি। আসামীকে যন্ত্রণা দেওয়া যে উচিত এবিষয়ে তখন আর দুই মত ছিল না—হাকিমেরও না, আসামীরও না। সুতরাং কাপ্তানের হুকুম শুনে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। ইভান ইগ্নেটিচ বস্‌কিরটাকে আন্‌তে গেল—কাপ্তানগিন্নির ভাঁড়ারে সে বন্দী ছিল। কয়েক মিনিট পরে তাকে দরজার কাছে আনা হ'ল। কাপ্তান হুকুম দিলেন তাকে ঘরের ভিতরে আন্‌তে।

লোকটি অনেক কষ্টে দুয়ার পার হয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। তার পায়ে বেড়ী ছিল। লম্বা টুপিটি খুলে সে দরজার পাশে দাঁড়াল। আমি তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। দেখে ভয়ে বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগ্‌ল। তার চেহারা কখ্‌খনো ভুল্‌ব না। বয়স তার সত্তরের ওপর হবে। নাক, কান কিছু নেই, মাথা মুড়ানো—কয়েকগাছি মাত্র দাড়ি মুখে ছিল। লোকটি খাটো, পাত্‌লা, কুঁজো—কিন্তু তার ছোট ছোট চোখ দুটির ঔজ্জ্বল্য তখনও নষ্ট হয় নি।

কাপ্তান তার শরীরে ভয়ানক চিহ্ণগুলি দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লেন, সে ১৭৪১ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহীদের একজন। বল্‌লেন "ওহো, দেখছি তুমি বুড়ো নেকড়ে, আমাদের জালে এসে পড়েছ। তোমার চেহারাতেই মালুম হচ্চে যে এটা তোমার পুরান' খেলা। কাছে এস; বল কে তোমায় পাঠিয়েছে ?"

বুড়ো নীরবে কাপ্তানের দিকে একটা ভাবহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ইভান কুজমিচ ব'ল্‌লেন, "কথা কইচ না যে! রুশভাষা বোঝ না ?

যুলাই, তোমার ভাষায় জিজ্ঞাসা করো, কে ওকে আমাদের দুর্গে পাঠিয়েছে ?”

কাপ্তানের প্রশ্নটি যুলাই তাতার ভাষায় জিজ্ঞাসা ক'রল। কিন্তু বন্দী একই ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। কোনও জবাব দিল না।

কাপ্তান বল্‌লেন, “আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাকে কথা বলাচ্চি। তোমরা ওর ঐ ডোরা গাউনটা খুলে ফেল; পিঠে যেন বেশ দাগ বসে। যুলাই, কাজটি বেশ ওস্তাদীর সাথে করা চাই।”

দু'জন বুড়ো সিপাই বস্‌কিরটির পোষাক খুল্‌তে লাগল। হতভাগার মুখে আশঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল। কোন জংলা পশু ছেলেদের হাতে প'ড়্‌লে যে ভাবে তাকায় লোক্‌টি তেমনি চেয়ে রইল। তখন সিপাইরা তাকে চ্যাং দোলা ক'রে শূন্যে তুল্‌ল, যুলাই চাবুক দোলাতে লাগ্‌ল। লোকটি ক্ষীণ, করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। এবং মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে মুখ খুল্‌ল। দেখা গেল তার মুখে জিভ্‌ নেই—শুধু জিভের কাটা গোড়াটা আছে।

* * * *

লোকটার এই অবস্থা দেখে আমার প্রাণে বড় বাজ্‌ল।

কাপ্তান ব'ললেন, “ভাল, দেখ্‌তে পাচ্ছি এর কাছে আমরা বেশী কিছু জান্‌তে পার্‌ব না। যুলাই, বস্‌কিরটাকে ফের ভাঁড়ারে নিয়ে রাখো। তোমাদের সাথে আমার আরও কিছু পরামর্শ আছে।”

তখনকার অবস্থার আলোচনা ক'রছি এমন সময়ে ভাসিলিসা ইগরফ্‌না ত্রস্তভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুক্‌লেন।

কাপ্তান অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, “তোমার আবার কি হ'ল?”

ভাসিলিসা ইগরফ্‌না উত্তর দিলেন “অতি ভয়ানক দুঃসংবাদ, প্রিয়তম; আজ সকালে ওরা নিওজার্‌নী দুর্গ দখল ক'রেছে। পাদ্রী জেরাসীমের

চাকর এই সেখান থেকে আস্ছে। যখন দখল হয়, সে নিজে দেখেছে। দুর্গের নায়ক এবং আর সব কর্ম্মচারীর ফাঁসি হয়েছে। সব সৈন্য বন্দী। বদ্‌মায়েস্‌গুলো যে কোনও মুহূর্ত্তে এখানে এসে পড়্‌বে।"

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমার মন একেবারে দমে গেল। নিওজার্‌নী দুর্গের কাপ্তানকে আমি জান্‌তাম। অতি বিনয়ী, ধীর যুবক সে। দুমাস আগে ওরেনবুর্গ থেকে তার কর্ম্মস্থলে যাওয়ার পথে সে কুজমিচের বাড়ীতে উঠেছিল। সঙ্গে তার কিশোরী পত্নী ছিল। তার দুর্গ আমাদের এখান থেকে পনর মাইল। পুগাচফ এইবারে যখন ইচ্ছা আমাদের দুর্গ আক্রমণ ক'র্‌বে। কল্পনাচক্ষে মেরিয়া ইভানভ্‌নার ভাবী দুর্দ্দশা দেখে অধীর হয়ে পড়্‌লাম।

কাপ্তানকে বল্‌লাম, "ইভান কুজমিচ, শুনুন্‌। বলাবাহুল্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দুর্গ আমাদের রক্ষা ক'রতে হবে। কিন্তু মেয়েদের রক্ষার উপায় ভাবা দরকার। রাস্তা যদি খোলা থাকে তবে ওরেনবুর্গ কিম্বা আরও দূরের কোনও দুর্গে তাদের এখনি পাঠিয়ে দিন—যাতে গুণ্ডারা নাগাল না পায়।"

কাপ্তান তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "প্রিয়ে, বল্‌ছি কি, যতদিন বিদ্রোহদমন না হয়, ততদিন তোমাকে আর মাসাকে অন্যত্র পাঠালে ভাল হয় নাকি ?"

তিনি উত্তর দিলেন "অতি বাজে কথা! গুলির কাছে কোন দুর্গই নিরাপদ নয়। বেলগরস্কি কি দোষ ক'রেছে ? ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা এখানে ২২ বছর কাটালেম। বস্‌কিরদের দেখেছি, কিরঘিস্‌দেরও দেখেছি। ভগবানের দয়া থাক্‌লে পুগাচফও আমাদের কোন অনিষ্ট ক'র্‌তে পার্‌বে না।"

ইভান কুজমিচ বল্‌লেন "তবে তাই হোক্‌, প্রিয়ে ; আমাদের দুর্গের

উপর যখন তোমার এত ভরসা, তখন তোমার ইচ্ছা হয়, থাকো। কিন্তু মাসার কি ব্যবস্থা করা যায়? যদি ওদের তাড়িয়ে দিতে পারি বা নতুন সৈন্য পৌঁছা পর্য্যন্ত টিকে যাই, ক্ষতি নেই কিছু। কিন্তু যদি গুণ্ডারা দুর্গ দখল করে?"

"যদি তা হয়........" ভাসিলিসা ইগরফ্‌না নিতান্ত অধীর হয়ে প'ড়লেন, আর কথা বল্‌তে পার্‌লেন না।

কাপ্তান দেখ্‌লেন জীবনে এই প্রথম তাঁর কথা তাঁর স্ত্রীর মনে লেগেছে। তিনি বল্‌লেন, "মাসার এখানে থাকা ঠিক্ হবে না। ওরেনবুর্গে তার ধর্ম্মমায়ের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিই! সেখানে অনেক সৈন্য, বন্দুক কামানও যথেষ্ট, দুর্গ পাথরের দেওয়ালে ঘেরা। তোমাকেও পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি মাসার সঙ্গে সেখানে যাও। তুমি বুড়া; কিন্তু দুর্গ যদি ওদের হাতে পড়ে, তোমার কি দশা হয় দেখ্‌তেই পাবে।"

গিন্নি বল্‌লেন, "বেশ কথা, তা হ'লে মাসাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। কিন্তু আমাকে পাঠাবার স্বপ্ন দেখো না। আমি যাবনা, বুড়ো বয়সে তোমায় ছেড়ে থাক্‌বার কথা ভাব্‌তেও পারিনে। দূরে একা আলাদা কবরে যাবো? তা হবে না, এক সঙ্গে আছি, যাবও এক সঙ্গে।"

কাপ্তান বল্‌লেন, "কথা ঠিক্। যাক্, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মাসার যাওয়ার ব্যবস্থা করগে। কাল ভোরে তাকে একজন পাহারার জেম্মায় পাঠিয়ে দেবো, যদিও অতিরিক্ত লোক আমাদের একেবারেই নেই। কিন্তু মাসা কোথায়?"

কাপ্তানগিন্নি বল্‌লেন "পাদ্রীবৌএর ওখানে। নিওজারনী দুর্গ বিদ্রোহীদের হাতে প'ড়েছে শুনে বেচারী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। ভয় হচ্ছে, ওর একটা অসুখ বিসুখ বা হয়ে পড়ে!"

ভাসিলিসা ইগরফ্‌না মেয়ের যাত্রার ব্যবস্থা ক'র্‌তে গেলেন। আমাদের

কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তার কিছুই আমার কানে ঢুক্‌ল না।

রাত্রে খাওয়ার সময় মাসা এল—মুখ ফ্যাকাসে, চোখ দুটি জলভরা। নীরবে খাওয়া শেষ করা গেল; অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগে টেবিল ছেড়ে উঠ্‌লাম। কাপ্তান পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের বাসার দিকে চল্‌লাম। কিন্তু আমি ইচ্ছা ক'রেই তলোয়ারখানা ফেলে রেখে গিয়েছিলাম। সেখানা নিতে আবার ফির্‌লাম। আমার আশা ছিল মেরিয়া ইভানভ্‌নাকে একা দেখ্‌তে পাব। সত্যিই সে দোরে এসে তলোয়ারখানা আমার হাতে দিল।

চোখের জল ফেলে সে বল্‌ল, "পিটর এণ্ড্রিচ্‌, এইবার তবে বিদায়। আমাকে ত' ওরেনবুর্গে পাঠাচ্চে। তুমি বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, হয়ত' ভগবানের ইচ্ছায় আবার দেখা হবে। যদি না হয়······"ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে মাসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আমি তাকে বুকে চেপে ধ'রলাম; বল্‌লাম, "আমার হৃদয়ের দেবি, প্রিয়তমে, বিদায় দাও। ভাগ্যে যাই ঘটুক্‌, মনে রেখো, আমার শেষ চিন্তা, শেষ প্রার্থনা হবে তোমারই মঙ্গলের জন্য।"

মাসা আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি আদর ক'রে তাকে একটি চুমো দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আক্রমণ

শির দিয়ে কত করিয়াছি সেবা সম্রাটের,
তিরিশ বছর প্রাণপণ করি খেটেছি ঢের।
হ'ল না অর্থ, সুখ এ কপালে হ'ল না হায়,
খ্যাতি যশোমান না হইতে লাভ আয়ু ফুরায়!
এত খেটেখুটে অপঘাত ছিল কপালে মোর,
উপরি পাইনু গলেতে চিকণ ফাঁসীর ডোর। চাষার গান

সে রাত্রে পোষাক ছাড়্লাম না, ঘুমও হল না। ঠিক্ ক'র্লাম ভোরে দুর্গের ফটকে যাব। মেরিয়া ইভানভ্না রওনা হওয়ার আগে তার কাছে শেষ বিদায় নেব। আমার মনের ভাব তখন একদম্ বদ্‌লে গিয়েছে। আগেকার অবসাদের চেয়ে এখনকার এই উত্তেজনা খারাপ লাগ্‌ছিল না। বিদায়ের দুঃখের সাথে, একটা প্রাণভরা আশা, বিপদের আশঙ্কা, উচ্চ ভাবের প্রেরণা মিশে ছিল। রাতটি কি ক'রে কাট্‌ল জান্‌তেও পার্‌লাম না। আমি বের হয়ে যাব এমন সময়ে আমার দোর ঠেলে একজন করপোরাল ভিতরে ঢুক্‌ল। সে খবর দিল, আমাদের কশাক সৈন্যদল রাত্রে দুর্গ ছেড়ে পালিয়েছে। যুলাইফে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। দুর্গের বাহিরে জনকতক অপরিচিত লোক ঘোড়ার পিঠে ঘুর্‌ছে।

মেরিয়া ইভানভ্না হয়ত' পালাবার সময় পাবে না, এই ভেবে আমি

বড্ড ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি করপোরালকে কয়েকটি উপদেশ দিয়ে আমি দুর্গনায়কের বাড়ীর দিকে ছুটলাম।

তখন ভোরবেলা। রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছি এমন সময় শুনলাম, কে যেন ডাক্‌ছে। আমি ফিরে দাঁড়ালাম।

কাণা ইভান ইগ্নেটিচ আমার নাগাল ধরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, "কোথায় যাচ্ছ? ইভান কুজমিচ প্রাচীরের ওপর। সে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে। পুগাচফ্‌ এসেছে।"

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "মেরিয়া ইভানভ্‌না রওনা হয়েচে কি?"

উত্তর—"তার আর সময় হয় নি। ওরেনবুর্গের রাস্তা শত্রুর হাতে। তারা দুর্গ ঘিরে ফেলেছে। গতিক বড় সুবিধে নয়, পিটর এণ্ড্রিচ্‌।"

আমরা দুর্গ প্রাচীরের ওপরে গেলাম। মাটিটা সেখানে স্বভাবতঃ প্রাচীরের আকারে উঁচু। তার গায়ে কাঠের বেড়া দিয়ে শক্ত করা হয়েছে।

দুর্গের সবলোক সেইখানে ভিড় ক'রছিল। সৈন্যেরা রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। কামানটা আগের দিন সেখানে বসান' হয়েছিল। কাপ্তান তার ছোট সৈন্যদলের সাম্‌নে পায়চারি ক'রছিলেন। বিপদের সম্মুখে সেই বর্ষীয়ান যোদ্ধার অদ্ভুত তেজ প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল। দুর্গ থেকে অল্প দূরে, প্রান্তরে জনকুড়ি লোক ঘোড়ার পিঠে ছুটাছুটি ক'রছিল। দেখে মনে হচ্ছিল তারা কশাক। কয়েকজন বস্‌কিরও ছিল। মাথায় বনবেড়ালের চামড়ার টুপি, পিঠে তূণ দেখে তাদের চেনা যাচ্ছিল। কাপ্তান সিপাইদের সারের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে বল্‌লেন, "দেখ বাছারা, আমরা মহারাণীর চাকর, এস আমরা পৃথিবীর সবাইকে দেখাই যে আমাদের সাহস ও রাজভক্তি দুইই আছে।" সৈন্যেরা মহা উল্লাসে এই

কথায় সাড়া দিল। সাব্রিন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে শত্রুদের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। দুর্গে এই সাড়া দেখে প্রান্তরের সোয়ারেরা একত্র হয়ে কি বলাবলি ক'রতে লাগ্‌ল। কাপ্তান ইভান ইগ্নেটিচকে কামানটা তাক্ ক'রে বসাতে বল্‌লেন; তারপরে নিজহাতে সেটা দাগ্‌লেন। কামানের গোলা শোঁ শোঁ শব্দ করে শত্রুর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল; কিন্তু তাদের কোনই ক্ষতি হল না। সোয়ার কটি বিচ্ছিন্ন হয়ে তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল; প্রান্তর জনশূন্য হ'ল।

সেই সময়ে ভাসিলিসা ইগরফ্‌না মাসাকে নিয়ে দুর্গপ্রাচীরের ওপর দেখা দিলেন। মাসা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে থাক্‌ছিল না।

কাপ্তানগিন্নি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কি গো, কি হচ্ছে? লড়াই কেমন চ'লেছে? শত্রু কোথায়?"

ইভান কুজমিচ বল্‌লেন, "শত্রু বেশী দূর নয়। ভগবানের ইচ্ছায় সব ভালই হবে। মাসা, তোমার ভয় হচ্ছে না?"

মাসা উত্তর দিল, "না, বাবা! বাড়ীতে একলা থাকার চেয়ে এখানে ঢের ভাল।"

আমার দিকে চেয়ে সে একটু হাস্‌তে চেষ্টা ক'রল। আমি তলোয়ারের হাতলটা শক্ত ক'রে ধ'রলাম। মনে হ'ল আগের দিন সেখানা মাসার হাত থেকে পেয়েছি তাকে রক্ষা করবার জন্যই। আমার রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল তাকে রক্ষা ক'র্‌বার ভার আমার ওপর। তাকে যে ভালবাসি তার পরিচয় দিতে অধীর হয়ে উঠ্‌লাম। যুদ্ধের সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

সেই সময়ে দুর্গের আধ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের আড়াল থেকে নতুন একদল সোয়ার দেখা দিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক লোক প্রান্তর ছেয়ে ফেল্‌ল। তাদের হাতে বর্শা ও তীরধনুক। লাল কোট

গায়ে একটি লোক সাদা ঘোড়া চ'ড়ে, খোলা তলোয়ার হাতে সেই জনতার ভিতরে ঘুরছিল। সেই পুগাচফ্। সে ঘোড়া থামালে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। চারজন লোক ধাপে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে দুর্গপ্রাচীরের নীচে এসে দাঁড়াল। বোঝা গেল' তারা পুগাচফের হুকুম নিয়ে আস্‌ছে। তারা আমাদেরই বিশ্বাসঘাতক কশাকদের চারজন। একজন টুপিতে ক'রে একখানা কাগজ এনেছিল; আর একজন এনেছিল বর্শার ফলকে যুলাইএর মাথা। সেটা সে কাঠের বেড়ার ওপর দিয়ে আমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই কালমুক বেচারার মাথাটা গড়িয়ে এসে কাপ্তানের পায়ের কাছে প'ড়ল। সেই নিমক-হারামগুলো চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "গুলি ক'রো না, আমাদের রাজাকে সেলাম ক'রবে এস। ঐ যে রাজা এসেচে।"

ইভান কুজমিচ চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "এই যে সেলাম জানাচ্চি। বাছারা, চালাও গুলি।"

সৈন্যেরা একবার গুলি ছুঁড়্‌ল। যে কশাকটি চিঠিখানা ধ'রেছিল সে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেল। বাকি ক'জন ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল। মেরিয়া ইভানভ্‌নার দিকে চাইলাম। যুলাইএর সেই রক্তাক্ত মাথাটা দেখে, আর একসাথে অতগুলি বন্দুকের আওয়াজ শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কাপ্তান করপোরালকে ডেকে সেই মৃত কশাকের হাতের চিঠিখানা আন্‌তে বল্‌লেন। করপোরাল বের হয়ে গিয়ে মৃত কশাকের ঘোড়াটা লাগাম ধ'রে ভিতরে নিয়ে এল। চিঠিখানা কাপ্তানকে দিল। ইভান কুজমিচ সেখানা মনে মনে প'ড়ে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হ'ল। দু চার মিনিট না হ'তেই আমাদের কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে গুলি ছুট্‌তে লাগ্‌ল। কয়েকটি তীর এসে

মাটিতে পুঁতে গেল; আর গোটা কত আমাদের সাম্‌নে বেড়ায় এসে ঠেক্‌ল।

কাপ্তান ব'ললেন, "ভাসিলিসা ইগরফ্‌না, এটা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত জায়গা নয়। মাসাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও; মেয়েটা যে ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে প'ড়েছে।"

গুলি ছোটার সাথে সাথে কাপ্তান গিন্নি চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রান্তরের দিকে চাইলেন—দেখ্‌লেন সেখানে মহা হুলুস্থূল! তারপরে স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন "ইভান্ কুজমিচ, বাঁচামরা সব ভগবানের হাত! মাসাকে আশীর্ব্বাদ করো। যাও মা, তোমার বাবার কাছে যাও।"

মাসা শুক্‌নো মুখে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বাবার কাছে গেল। হাঁটু গেড়ে ব'সে, মাটিতে লুটিয়ে তাঁকে নমস্কার ক'রল। বুড়ো কাপ্তান তার গায়ে তিনবার ক্রুশের চিহ্ন আঁক্‌লেন, তারপরে ধ'রে তুলে, মাথায় চুমো খেয়ে বল্‌লেন, "মাসা, ভগবান তোমায় সুখী করুন। তাঁকে ডেকো, তিনি তোমায় ছাড়্‌বেন না। যদি ভাল বরের হাতে পড়, ভগবান যেন তোমাদের শান্তি ও প্রীতি দান করেন। আমরা যেমন ঘর ক'রেছি তোমরাও তেম্নি ক'রো। এইবারে এস। ভাসিলিসা ইগরফ্‌না, তুমি মাসাকে নিয়ে ফিরে যাও।"

মাসা দুই বাহু দিয়ে বাবার গলা ধ'রে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। কাপ্তান-গিন্নি ছলছল চোখে বল্‌লেন, "এস প্রিয়, আমরাও দুজনা দুজনকে চুম্বন করি। বিদায়, ইভান কুজমিচ। যদি কখনও তোমায় বিরক্ত ক'রে থাকি, আমায় ক্ষমা করো।"

বুড়ীকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে কাপ্তান বল্‌লেন, "বিদায়, প্রিয়ে, বিদায়! বেশ হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাও। যদি সময় পাও, মাসাকে একটা গরম জামা পরিয়ে দিও।"

কাপ্তানের স্ত্রীকন্যা ফিরে চল্‌লেন। আমার দৃষ্টি রইল মাসার দিকে। মাসা আমার দিকে চেয়ে মাথা নোয়াল। এইবারে ইভান কুজমিচ আমাদের দিকে ফির্‌লেন। এখন সারা মন দিয়ে তিনি শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য ক'রতে লাগ্‌লেন। বিদ্রোহীরা তাদের নেতার চারদিকে ঘোড়া থেকে নাম্‌তে লাগ্‌ল।

কাপ্তান বল্‌লেন, "এইবার শক্ত হয়ে দাঁড়াও; ওরা আক্রমণ ক'রবে।" হঠাৎ ভয়ানক চীৎকার ও জয় জয় শব্দে আমাদের কানে তালা লাগ্‌ল। বিদ্রোহীরা তীরের মত দুর্গের দিকে ছুটে এল। কামানটাতে গোলা ভরা ছিল। কাপ্তান তাদের খুব কাছে আসা পর্য্যন্ত চুপ ক'রে রইলেন। তারপরে কামান দাগা হ'ল। গোলা গিয়ে ঠিক্ জনতার মাঝখানে প'ড়্‌ল। বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছিয়ে গেল। শুধু তাদের নেতা দাঁড়িয়ে তলোয়ার ঘুরাতে লাগ্‌ল। মনে হ'ল সে সঙ্গীদের উৎসাহ দিচ্ছে। যে চীৎকার গর্জ্জন থেমেছিল, তা আবার স্থরু হ'ল।

কাপ্তান ব'ললেন, "বাছারা, এইবারে ফটকটা খোল; ঢাক্ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলো, আমার পিছনে।"

কাপ্তান, ইভান ইগ্নেটিচ ও আমি তখনি দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে গিয়ে প'ড়লাম। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল। তারা ন'ড়্‌লও না।

ইভান কুজমিচ চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "বাছারা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মর্‌তেই যদি হয়, ম'র্‌ব। সেটা ত' রোজকার ঘটনা, এমন নতুন কিছু নয়!"

এই সময়ে বিদ্রোহীরা দৌড়ে আমাদের দিকে এল। ভিড় ক'রে তারা দুর্গের ভিতরে ঢুকে প'ড়ল। ঢাকের বাজনা থেমে গেল;

আমাদের সৈন্যরা রাইফেল ফেলে দিল। আমি ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম ; উঠে বিদ্রোহীদের সাথে দুর্গের ভিতরে ঢুক্‌লাম। কাপ্তান মাথায় জখম হয়েছিলেন ; বদ্‌মায়েস্‌গুলো তাঁকে ঘিরে ধ'রে চাবির তাগিদ্‌ দিতে লাগ্‌ল। আমি তাঁকে সাহায্য ক'রতে ছুট্‌লাম। কয়েকটি যোয়ান কশাক আমাকে ধ'রে তাদের বেল্ট্‌ দিয়ে বেঁধে ফেল্‌ল। বল্‌ল "সম্রাটের শত্রু, তোমাদের পুরস্কার দিচ্ছি।"

তারা রাস্তা দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে চল্‌ল। সহরের লোক বিদ্রোহীদের নেতার জন্য নুন রুটি উপহার নিয়ে বাহিরে এসে দাঁড়াল। গির্জ্জার ঘণ্টা ঢং ঢং ক'রে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ জনতার মধ্যে রব উঠ্‌ল। "সম্রাট বাজারের মধ্যে বন্দীদের বিচার কর্‌বার জন্য অপেক্ষা করছেন, আর রাজভক্তির শপথ গ্রহণ করাচ্ছেন।" সহরের লোক সেইদিকে ছুট্‌ল ; আমাদেরও সেইদিকে নিয়ে চল্‌ল।

পুগাচফ্‌ কাপ্তানের বাড়ীর সম্মুখে পৈঠার ওপর চেয়ারে ব'সেছিল। তার গায়ে ছিল জরীর কাজ করা একটি কশাকদের লাল কোট। সোনার ঝুঁটিওয়ালা লম্বা কালো একটি টুপি তার উজ্জ্বল চোখ দুটিকে আড়াল ক'রে ছিল। তার মুখখানা চেনা চেনা ঠেক্‌ল। বুড়ো কশাকেরা তাকে ঘিরে ছিল। পাদ্রী জেরাসিম বিবর্ণ মুখে পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন। তাঁর হাতে একটি ক্রুশযন্ত্র। মনে হ'ল ভাবী দণ্ডিতদের জন্য তিনি ভগবানের দয়া ভিক্ষা ক'রছিলেন। বাজারে চট্‌পট্‌ ফাঁসিকাঠ খাটান হচ্ছিল। বস্‌কিরেরা ভিড় সরিয়ে দিয়ে আমাদের পুগাচফের সাম্‌নে নিয়ে এল। ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ থাম্‌ল। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

জাল সম্রাট বল্‌ল, "কাপ্তান কোন্‌টি ?"

কশাক সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌সিমিচ ভিড় ঠেলে এসে ইভান কুজমিচকে

ওরা আমাকে তুলে ছেড়ে দিল। আমি সেই নিষ্ঠুর প্রহসন দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

সহরের সব লোক রাজভক্তির শপথ নিচ্ছিল। লোকের পরে লোক এসে ক্রুশকাঠে চুমো খেয়ে জালরাজাকে নমস্কার ক'রতে লাগ্‌ল। দুর্গের সৈন্যেরাও সেখানে ছিল। ফৌজের দর্জি তার ভোঁতা কাঁচি দিয়ে তাদের বেণী কেটে দিল। তারা গা ঝাড়া দিয়ে এসে দিবি৷ পুগাচফের হাতে চুমো খেল। পুগাচফ্‌ তাদের ক্ষমা ক'রে নিজের দলে ভর্ত্তি ক'রে নিল। ঘণ্টা তিনেক ধ'রে এই ব্যাপার চল্‌ল। অবশেষে পুগাচফ্‌ পৈঠা বেয়ে নীচে নেমে এল। তার মন্ত্রীরা সাথে চল্‌ল। তখনি দামী সাজপরা একটা সাদা ঘোড়া আনা হ'ল। দুজন কশাক তার হাত ধ'রে নিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে দিল। পুগাচফ্‌ পাদ্রী জেরাসিমকে বল্‌ল, "আজ তোমার ওখানে আমার বড় হাজ্‌রির যোগাড় কর গে।"

ঠিক্‌ তখনই মেয়ে গলার কান্না শোনা গেল। কয়েকটা ডাকাত ভাসিলিসা ইগরফ্‌নাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এল। তাঁর আচ্ছাদন ছিল না বল্‌লেই চলে; চুলগুলো আলু থালু। তাঁর জামাটি একজন ডাকাত ছিনিয়ে নিয়ে প'রেছিল। আর জনকত তাঁর ঘরের পালকের গদি, বাক্‌স, বাসন কোসন, কাপড় জামা প্রভৃতি লুটে নিয়ে আস্‌ছিল।

বৃদ্ধা কেঁদে বল্‌লেন, "বাছারা, আমাকে ছেড়ে দাও। দয়া ক'রে আমাকে ইভান কুজমিচের কাছে যেতে দাও।"

হঠাৎ ফাঁসিকাঠের ওপর তাঁর নজর প'ড়্‌ল। স্বামীকে তিনি চিন্‌তে পার্‌লেন।

রাগে, দুঃখে পাগল হয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "সয়তানের দল, ও কি ক'রেছিস্‌। ইভান কুজমিচ্‌, আমার চোখের মণি, সাহসী বীর, নির্ভীক যোদ্ধা! প্রুসিয়ার তলোয়ার, তুর্কের কামান তোমার

গায়ে আঁচড় দিতে পারে নাই। ন্যায়যুদ্ধে মর্‌বার সুযোগ তোমার হ'ল না! শেষে কিনা একটা পলাতক চোরের হাতে তোমার মৃত্যু লেখা ছিল!"

পুগাচফ্‌ বল্‌ল, "চুপ রহো, সয়তান বুড়ি!"

একটি যোয়ান কশাক তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোপ. বসিয়ে দিল। সেই পৈঠার ওপরে তাঁর মৃতদেহ ঢ'লে প'ড়্‌ল।

পুগাচফ্‌ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; জনতা তার পিছনে ছুট্‌ল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনাহুত

"অতিথি অচেনা যে, তুকির বাড়া সে।" প্রবাদ

বাজারের প্রাঙ্গন তখন জনশূন্য। আমি তবুও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এলো মেলো চিন্তাগুলি গুছিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিলাম না। সেই দিনের বীভৎস ঘটনাগুলি আমার মনে কি ঝড়ই তুলেছিল!

মেরিয়া ইভানভ্‌নার দশা কি হল, এই ভাবনাই আমার সব চিন্তা ছাপিয়ে উঠ্‌ল। কোথায় সে? কি অবস্থায় আছে? লুকোবার সময় পেয়েছে কি না? যেখানে আছে সেটা নিরাপদ কিনা—এইসব ভাব্‌তে ভাব্‌তে কাপ্তানের বাড়ীতে ঢুক্‌লাম। বাড়ী একেবারে জনশূন্য; চেয়ার, টেবিল, বাক্‌স সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে; বাসন পত্র সব ঐ একই অবস্থায়, আর সব জিনিষ লুঠেদের হাতে পড়েছে। দোতলার ছোট সিঁড়িটা বেয়ে ওপরে উঠ্‌লাম। জীবনে এই প্রথম মেরিয়া ইভানভ্‌নার কাম্‌রায় ঢুক্‌লাম। দেখ্‌লাম ডাকাতরা তার বিছানা ছিঁড়ে সুতো করে ফেলেছে। কাপড়ের আল্‌মায়রা ভেঙ্গে লুট ক'রেছে; দেবতার শূন্য কুলঙ্গীর সাম্‌নে তখনও প্রদীপ জ্বল্‌ছে। দুটি জানালার মাঝখানে, দেয়ালে আর্‌সিখানা তখনও ঝুল্‌ছে। কিন্তু এই অনাড়ম্বর শয়নঘরের অধিষ্ঠাত্রী কই? হঠাৎ একটা ভয়ানক আশঙ্কা আমার মনে জেগে উঠ্‌ল। কল্পনার চোখে যেন দেখ্‌তে পেলাম মাসা ডাকাতদের হাতে প'ড়েছে। আমার বুক অবসন্ন হয়ে গেল। ব্যাকুলভাবে প্রিয়তমার

নাম ধ'রে ডাকতে লাগ্‌লাম। এই সময়ে একটা শব্দ হ'ল; পালাসা কাপড়ের আলমায়রার পিছন থেকে বের হ'ল, তার মুখ ফ্যাকাশে; সারা শরীর কাঁপছে।

দুই হাত জুড়ে সে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "আঃ পিটর্ এণ্ড্রিচ, কি ভীষণ দিন! কি দুর্ঘটনা!"

আমি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "আর মেরিয়া ইভানভ্‌না? তার কি হয়েচে?"

পালাসা উত্তর দিল, "সে বেঁচে আছে। আকুলিনা পামফিলভ্‌নার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে।"

আমি ভয়ে আকুল হয়ে বল্‌লাম, "পাদ্রির বাড়ীতে! হা ভগবান্, পুগাচফ যে সেখানে!"

ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম। সোজা দৌড়ে পুরুতের বাড়ী পৌঁছলাম—কোথায় কি হচ্ছে ভ্রুক্ষেপ নেই। সেখানে গানের আওয়াজ আর উচ্চ হাসির রোল শুন্‌তে পেলাম। পুগাচফ বন্ধুদের নিয়ে ভোজে ব্যস্ত ছিল। পালাসা আমার সঙ্গে এল। তাকে দিয়ে গোপনে পাদ্রীর বৌকে ডেকে পাঠালাম। পাদ্রীবৌ ফটকে এসে দাঁড়ালেন।

ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "ভগবানের দোহাই! ঠিক্ বলুন, মেরিয়া ইভানভ্‌না কোথায়?"

পাদ্রির বৌ বল্‌লেন "আহা বেচারা! এই বেড়ার ওপিঠে আমার বিছানায় শুয়ে আছে। কি বল্‌ব, পিটর্ এণ্ড্রিচ, আমরা ধরা পড়েছিলাম আর কি! কিন্তু ভগবানের দয়ায় বিপদ কেটে গিয়েছে। বদমায়েসটা খেতে বসেছে এমন সময়ে জ্ঞান হয়ে বেচারা গোঁ গোঁ করতে লাগল। আমার ত ভয়ে প্রাণ যায়। বদমায়েস তা শুনতে পেয়েছে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করল "ও বুড়ি, ওদিকে কোঁকায় কে?" আমি লম্বা সেলাম দিয়ে বল্লাম, "হুজুর, আমার ভাইঝি পীড়িতা—আজ দিন পনর হ'ল বিছানায় প'ড়ে আছে।" "তোমার ভাইঝির বয়স অল্প নাকি?" বল্লাম, "হাঁ হুজুর।" "বুড়ি, তোমার ভাইঝিকে একবার দেখাও।" আমার ত বুক দুর্ দুর্ ক'রতে লাগ্ল। কিন্তু উপায় নেই। বল্লাম, "যে আজ্ঞা, হুজুর; কিন্তু ছুঁড়ী ত' উঠে তোমার সাম্নে আস্তে পার্বে না।" "আরে তাতে কি বুড়ি, আমি নিজেই গিয়ে দেখে আস্চি।" তখনই উঠে হতভাগাটা বেড়ার পিছনে গেল। পরদা সরিয়ে একবার বাজপাখীর দৃষ্টিতে ছুঁড়ীর দিকে চাইল, আর কিছু বল্ল না। ভগবান বাঁচালেন। কিন্তু বল্লে বিশ্বাস করবে না, আমার স্বামী ও আমি মাসার জন্য মরতেও প্রস্তুত ছিলাম। ভাগ্যিস্ ছুঁড়ী টের পায় নাই লোকটা কে! হা ভগবান্, এত দেখতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। আহা, ইভান কুজমিচ বেচারা। কেউ ভেবেচে এমন হবে? আর ভাসিলিসা ইগরফ্না, ইভান ইগ্নেটিচ। কি অপরাধে তাদের এই সাজা? তোমাকে ছেড়ে দিয়েচে দেখ্ছি। সাব্রিনের কথা তোমার কি মনে হয়? সে ত কশাকদের মত ছোট ক'রে চুল ছেঁটেছে আর এখানে ওদের সাথে ভোজ খাচ্চে। লোকটা ভয়ানক ধড়ীবাজ এ স্বীকার ক'রতে হবে। যখন বল্লাম আমার ভাইঝি পীড়িতা, বল্লে প্রত্যয় যাবে না, ওর দৃষ্টি তখন ছুরির মত আমাকে বিঁধ্তে লাগ্ল। তবুও, কথাটা ভেঙ্গে বলে নাই, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

অতিথিদের নেশা জড়ানো গলার আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রি জেরাসীমের গলাও শুন্তে পেলাম। অতিথিরা আরও মদ চাইছিল; পাদ্রি তাঁর বৌকে ডাক্‌ছিলেন। পাদ্রিগিন্নি ব্যস্ত হয়ে পড়্লেন।

পাদ্রি বৌ বিদায় হ'লে আমি একটু নিশ্চিন্ত ভাবে বাড়ীর দিকে

রওনা হ'লাম। বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে দেখ্‌লাম কয়েকজন বস্‌কির ফাঁসি কাঠের কাছে ভিড় ক'রে মৃত বীরদের পা থেকে বুট টেনে খুল্‌ছে। রাগ সাম্‌লানো দায় হ'ল। কিন্তু বেশ বুঝলাম বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা।

লুঠেরা দুর্গের ভিতরে ছুটাছুটি ক'রে কর্ম্মচারীদের ঘরবাড়ী সব লুঁট্‌ছিল। মদমত্ত বিদ্রোহীদের বিকট চীৎকারে চারদিক মুখর হয়ে উঠেছিল।

বাড়ী পৌঁছলাম। ফটকে সাভেলিচের সাথে দেখা হ'ল।

আমায় দেখে সে বল্‌ল, "ভগবানকে ধন্যবাদ! ভাবলাম বদ্‌মায়েস বেটারা বুঝি আবার তোমায় ধ'র্‌ল। ভাল কথা, এণ্ড্রিচ, তুমি বিশ্বাস ক'রবে না বেটারা আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়ে গিয়েছে। যা হোক্ তোমায় যে ছেড়েছে, সেই সব চেয়ে বড় কথা। ওদের নেতাকে চিনতে পেরেছ?"

"না, পারিনি ত'। কেন? লোকটা কে?"

"বাঃ! সেই মাতালটার কথা মনে নেই? সেই যে সরাইখানায় তোমার খরগোস চামড়ার জামাটা হাত পেতে নিল! একেবারে নতুন জামাটা! বেটা জানোয়ার সেটার ভিতরে ঢুক্‌তে গিয়ে সব সেলাই ফাঁসিয়ে দিল!"

আমি অবাক্ হ'লাম। সত্যিই পুগাচফের সঙ্গে আমার সেই পথ প্রদর্শকের মুখের বেশ সাদৃশ্য ছিল। বিশ্বাস হ'ল পুগাচফ আর সে একই লোক। বুঝ্‌তে পারলাম কেন সে আমায় ছেড়ে দিয়েছে। ঘটনার অদ্ভুত যোগাযোগের কথা ভেবে আশ্চর্য্য হ'লাম। ছেলেবেলার একটা জামা একজন ভবঘুরেকে দিয়েছিলাম, তাই ফাঁসি থেকে রেহাই পেলাম! আর একটা বেকার ফেরারী আসামী, যে এক সরাই থেকে আর একটাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সেই কিনা কতকগুলি দুর্গ দখল করে রুশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিসুদ্ধ নড়িয়ে তুলেছে!

সাভেলিচ অভ্যাস মত আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কিছু খাবে না? ঘরে ত' কিছু নেই; দেখি যদি কিছু তৈরী করে দিতে পারি।"

একা বসে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কি করা যায়! বিদ্রোহী যে দুর্গ নিয়েচে সেখানে থাকা বা তার পিছনে ঘোরা রাজ কর্ম্মচারীর পক্ষে ঠিক্ নয়। উপস্থিত বিপদের সময়ে আমার কাজ সেইখানে যাওয়া যেখানে আমাকে দিয়ে দেশের কাজ হবে। কিন্তু মেরিয়া ইভানভ্না আমাকে টান্‌ছিল অন্যদিকে। ইচ্ছা হল তাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাব। বুঝলাম এ অবস্থা বেশী দিন থাক্‌বে না, কিন্তু তার সেই বিপদের কথা ভাবতেও প্রাণ শিউরে উঠ্‌ছিল।

হঠাৎ একজন কশাক এসে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। সে বল্‌ল, "সম্রাট আপনাকে তলব করেছেন।"

ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তিনি কোথায়?"

কশাকটি উত্তর দিল, "কাপ্তানের বাড়ীতে। ভোজের পর গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এখন বিশ্রাম করছেন। মশাই, তাঁর হাল চাল দেখেই বোঝা যায় তিনি একজন মহাপুরুষ। দুই দুটো ভাজা শূয়রের বাচ্চা খেয়ে ফেল্‌লেন। এত গরম জলে স্নান করেন যে তা গায়ে লাগ্‌লে অন্য লোক মরে যাবে। তিনি বুক খুলে দেখিয়েছেন—রাজচিহ্ন আঁকা!"

এই মতামত নিয়ে তর্ক করাটা সুবিধে মনে হল না। তার সাথে কাপ্তানের বাড়ীর দিকে চল্‌লাম। পুগাচফের সাথে প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটা ভাবতে লাগ্‌লাম। ব্যাপার কতদূর গড়াবে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

যখন কাপ্তানের বাড়ী পৌঁছলাম তখন গোধূলির আঁধারে চার দিক ঢাকা। দোলায়মান মৃত দেহ সুদ্ধ ফাঁসি কাঠটা অন্ধকারে অতি বীভৎস দেখাচ্ছিল। অভাগিনী ভাসিলিসা ইগরফ্‌নার দেহ পৈঠার নীচে পড়ে ছিল। সেখানে দুজন কশাক পাহারা দিচ্ছিল। যে কশাকটি আমাকে

ডেকে এনেছিল, সে আমার আসার খবর দিতে গেল। ফিরে এসে সে আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। সেই ঘরে আগের রাত্রে মেরিয়া ইভানভ্‌নার কাছে কত কষ্টে বিদায় নিয়েছিলাম!

দেখলাম পুগাচফ আরও জন দশ বারো কশাক্ নেতার সাথে একটি টেবিলের চারদিকে বসে আছে। টেবিলটা কাপড়ে ঢাকা। তাদের পরনে রঙীন সার্ট, মাথায় টুপি। টেবিলের ওপর মেলা বোতল ও গ্লাস; সবারই মুখ যেন নেশার লাল, চোখগুলি জ্বল্‌চে। বিশ্বাসঘাতক সাব্রিন কিম্বা ম্যাক্‌সিমিচ, কেউ সেখানে ছিল না।

আমাকে দেখে পুগাচফ বল্‌ল, "এই যে কুমার, এস; তুমি আমার অতিথি। তোমার আসন এই আমার পাশে।"

দলের লোকে আমায় জায়গা ছেড়ে দিল। আমি নীরবে একপাশে ব'সলাম। আমার পাশে একটি পাতলা সুশ্রী কশাক যুবক ব'সে ছিল। সে এক গেলাস ভোড্‌কা ঢেলে দিল। আমি তা ছুঁলাম না, কেবল উৎসুক ভাবে সঙ্গীদের দেখ্‌তে লাগলাম। পুগাচফ টেবিলে ভর দিয়ে সব চেয়ে ভাল আসনে ব'সে ছিল। তার কালো দাড়ীর গোছা হাতের মোটা কব্‌জীর ওপরে ন্যস্ত ছিল। তার মুখখানি বেশ সুগঠিত, সুশ্রী; তাতে কোনও উগ্রভাব ছিল না। মাঝে মাঝে বছর পঞ্চাশ বয়স্ক একটি লোকের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কি বলাবলি ক'রছিল। বোধ হয়, সকাল বেলার আক্রমণ, বিদ্রোহের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল। সবাই অবাধে পুগাচফের সাথে তর্ক ক'রে মতামত দিচ্ছিল। এই পরামর্শ বৈঠকে ঠিক্ হল তারা ওরেনবুর্গ আক্রমণ ক'রবে—পরদিনই তারা সেইদিকে রওনা হবে।

পুগাচফ্ বল্‌ল "এস, শোবার আগে আমার প্রিয় গানটি গাওয়া যাক্। চুমাকফ্ সুরটা ধর দেখি।"

আমার পাশের লোকটি ভল্‌গানদীর নাবিকদের এই বিষাদময় গানটি খুব চেঁচিয়ে গাইতে সুরু ক'রল ঃ—

বনদেবি, তুমি চুপ ক'রে থাকো,
সবুজ পাতার পাখা নেড়' নাকো
বেপরোয়া প্রাণ বাধাহীন ছুটেছে।
কাল যেতে হবে বিচার ভবনে,
দাঁড়াইতে হবে আনত বদনে
রাজার সদনে—কত না নিঠুর সে।
সম্রাট প্রভু পুছিবে আমারে,
'ভাল, মোর বাছা, বল সবিস্তারে,
রাহাজানি, লুটে তোমার সহায় কে ?
কত জনা ছিল সাথী তব সাথে,
রাজরোষ কারা তুলে নিল মাথে
মরণ কাদের ঘনাইয়ে এসেছে ?'
ফুলাইয়ে বুক, মাথা করি উঁচু,
কহিব সকলি, লুকাব না কিছু
'সহকারী মোর চারিজন খেটেছে।
ঘুট্‌ঘুটে রাত সঙ্গী পহেলা,
দ্বিতীয়—ধারাল ছুরিকার ফলা,
ঘোড়াটি তৃতীয়—হাওয়ার দোসর সে
চৌথা সঙ্গী শরাসন মম,
দূত চোখাতীর, যমদূত সম,
হানিল যাহারে, ধূলায় ধূসর সে।'
সম্রাট হাসি' কহিবে, 'বাছা রে,

সাবাস, বাহবা! আমার বিচারে
যোগ্য ভবন নিরমিত হয়েছে।
ঐ দেখ, দূরে ধূ ধূ করে মাঠ,
মোটা দুটি থাম, শিরে শোভে কাঠ,
ঐ গৃহখানি তোমা তরে রয়েছে।'

চাষাদের এই ফাঁসিকাঠের গান শুনে মনে কি ভাব হ'ল তা ভাষায় বলা কঠিন। যারা গাইছিল তাদের জীবন-নাটকের যবনিকা পতন যে ফাঁসিকাঠে হবে এটা ধ্রুব-নিশ্চিত ছিল। তাদের ভীতিজনক মুখের ভাব, গানের সরল ভাষাটাকে ভঙ্গী দ্বারা আরও শক্তিময় করবার চেষ্টা, তাদের তাললয়যুক্ত সুর—সবগুলি মিশে আমাকে কি একটা অনির্ব্বচনীয় ভয়ে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ল।

সঙ্গীরা আর এক গেলাস ক'রে মদ খেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পুগাচফের কাছে বিদায় নিল। আমিও তাদের পিছনে যাচ্ছি, এমন সময়ে পুগাচফ আমায় বলল, "চুপ ক'রে বসো, তোমার সাথে কথা আছে।"

রইলাম শুধু আমরা দুজন। কয়েক মিনিট দুজনাই চুপ ক'রে বসে রইলাম। পুগাচফ একদৃষ্টে আমায় দেখতে লাগল—মাঝে মাঝে বাঁ চোখটা কপালে তুলে বিদ্রূপের কটাক্ষ ক'রতে লাগ্‌ল। অবশেষে সে এমন একটা সরল আনন্দময় হাসি হাসল যে আমিও, কেন জানি নে, না হেসে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

পুগাচফ বল্‌ল, "ভাল, কুমার সাহেব, ছোঁড়াগুলো যখন দড়িটা গলায় পরাল, তখন ভয় পেয়েছিলে নিশ্চয়ই, স্বীকার করো। তখন আকাশ নিশ্চয়ই এত টুকু হয়ে গিয়েছিল! ·· ··· তোমার চাকরটি না থাক্‌লে তুমি ঝুলে পড়েছিলে আর কি! আমি বুড়ো বেচারাকে দেখেই

চিনেছি। ভাল, তুমি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলে, যে তোমাকে পথ দেখিয়ে সরাইএ নিয়ে গিয়েছিল সেই রাশিয়ার ভাবী রাজা? তোমার অপরাধ গুরুতর। কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি তোমার দয়াশীলতার জন্য। তুমি এমন সময়ে আমার উপকার ক'রেছ যখন আমি শত্রুদের হাত থেকে পালিয়ে ফিরছিলাম। কিন্তু তুমি যা উপকার পাবে, তার তুলনায় সেটা কিছুই নয়। যখন দেশ আমার হবে, তখন তোমার খুব বড় উপকার আমি ক'রব। বল, প্রাণপণে আমার কাজ ক'রবে?"

সয়তানের এই নির্লজ্জ প্রশ্ন আমার এত অদ্ভুত ঠেক্‌ল যে আমি হেসে ফেল্‌লাম।

ভ্রূকুটি ক'রে পুগাচফ বল্‌ল, "হাস্‌চ কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে সারা রাশিয়ার রাজা হব আমি? সোজা উত্তর দাও।"

আমি একটু ঘাব্‌ড়ে গেলাম। এই ভিক্ষুকটাকে রাজা বলি কি ক'রে? তা বলা ক্ষমার অযোগ্য কাপুরুষতা ব'লে মনে হ'ল। কিন্তু মুখের ওপর ধাপ্‌পাবাজ বল্‌লে মৃত্যু নিশ্চিত। ফাঁসিকাঠের নীচে দাঁড়িয়ে প্রথম রাগের মুখে যা বলেছিলাম ফের তা বলা বাজে বড়াই হবে, এটা বুঝ্‌লাম। কি বল্‌ব তাই ভাব্‌ছি; পুগাচফ উত্তরের অপেক্ষায় আছে। শেষে, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার চেয়ে আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধিই প্রবল হ'ল। বল্‌লাম, "শোন, সব খুলে বলি। ভেবে দেখ, আমি কি ক'রে তোমায় রাজা ব'লে স্বীকার করি? তুমি বুদ্ধিমান লোক, বুঝ্‌তেই ত' পার্‌বে আমি ভাণ ক'রছি।"

"তা হ'লে, আমাকে তোমার কি ব'লে মনে হয়?"

"ভগবান জানেন। কিন্তু যাই হও, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ।"

পুগাচফ আমার দিকে তীব্র কটাক্ষ ক'রল।

বল্‌ল, "তা হ'লে আমাকে রাজা তৃতীয় পিটর ব'লে তোমার বিশ্বাস

হয় নি ; বেশ কথা। কিন্তু লক্ষ্মী চিরকাল সাহসের বশ। সেকালে গ্রিস্‌কা ওট্রেপিয়েফ্‌ রাজত্ব করে নাই কি? তোমার ক্ষতিটা কি? অপরে মনিব হ'লে যা, আমি হ'লেও তাই। সরল মনে, বিশ্বাসের সাথে আমার কাজ ক'রে যাও, তোমায় সেনাপতি ক'রব, মিত্ররাজ ক'রব। কি বল?"

দৃঢ়স্বরে বল্‌লাম, "না। আমি ভদ্রসন্তান, রাণীর কাছে রাজ্‌ ভক্তির শপথ নিয়েছি, তোমার কাজ ক'রতে পারব না। যদি আমার ভাল করাই তোমার ইচ্ছা হয়, আমায় ওরেনবুর্গে যেতে দাও।"

পুগাচফ্‌ ভাবতে লাগ্‌ল। বল্‌ল, "আচ্ছা যদি তোমায় ছেড়ে দিই, আমার বিরুদ্ধে লড়্‌বে না, প্রতিজ্ঞা করো।"

উত্তর দিলাম, "সে প্রতিজ্ঞা কি ক'রে করি? তুমি ত বুঝ্‌চ যা ইচ্ছা করবার স্বাধীনতা আমার নেই। যদি তারা আমাকে তোমার বিরুদ্ধে পাঠায়, না এসে উপায় নেই। তুমি নিজেই ত' একজন নেতা। তোমার অধীনে যারা কাজ করে তারা তোমার বাধ্য থাকে এটা নিশ্চয়ই তুমি চাও। যখন দরকার তারা যদি লড়াই করতে না চায়, তুমি কি ভাব্‌বে? আমার প্রাণ তোমার হাতে। যদি ছেড়ে দাও ধন্যবাদ দেব, যদি ফাঁসি দাও, ভগবান তোমার বিচার ক'রবেন। যা সত্যি তাই তোমাকে বল্‌লাম।"

আমার সরলতায় পুগাচফের মন গল্‌ল।

আমার কাঁধ চাপ্‌ড়ে সে বল্‌ল, "তাই হোক্‌। আমি কোনও কাজ আধখানা ক'রে ফেলে রাখি নে। তোমার যেখানে খুসি যাও, যা ভাল লাগে করো। কাল সকালে, যাবার আগে দেখা ক'রো। আজ শোও গে। আমরাও ঘুম পেয়েছে।"

বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে প'ড়লাম। রাত নিস্তব্ধ, কুয়াসাচ্ছন্ন।

আকাশে চাঁদ ও তারা ছিল। চাঁদের আলো বাজারের ওপর, ফাঁসিকাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্গের ভিতর অন্ধকার, নিস্তব্ধ, শুধু মদের দোকানের জানালায় আলো ছিল। সেখান থেকে রাত্রিচরদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পাদ্রীর বাড়ীর দিকে চাইলাম। সেখানে ফটক, দরজা বন্ধ—সব নীরব।

বাড়ী ফির্‌লাম। সাভেলিচ্ আমার দেরী দেখে আপন মনেই দুঃখ ক'রছিল। আমার মুক্তির খবর পেয়ে তার যে কি আনন্দ হ'ল, তা বর্ণনা করা যায় না।

দুই হাত তুলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে সে বল্‌ল, "ভোর হ'তে না হ'তে আমরা দুর্গ ছেড়ে সোজা রওনা হব। কিছু খাবার তৈরী ক'রেছি। বাছা, খেয়ে সকাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ঘুমোও গে।"

তাই করা গেল। খাবারটা বেশ তৃপ্তি ক'রে খেয়ে, খালি মেঝের ওপর শুয়ে পড়্‌লাম। দেহ মন বড়ই অবসন্ন ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদায়

মিলনের দিন কত না মধুর ছিল,
বিদায়ের কাল শতগুণ দুখ দিল। তেরাস্কফ্

ভোরবেলা ঢাকের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বাজারের মাঠে গেলাম। পুগাচফের দলবল ফাঁসিকাঠের পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে আগের দিনের নিহত দুটি প্রাণী তখনও ঝুলচে। কশাকেরা ছিল ঘোড়ার পিঠে; রাইফেল কাঁধে সৈন্যদল ছিল দাঁড়িয়ে। কয়েকটা নিশান উড়্ছিল। গুটিকত কামান গাড়ীতে চাপানো হচ্ছিল—তার ভিতরে আমাদেরটাও দেখলাম। দুর্গবাসী সবাই সেখানে বিদ্রোহী নেতার অপেক্ষায় ছিল। একজন কশাক একটি সুন্দর, সাদা কিরঘিস্ ঘোড়ার লাগাম ধ'রে কাপ্তানের বাড়ীর পৈঠার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাসিলিসা ইগরফ্নার দেহটি কোথায়, তাই খুঁজতে লাগলাম। সেটি একপাশে সরিয়ে তেরপল ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশেষে পুগাচফ্ দরজায় দেখা দিল। উপস্থিত সকলে টুপি খুলে নমস্কার ক'রল। পুগাচফ পৈঠার ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে অভিবাদন ক'রল। বুড়ো মন্ত্রীদের একজন তামার মুদ্রাভরা একটি থলে তার হাতে দিল। পুগাচফ্ মুঠে মুঠে সেগুলি ছড়াতে লাগ্ল। জনতা হৈ চৈ ক'রে তাই কুড়াতে ছুট্ল। হুটোপাটিতে অনেকে জখম হ'ল। প্রধান সর্দ্দাররা পুগাচফ্কে ঘিরে দাঁড়াল; তাদের মধ্যে সাভ্রিন ছিল। আমাদের দুজনের চোখো চোখি হ'তেই আমার বিদ্রূপ দৃষ্টি সে বুঝতে পারল।

সেও আন্তরিক বিদ্বেষে, অথচ ভাণ করা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মুখটা ফিরিয়ে নিল। ভিড়ের মধ্যে আমায় দেখে পুগাচফ্ মাথা নেড়ে আমায় এসারা ক'রল।

পুগাচফ্ বল্‌ল, "শোন ; এখ্‌খুনি ওরেনবুর্গ রওনা হও। সেখানকার শাসক ও সেনাপতিদের গিয়ে বল, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সাথে দেখা ক'রব। শিশুর মত সরলতা ও ভালবাসা নিয়ে তারা যেন আমার সাথে দেখা করে। নইলে নির্ম্মম মৃত্যুর হাত থেকে তাদের রক্ষা নেই। কুমার, তোমার যাত্রা শুভ হোক্।"

তারপরে সাভ্রিনকে দেখিয়ে সে বল্‌ল, "বাছারা ইনি তোমাদের দুর্গের নতুন নায়ক। সব বিষয়ে এঁকে মান্‌বে। ইনি দুর্গের ও দুর্গবাসীদের মঙ্গলের জন্য আমার কাছে দায়ী থাক্‌বেন।"

এই কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। সাভ্রিনকে দুর্গের কর্ত্তা করা হ'ল! মেরিয়া ইভানভ্‌না তার হাতে পড়্‌বে যে! ভগবান্, হতভাগীর কি হবে? পুগাচফ্ পৈঠা বেয়ে নীচে এল। ঘোড়াটি তার কাছে আনা হ'ল। কশাকদের সাহায্যের অপেক্ষা না করে সে একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে ব'সল। এমন সময়ে সাভেলিচ ভিড় ঠেলে এসে পুগাচফের হাতে একখানা কাগজ দিল। কি যে ব্যাপার, আমি ধারণাই ক'রতে পারলাম না।

গম্ভীর ভাবে পুগাচফ্ জিজ্ঞাসা ক'রল, "কি এ?"

সাভেলিচ বল্‌ল, "পড়ুন, তা হ'লেই বুঝবেন।"

পুগাচফ্ কাগজখানা নিয়ে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। শেষ বল্‌ল, "এত অস্পষ্ট ক'রে লেখ কেন? আমাদের এমন কাঁচা চোখেও পড়্‌তে পারছি নে। কই হে, সেক্রেটারী কোথায়?"

সার্জ্জেন্টের উর্দ্দিপরা একটি ছোক্‌রা তার কাছে দৌড়ে এল।

বিদ্রোহী নেতা তার হাতে কাগজখানা দিয়ে বল্‌ল, "চেঁচিয়ে পড়।"

পুগাচফের কাছে সাভেলিচ কি লিখেছে জান্‌তে আমার ভারি আগ্রহ হ'ল। সেক্রেটারী প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট ক'রে চেঁচিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

"ছুটি ড্রেসিংগাউন—একটা সুতোর, একটা ডোরা কাটা রেশমের, দাম ছ' রুবল।"

পুগাচফ্ ভ্রূকুটি ক'রে বল্‌ল, "তার মানে?"

সাভেলিচ শান্তভাবে উত্তর দিল, "ওকে প'ড়ে যেতে বলুন।"

সেক্রেটারী পড়্‌তে লাগ্‌ল, "মিহি সবুজ কাপড়ের একটা সামরিক পোষাক—দাম ৭ রুবল। সাদা সুতোর ইজের একজোড়া—দাম ৫ রুবল। ঝালর লাগান এক ডজন সুতি সার্ট—দাম ১০ রুবল। একটি চায়ের সেট্—দাম আড়াই রুবল।"

পুগাচফ্ বাধা দিয়ে বল্‌ল, "কি মাথামুণ্ডু লিখেছ হে? তোমার চা সেট্, ঝালর, ইজের দিয়ে আমার দরকার?"

সাভেলিচ্ গলাটা পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে বল্‌ল, "মশাই, এটি আমার মনিবের জিনিসের ফর্দ্দ। এগুলি গুণ্ডা বেটারা লুটে নিয়েচে!"

পুগাচফ্ ধমক্ দিয়ে বলল, "কোন গুণ্ডারা হে?"

সাভেলিচ বল্‌ল, "মাপ করুন, হুজুর, হঠাৎ ব'লে ফেলেছি। গুণ্ডা নয়, গুণ্ডা নয়, আপনার লোক। তারা আমাদের বাড়ী তালাস ক'রে এই সব জিনিস নিয়ে গিয়েছে। রাগ ক'রবেন না হুজুর, ঘোড়ার চারখানা পা তবুও সে হোঁচট্ খায়। ওকে শেষ অবধি পড়্‌তে বলুন।"

পুগাচফ্ বলল, "পড়ে যাও।"

সেক্রেটারী পড়তে লাগল, "সুতি বিছানার চাদর, রেশমের বালিসের অড়—দাম ৪ রুবল। খ্যাঁকশেয়ালের চামড়ার কোট—লাল আস্তর

ওয়া—দাম ৪০ রুবল। আরও একটা খরগোস চামড়ার জ্যাকেট—যা হুজুরকে সরাইয়ে দেওয়া হয়েছিল—দাম পনর রুবল।……”

পুগাচফ চেঁচিয়ে বল্‌ল, “তার পর?”

তার চোখ দিয়ে তখন আগুন ঠিক্‌রে প’ড়চে।

বলা বাহুল্য, সাভেলিচের জন্য আমার ভয় হ’ল। সে আরও কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল, পুগাচফ্‌ ধমক্‌ দিয়ে বল্‌ল,—

“বাপু, তুমি কোন্‌ সাহসে ঐ সব তুচ্ছ জিনিসের জন্য আমায় বিরক্ত করছ?” সেক্রেটারীর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে পুগাচফ সাভেলিচের মুখে ছুঁড়ে মারল। বল্‌ল, “বুড়ো বাচাল, তুমি আর তোমার মনিব যে একসাথে ফাঁসিকাঠে ঝোল’নি সেটা তোমাদের বড় ভাগ্যি—সে জন্য বাকি জীবনটুকু আমাদের মঙ্গল চিন্তায় কাটানো উচিত। খরগোস চামড়ার জ্যাকেট! সত্যি নাকি? দাঁড়াও দিচ্চি তোমাকে খরগোস চামড়ার জ্যাকেট! জীয়ন্তে তোমার ছাল ছাড়িয়ে জ্যাকেট ক’রে দিচ্চি!”

সাভেলিচ উত্তর দিল, “হুজুরের যেমন অভিরুচি। আমি ক্রীতদাস—মনিবের সম্পত্তি রক্ষার ষোলআনা দায়িত্ব আমার।”

পুগাচফ্‌ খুবই খোস মেজাজে ছিল নিশ্চয়। আর কোনও কথা না ব’লে সে ঘোড়া ফিরিয়ে ছুট্‌ল। সাব্রিন ও কশাকবৃদ্ধেরা তার পিছনে ছুট্‌ল। তার দলবল দিব্যি সুশৃঙ্খলভাবে দুর্গ থেকে বের হয়ে গেল। দুর্গবাসীরা কতকদূর তার অনুগমন ক’রল। বাজারের মাঠে রইলাম শুধু সাভেলিচ আর আমি। সাভেলিচ নিতান্ত বিরসমুখে কাগজখানা নাড়াচাড়া ক’রতে লাগল।

পুগাচফের সাথে আমার সদ্ভাব দেখে সে কিছু সুবিধা ক’রে নেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তার এই সদিচ্ছা ফলবতী হ’ল না। তার এই

রকম ভস্মে ঘি ঢালা দেখে আমি গাল দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বড্ড হাসি পেল।

সাভেলিচ বল্‌ল, "বাপু, হাসা খুব সোজা। কিন্তু জিনিসগুলি নতুন কিন্‌তে গেলে এত আহ্লাদ থাক্‌বে না।"

মেরিয়া ইভানভ্‌নাকে দেখতে পাদ্রীর বাড়ী গেলাম। পাদ্রীবৌ বড় দুঃসংবাদ দিলেন। রাত্রে মাসার জ্বর হয়েছিল। বিকারের ঘোরে সে তখনও অজ্ঞান রয়েছে। পাদ্রীবৌ তার কামরায় আমাকে নিয়ে গেলেন। আমি নিঃশব্দে বিছানার কাছে গেলাম। চেহারার পরিবর্ত্তন দেখে অবাক্ হ'লাম। সে আমায় চিন্‌তে পারল না। কিছুক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাদ্রী আর তাঁর বৌ কি বল্‌ছিলেন শুন্‌তে পাই নি—বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। দুর্ভাবনায় আমার মন অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। জিঘাংসু বিদ্রোহীদলের মধ্যে একা, অসহায়া, আশ্রয়হীনা এই মেয়েটি, আর অসহায় আমি, একথা ভাব্‌তে আমার ভয় হ'ল। সাব্রিনের চিন্তাই আমার মনে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতে লাগল। বিদ্রোহী নেতা তার হাতে দুর্গ, শাসন ক্ষমতা সবই দিয়ে গেল। সেখানেই তার হিংসার পাত্রী এই নিরপরাধা, দুখিনী মেয়েটি রয়েছে। সে ত' যা ইচ্ছা তাই করতে পারে! আমার কি কর্ত্তব্য? কি করে তার সাহায্য করি? কি করে গুণ্ডার হাত থেকে তাকে বাঁচাই? আমার হাতে একটি মাত্র উপায় ছিল। ঠিক্ করলাম তখনই ওরেন-বুর্গে গিয়ে যত শীঘ্র পারি বেলগরস্কি উদ্ধারের উপায় করব। পাদ্রী-দম্পতির কাছে বিদায় নিলাম। তাঁদের বিশেষ ক'রে বল্‌লাম মেরিয়া ইভানভ্‌নার শুশ্রূষা ক'রতে। তাকে আমার মনোনীতা স্ত্রী বলেই মনে ক'রলাম। বেচারীর হাতখানা তুলে নিয়ে চুমো খেলাম,—সেখানা চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম।

পাদ্রীবৌ বল্‌ল, "পিটর এণ্ড্রিচ, এখন বিদায়। আশা করি আবার সুসময়ে আমাদের দেখা হবে। আমাদের ভুলো না, ঘন ঘন চিঠি লিখো। তুমি ছাড়া এখন মেরিয়া ইভানভ্‌না বেচারীর সান্ত্বনা বা আশ্রয় কিছুই রইল না।"

বাজারের মাঠে এসে ফাঁসিকাঠের কাছে একটু দাঁড়ালাম। সেখানে মাথা নত করে নিঃশব্দে দুর্গ ছেড়ে ওরেনবুর্গের রাস্তা ধরলাম। সাভেলিচ আমার সাথে চল্‌ল।

নিজের ভাবে তন্ময় হয়ে চলেছি, এমন সময় পিছনে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুন্‌লাম। একজন কশাক ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। তার হাতে আর একটি বসকির ঘোড়ার লাগাম ধরা। দূর থেকে সে আমায় এসারা করল। আমি দাঁড়ালাম—একটু পরেই চিন্‌লাম আমাদের সেই সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌সিমিচ। কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দ্বিতীয় ঘোড়াটার লাগাম সে আমার হাতে দিল। বল্‌ল, "কুমার, আমাদের প্রভু এই ঘোড়াটা আর তাঁর নিজের একটা পশমের জামা তোমাকে উপহার দিয়েছেন।" (জিনের সাথে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট বাঁধা ছিল।) "তিনি আরও কিছু দিয়েছিলেন," বলে ম্যাক্‌সিমিচ্ ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌ল, "পঞ্চাশ কোপেক মুদ্রা······কিন্তু তা রাস্তায় হারিয়ে ফেলেছি। আমায় ক্ষমা করুন।"

সাভেলিচ তার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বল্‌ল, "রাস্তায় হারিয়ে ফেলেছ! তোমার বুকপকেটে ঝন্ ঝন্ করছে কি ও? তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি নেই?"

সার্জ্জেণ্ট অসঙ্কোচে বল্‌ল, "আমার বুক পকেটে ঝন্ ঝন্ করছে! বাঃ, বুড়ো তুমি ত' বেশ! ওকি কোপেক্ নাকি? ও আমার লাগাম।"

তর্কে বাধা দিয়ে বল্‌লাম, "তা হোক্ গে! যিনি এসব পাঠিয়েছেন

তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবে। ফিরে যেতে হারানো মুদ্রাকটি খুঁজে দেখো। পেলে তা দিয়ে ভোড্‌কা খাবে।”

ঘোড়া ফিরিয়ে সে বল্‌ল, “কুমার, তোমাকে বহু ধন্যবাদ। যতদিন বাঁচ্‌ব, তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ক’রব ”

এই ব’লে কোটের বুকটা এঁটে ধরে ঘোড়া ধাপে ছুটিয়ে এক মিনিটে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কোটটা পরে ঘোড়ায় চেপে বসলাম। সাভেলিচকে পিছনে বসিয়ে নিলাম।

বুড়ো বলল, “দেখলে বাছা, আমি যে ডাকাত বেটার কাছে আরজি করেছিলাম তা বৃথা হয় নি। চোরের বিবেকে সেটা ঘা দিয়েচে। এই ঢ্যাঙা বসকির ঘোড়া আর ভেড়ার চামড়াটার দাম যা চুরি গেছে তার অর্দ্ধেকও হবে না। তবুও ত’ এ কাজে লাগবে। জংলা কুকুরের এক গোছা লোম ছিঁড়ে নিতে পারলেও লাভ আছে। এ যেন উকোর গায়ে জোঁক লাগা।”

দশম পরিচ্ছেদ

অবরোধ

পাহাড়ে, প্রান্তরে বেঁধেছে শিবির সে,
নগরে নগরে আগুনের শিখা জ্বেলেছে।
উল্কার মত ক্ষিপ্র ত্বরিত গতিতে
গ্রাম জনপদ দহন করিয়া চলেছে।

ওরেনবুর্গের কাছে এসে একদল কয়েদীর সাথে দেখা হল। তাদের মাথা নেড়া, মুখে লোহাপোড়া দাগ, চেহারা দেখে ভয় হয়। দুর্গের ফৌজের তত্ত্বাবধানে তারা দুর্গ প্রাচীরে কাজ করছিল। পরিখা আবর্জ্জনায় ভরাট হয়ে ছিল ; কতক লোক সেইগুলি তুলে পিঁপেয় ভরে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, জনকতক খুঁড়ছিল। মিস্ত্রীরা ইট বয়ে নিয়ে দুর্গপ্রাচীর মেরামত করছিল। ফটকে পাহারা আমাদের গতিরোধ করল, তারা ছাড়পত্র দেখতে চায়। তাদের সার্জ্জেণ্ট যখন শুনল আমি বেলগরস্কি দুর্গ থেকে আস্‌চি তখন সে আমায় সোজা সেনাপতির বাড়ীতে নিয়ে গেল।

সেনাপতিকে তাঁর বাগানের ভিতরে পেলাম। শরতের দীর্ঘশ্বাসে নিস্পত্র আপেল গাছগুলি তিনি বেশ মন দিয়ে দেখছিলেন। একজন মালি যত্ন করে গাছগুলোর গায়ে শুক্‌নো খড় জড়িয়ে দিচ্ছিল। সেনাপতির মুখে দিব্যি স্বাস্থ্য, সরলতা ও নিশ্চিন্ততার ছাপ। আমাকে দেখে তিনি খুসি হলেন। যে সব ভীষণ ঘটনা আমি দেখেছি, তাই জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন। আমি সব বললাম, বুড়ো গাছ ছাঁটতে ছাঁটতে আমার কথা শুনতে লাগলেন।

আমার দুঃখের কথা শেষ হ'লে সেনাপতি বললেন, "আহা মিরনফ বেচারা! তার জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হচ্চে; সে বীর ছিল বটে। আর মিরনফের স্ত্রী অতি ভাল মেয়ে; কেমন সুন্দর ব্যাঙের ছাতার মোরব্বা ক'রত। ভাল, মাসার খবর কি, সেই যে কাপ্তানের মেয়েটি?"

বল্লাম, "সে দুর্গেই রইল, পাদ্রীবৌএর তত্ত্বাবধানে।"

সেনাপতি, "তাইত, তাইত! সেটা ত' ঠিক্ হ'ল না। বদমায়েসগুলোর ত সংযম বলে কিছু নেই। হতভাগী মেয়েটার কি হবে?"

উত্তর দিলাম, "বেলগরস্কি দুর্গ ত' বেশী দূর নয়; আপনি সকালেই নিশ্চয় সৈন্য পাঠিয়ে অসহায় দুর্গবাসীদের বাঁচাবেন।"

সেনাপতি অনিশ্চয়ের ভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন, "দেখা যাক্, দেখা যাক্। সে বিষয়ে কথা বলবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। চল, একটু চা খাবে। লড়াইএর কথা আলোচনা করবার জন্য আজ সবাইকে ডাকাচ্চি। তুমি সয়তান পুগাচফ ও তার সৈন্যদের বিষয়ে খাঁটি খবর দিতে পারবে। আপাততঃ যাও, বিশ্রাম করগে।"

আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় ফিরলাম। সাভেলিচ আগেই গিয়ে তৈজসপত্র গুছিয়ে রাখছিল। উদ্বিগ্নভাবে সমর সভার অপেক্ষায় রইলাম। পাঠক বুঝ্তেই পারছেন যে আমি ঐ সভায় না গিয়ে পারি নাই। সভার নির্দ্দেশের ওপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছিল।

যথা সময়ে সেনাপতির বাড়ী গেলাম। একজন কর্ম্মচারীর সাথে দেখা হ'ল, সে শুল্ক বিভাগের কর্ত্তা হবে। যতদূর মনে পড়ে, বেশ মোটা বুড়ো লোকটি, গালদুটি গোলাপের মত লালচে, পরনে কিংখাবের কোট। ইভান কুজমিচের মৃত্যুর কথা সে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রতে

লাগল। দুজনায় কি সম্বন্ধে ছিল। মাঝে মাঝে জেরা ক'রে সে আমার গল্পে বাধা দিচ্ছিল; এমন মত দিচ্ছিল যাতে তার যুদ্ধে অভিজ্ঞতা না থাক্, উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা এসে পড়লেন। সবাই বসলে এবং চায়ের পেয়ালা হাতে হাতে দেওয়া হ'লে সেনাপতি সভার উদ্দেশ্যটা সবাইকে সরলভাবে বুঝিয়ে বললেন।

"ভদ্রগণ, বিদ্রোহীদের সাথে আমাদের কি ভাবে লড়্‌তে হবে সেইটাই এখন বিবেচ্য। আমরা আক্রমণ ক'রব, না আত্মরক্ষা ক'রব? সুবিধা অসুবিধা উভয় পথেই আছে। আক্রমণে অল্প সময়ে শত্রু নিপাতের আশা থাকে বেশী। কিন্তু আত্মরক্ষাই নিরাপদ পন্থা, তাতে বিপদের ভয় কম।...সুতরাং আসুন ভোট নেওয়া যাক্। যারা ফৌজের কাজে সবে ঢুকেচে তাদের মত নিয়েই সুরু করা যাক্।" আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "এনসাইন, তোমার মত দাও।"

আমি উঠে পুগাচফ ও তার অনুচরদের সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা ব'লে মত দিলাম যে শিক্ষিত সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াবার মত বল পুগাচফের নেই।

বুঝলাম আমার মত কর্ম্মচারীদের পছন্দ হ'ল না। তাঁরা এতে যৌবনের স্পর্দ্ধা ও অবিবেচনার পরিচয় পেলেন। গুণ্‌গুণ্‌ শব্দ হতে লাগল, কে একজন চাপা গলায় বল্‌ল "অনাড়ী।"

সেনাপতি আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "এনসাইন, সমর সভার প্রথম ভোট প্রায়ই আক্রমণের পক্ষে হয়। হওয়াই উচিত। এইবারে আরও ভোট নেওয়া যাক্। শিক্ষাপরিষদের সভ্যের কি মত?"

কিংখাবের কোটপরা ছোট্ট বুড়োটি তাঁর তৃতীয় পেয়ালা চা এক চুমুকে খালি ক'রে, এবং "রম" নামক সুরার মাহাত্ম্যে সরস হয়ে

সেনাপতিকে বললেন, "সেনাপতি, আমার মনে হয় আক্রমণ কিম্বা আত্মরক্ষা কিছুরই আমাদের দরকার নেই।"

বিস্ময়ে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম, মশাই? কোনও তৃতীয় কৌশল ত' সম্ভব নয়। হয় আক্রমণ, নয় আত্মরক্ষা ক'রতে হবে।"

"সেনাপতি, আপনি ঘুসের পন্থা অবলম্বন করুন।"

"হাঃ হাঃ হাঃ, আপনার পরামর্শই কাজে খাটাব। গুটি সত্তর কি একশ রুবল খরচ করা যেতে পারে—বদমায়েসের মাথার দাম। টাকাটা গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে দেওয়া যাবে।"

শুল্ক বিভাগের কর্ত্তা বললেন, "এই নীতি খাটালে চোরের দল যদি তাদের সর্দ্দারকে হাত পা বেঁধে আমাদের হাতে না দিয়ে যায় তবে আমাকে সভ্য শিক্ষিত, না ব'লে কিরঘিস্ ভেড়া বলবেন!"

সেনাপতি। "আচ্ছা, এটা আর একবার ভেবে দেখা যাবে এখন। কিন্তু তা ছাড়াও সামরিক কৌশল খাটাতে হবে। ভদ্রগণ, আপনারা রীতিমত ভোট দিন।"

সবার মত হ'ল আমার উল্টা। কর্ম্মচারীরা বল্‌ল, সৈন্যদলকে বিশ্বাস করা চলে না, ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা, সাবধান থাকাই ভাল ইত্যাদি। সুতরাং শক্ত দুর্গপ্রাচীরের আড়ালে কামান নিয়ে বসে থাকা, বাহিরে বেরিয়ে লড়াই করার চেয়ে ভালো।

সব শেষে সেনাপতি পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললেন:—

"ভদ্রগণ, স্বীকার করতেই হবে যে আমার মত এই এনসাইনের সাথে একেবারে মিলে যায়। কারণ সেইটি শ্রেষ্ঠ সমরনীতি সঙ্গত।"

সেনাপতি আবার পাইপ ভরতে সুরু করলেন। আমার বুক ফুলে উঠ্‌ল। কর্ম্মচারীদের দিকে সগর্ব্বে চাইলাম। তাদের মুখে বিরক্তি ও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল।

তারপরে, দম ফেলে, হুস্ করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সেনাপতি আবার বললেন, "কিন্তু ভদ্রগণ, এতবড় গুরু দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিতে নারাজ। বিশেষতঃ, মহারাণী যে আমাকে এই প্রদেশের শান্তিরক্ষার ভার দিয়েছেন, তাই করা দায় হয়ে পড়েছে। সুতরাং আমি বেশী সভ্যের মতই মেনে নিচ্চি—যাঁরা দুর্গের ভিতর থেকে লড়াইএর পক্ষপাতী। আমরা কামান দেগে, কখনও বা হঠাৎ আক্রমণ ক'রে শত্রুদের বিধ্বস্ত করবো।"

এইবার কর্ম্মচারীরা আমার দিকে বিদ্রূপের কটাক্ষ করল। সভা শেষ হল। বুড়ো সেনাপতির এই দুর্ব্বলতা দেখে দুঃখিত হলাম। লোকটি জেনে শুনে কতকগুলি অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ লোকের মতে সায় দিলেন।

এই স্মরণীয় সভার কয়েকদিন পরে আমরা খবর পেলাম পুগাচফ তার কথামত ওরেনবুর্গের দিকে আস্‌চে। সহরের প্রাচীরে চড়ে আমি বিদ্রোহী সৈন্য দেখ্‌তে লাগলাম। মনে হল তারা আগের চেয়ে দশগুণ বেড়েচে। যে সব ছোট দুর্গ হাতে পড়েছিল সেখানকার কামানগুলিও এইবার সঙ্গে এনেছে। সভার নির্দ্দেশ মনে পড়ল। বোধ হল, দীর্ঘকাল অবরোধ ভোগ করতে হবে। বিরক্তিতে কান্না পেতে লাগ্‌ল।

ওরেনবুর্গ অবরোধের বর্ণনা আর করব না। সেটা ইতিহাসের বিষয়, পারিবারিক বিবরণ নয়। শুধু এইটুকু বলা দরকার যে স্থানীয় কর্ম্মচারীদের শৈথিল্যে অবরোধটা নগরবাসীদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ল। তারা দুর্ভিক্ষ, রোগ ইত্যাদি ভোগ করতে লাগল। উঠানে কামানের গোলা পড়া অভ্যাস হয়ে গেল। শেষে পুগাচফের আক্রমণে লোকে আর তেমন চঞ্চল হত না।

আমি বসে বসে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লাম। দিন যায়; বেলগরস্কি

দুর্গ থেকে কোনই চিঠি পাই না। সব রাস্তা বন্ধ। মেরিয়া ইভানভ্নার বিরহ আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠ্ল। তার ভাগ্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আমার দুশ্চিন্তার কারণ হল। মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে বের হয়ে শত্রুদের আক্রমণ করাই ছিল আমার একমাত্র আমোদ। পুগাচফ্‌কে ধন্যবাদ, আমার ঘোড়াটা ভালই হয়েছিল। খাবার যতটুকু পেতাম দুজনে ভাগ করে খেতাম। তারই পিঠে চড়ে পুগাচফের সৈন্যদের সাথে গুলিবদল করতাম। এইসব আক্রমণে সুবিধা হত শত্রুদের, কারণ তারা খাবার ও পানীয় যথেষ্টই পেত। তাদের ঘোড়াগুলিও ছিল খুব ভাল। দুর্গের দুর্ভিক্ষপীড়িত সোয়ারেরা তাদের সাথে পেরে উঠত না। আমাদের নিরন্ন পদাতিকরাও মাঝে মাঝে যুদ্ধে নাম্‌ত, কিন্তু প্রান্তরে পুরু বরফের মধ্যে সোয়ারদের বিরুদ্ধে এঁটে উঠ্‌তে পারত না। দুর্গপ্রাচীরে কামানের, গর্জ্জন হত, কিন্তু মাঠে বরফের ভিতরে সেগুলি অচল হয়ে পড়্‌ত—অনাহারে শীর্ণ ঘোড়া তা টেনে নড়াতে পারত না। এই ছিল আমাদের সমরকৌশল, আর এই ছিল ওরেনবুর্গের কর্ম্মচারীদের সতর্কতা।

একদিন বড় একদল শত্রুকে হারিয়ে দেওয়া গেল। তারা ছড়িয়ে প'ড়ল। একজন কশাক পিছনে পড়ে ছিল, আমি তাকে ধরলাম। তারা মাথা কেটে ফেলব বলে তুর্কি তলোয়ারখানা তুলেছি, অম্নি সে টুপিটা খুলে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "নমস্কার পিটর এণ্ড্রিচ, কেমন আছো ?"

তার দিকে চেয়েই চিন্‌লাম, সে আমাদের কশাক সার্জ্জেণ্ট। খুব আনন্দ হ'ল ; বললাম, "কেমন আছ, ম্যাক্সিমিচ ? দু'এক দিনের মধ্যে বেলগরস্কি গিয়েছিলে কি ?"

"হাঁ, কাল গিয়েছিলাম ; তোমার একখানা চিঠি আছে।"

বল্‌লাম, "কই, দাও।" আমার মুখচোখ দিয়ে আগুন ছুট্‌ল।

কোটের বুক পকেট থেকে একখানা কাগজ নিয়ে ম্যাক্‌সিমিচ বল্‌ল, “এই যে এখানে। আমি পালাসাকে কথা দিয়েছিলাম, যা ক’রে হোক এখানা তোমায় পৌঁছে দেব।”

ভাঁজকরা কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। চিঠিখানা খুলে প’ড়লাম। আমার বুক কাঁপতে লাগল। চিঠির মর্ম্ম এই :—

ভগবানের ইচ্ছায় আমি বাপ, মা দুইই এক সাথে হারিয়েছি। পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। জানি, তুমি আমার শুভার্থী এবং সর্ব্বদাই লোকের সাহায্য করতে উন্মুখ। আমার ইচ্ছা, চিঠিখানা তুমি পাও। ম্যাক্‌সিমিচ কথা দিয়েছে; এটা তোমাকে পৌঁছে দেবে। পালাসা ম্যাক্‌সিমিচের কাছে শুনেছে, সে তোমাদের আক্রমণের সময়ে প্রায় তোমাকে দেখে। তখন তুমি নাকি নিজের কথা মোটেই ভাবো না, আর যারা চোখের জল ফেলে তোমার মঙ্গল কামনা করে তাদের কথাও ভাবো না। আমি অনেক দিন অসুস্থ ছিলাম। যখন ভাল হ’লাম, সাব্রিন—আমার বাবার বদলে যে এখন দুর্গের কর্ত্তা হয়েছে—জোর ক’রে পাদ্রী জেরাসিমের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিল, পুগাচফকে ব’লে দেবে এই ভয় দেখিয়ে। বল্‌ছে, আমায় জোর ক’রে বিয়ে কর্‌বে। বলে, সেই আমায় বাঁচিয়েছে, কারণ পাদ্রীবৌ যখন বলেছিল, ‘মেয়েটি আমার ভাইঝি’, তখন সে সত্য কথাটা খুলে বলে নি। আমি নিজের বাড়ীতে বন্দিনী। সাব্রিনকে বিয়ে করার চেয়ে আমার মরাই ভাল। সে বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করে। ভয় দেখায়, তাকে বিয়ে না ক’রলে আমায় পুগাচফের হাতে ধরিয়ে দেবে। আমি সময় চেয়েছি, তাই সে তিন দিন সময় দিয়েচে। তারপরে যদি তাকে বিয়ে না করি, সে আমায় কোনই

অনুগ্রহ দেখাবে না। পিটর এণ্ড্রিচ, তুমিই আমার একমাত্র রক্ষক; আমার এই দুর্দ্দিনে সাহায্য কর। সেনাপতি ও অন্যান্য নায়কদের বুঝিয়ে বল, তাঁরা যেন অবিলম্বে আমাদের উদ্ধারের জন্য একদল সৈন্য পাঠান। সম্ভব হ'লে তুমিও এস।

একান্ত বিনীতা,

অনাথা মেরিয়া মিরনফ।

চিঠি প'ড়ে পাগলের মত হয়ে গেলাম। ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে যত শীগ্‌গির পারি দুর্গে ফিরলাম। কি ক'রে মেয়েটিকে বাঁচান যায়, সেই চিন্তা ক'রতে লাগলাম। ভেবে কূল পেলাম না। দুর্গে পৌঁছেই সেনাপতির বাড়ীর দিকে ছুটলাম—এবং সিধা তাঁর বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেলাম।

সেনাপতি পাইপমুখে ঘরের ভিতরে পায়চারি ক'রছিলেন। আমাকে ঢুকতে দেখে থামলেন। আমার চেহারা দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ব্যাপার কি ?"

বল্‌লাম, "সেনাপতি, আমি পিতার মত আপনাকে শ্রদ্ধা করি; ভগবানের দোহাই, আমার আবেদন অগ্রাহ্য ক'রবেন না। আমার সমস্ত জীবনের সুখ এরই ওপর নির্ভর ক'রছে।"

অবাক হয়ে বুড়ো জিজ্ঞাসা ক'রলেন "কি হয়েছে, বাছা ? তোমার জন্য আমি কি করতে পারি, বল।"

"সেনাপতি, আমায় একদল সৈন্য আর পঞ্চাশটি কশাক দিন; আর আদেশ দিন বেলগরস্কি দুর্গ ফের দখল করি।"

বৃদ্ধ একটু নিবিষ্টভাবে আমার দিকে চাইলেন, বোধ হয় ভেবেছিলেন, আমার মাথা খারাপ হয়েছে—তাঁর ধারণা খুব ভুল নয়।

অবশেষে তিনি বল্‌লেন—"তুমি কেমন ক'রে বেলগরস্কি দখল ক'রতে চাও ?"

সাগ্রহে বল্‌লাম "আমি কথা দিচ্ছি, দখল ক'রব, আপনি শুধু অনুমতি দিন।"

তিনি মাথা নেড়ে বল্‌লেন "না হে ছোক্‌রা, অতদূরে শত্রু তোমার ফিরবার পথ বন্ধ ক'রে তোমায় পিষে ফেলবে। একবার যদি পথ বন্ধ করে………"

আমার ভয় হ'ল যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু ক'রবেন। সুতরাং তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্‌লাম "কাপ্তান মিরনফের মেয়ে আমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন, সাহায্য ভিক্ষা করে। সাব্রিন তাঁকে জোর করে বিয়ে ক'রতে চায়।"

"সত্যি ? সাব্রিন ভয়ানক সয়তান; আমার হাতে পড়্‌লে তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোর্ট মার্শাল ক'রে দুর্গের প্রাচারের ওপরে গুলি ক'রে মার্‌ব। কিন্তু ততদিন ধৈর্য্য রাখতে হবে।"

ভাবলাম "ধৈর্য্য রাখতে হবে!" বল্‌লাম "এর মধ্যে সে যে মাসাকে বিয়ে করে ফেল্‌বে!"

সেনাপতি। "সেটা তত খারাপ হবে না। কিছুদিন বরঞ্চ তার সাব্রিনের স্ত্রী হয়ে থাকাই ভাল। আপাততঃ সেই মাসার তত্ত্ব নেবে। পরে তাকে গুলি করে মার্‌লে, ভগবানের ইচ্ছায় অনেক বর জুট্‌বে। সুন্দরী বিধবারা বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে না—তাদের বর কুমারীদের চেয়ে তাড়াতাড়ি জোটে।"

রেগে বল্‌লাম "সাব্রিনের হাতে তাকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে বরং প্রাণ দেবো।"

বুড়ো বল্‌লেন "ওহো, এইবারে বুঝ্‌লাম। বোঝা যাচ্চে তুমি

মাসার প্রেমে প'ড়েচ। সে আলাদা কথা। তাইত হে হতভাগা ছোক্‌রা! কিন্তু যাই হোক, আমি তোমায় সৈন্য দিতে পারি নে। এ রকম অভিযান যুক্তিসঙ্গত হবে না। এর দায়িত্ব নিতে আমি নারাজ।"

আমার মাথা হেট হ'ল। বুঝলাম কোনই আশা নেই। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় খেল্‌ল। সেকেলে ঔপন্যাসিকদের কথায় বল্‌ছি—পরের পরিচ্ছেদে পাঠক জানতে পারবেন, সেটা কি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিদ্রোহী শিবিরে

'সিংহ তখন আহার শেষ ক'রেছে ;
জিঘাংসু হ'লেও সে জিজ্ঞাসা ক'রল,
'আমার বিবরে তুমি কেন এসেছ ?" সুমারোকফ।

সেনাপতির কাছে বিদায় নিয়ে তখনই বাড়ী ফিরলাম। সাভেলিচ মামুলি উপদেশের ঝুড়ি খুলে ব'সল।

"তুমি ঐ নেশাখোর লুঠেদের সাথে হাঁমেষা কেন লড়্তে যাও বাপু ? ও ত' ভদ্দর লোকের কাজ নয়। কোন দিন বা অকারণে প্রাণটা যাবে। তুর্কি বা সুইড্ হ'লেও বা হ'ত—ও বেটাদের নাম ক'রতে নেই।"

বল্লাম, "থামো। দেখ আমাদের কত টাকা আছে।"

সে হাসিমুখে বল্ল, "ঢের আছে। বেটারা সব জায়গা খুঁজেছিল। আমি টাকাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাই বেঁচেছে।" এই বলে সে পকেট থেকে টাকা ভরা একটা বোনা থলে বের ক'রল।

বল্লাম, "বেশ, ওর অর্দ্ধেক আমায় দাও, বাকি তুমি নিজে নাও। আমি বেলগরস্কি দুর্গে যাচ্চি।"

দরদী বুড়ো কাঁপা গলায় বল্ল, "ভাই পেট্রুসা, তুমি বল কি ? বদমায়েসগুলো চারদিক ছেয়ে রয়েচে। কি করে যাবে তুমি ? নিজের প্রাণের মায়া নাই থাকুক, অন্ততঃ বাপমায়ের কথা ভাবা উচিত। কেন যাবে ? সবুর কর না, ফৌজ এসে ডাকাতদের ধ'রে ফেলুক, তখন যেখানে ইচ্ছা যেয়ো।"

আমার প্রতিজ্ঞা অটল রইল।

বল্‌লাম, "তর্ক বৃথা। আমাকে যেতেই হবে। দুঃখ ক'রো না, সাভেলিচ। ভগবানের দয়া থাক্‌লে আবার দেখা হবে। বেশী কৃপণতা করো না। তোমার যা দরকার কিন্‌বে—তিনগুণ দাম দিয়েও। ঐ টাকাটা আমি তোমায় বকশিস্ দিচ্চি। যদি তিন দিনে না ফিরি......"

সাভেলিচ বল্‌ল, "কি ভাই, তুমি ভাবচ একা যাবে? তা স্বপ্নেও ভেবো না। তুমি যেখানে যাবে ঠিক্ করেছ, আমিও সেখানে যাব। হেঁটে যেতে হলেও যাব। তোমায় ছেড়ে নিরাপদে ঘরের কোণে রইব? এখনও আমার মতিভ্রম হয় নি।"

সাভেলিচের সাথে তর্ক করা বৃথা। সুতরাং তাকে যাত্রার জন্য তৈরী হ'তে বল্‌লাম। আধঘণ্টা পরে আমি ভাল ঘোড়াটায় চাপলাম, সাভেলিচ চড়ল একটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত, খোঁড়া টাটুর পিঠে। সেটা একজন প্রতিবেশী না খাওয়াতে পেরে তাকে দিয়েছিল। আমরা দুর্গের ফটক পর্য্যন্ত গেলাম। পাহারা আমাদের কোনও বাধা দিল না, ওরেনবুর্গ ছাড়া গেল।

তখন গোধূলি। রাস্তা গিয়েছে বার্‌দার ভিতর দিয়ে—সেটা তখন পুগাচফের দখলে। বড় রাস্তাটি বরফে ঢাকা প'ড়েছিল; কিন্তু সারা মাঠে ঘোড়ার খুরের দাগ ছিল। সেগুলি রোজ নতুন ক'রে পড়্‌ত। আমি কদমে যাচ্ছিলাম, সাভেলিচ আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে না পেরে কেবল চেঁচাচ্ছিল—

"অত তাড়াতাড়ি নয় ভাই। ভগবানের দোহাই, অত তাড়াতাড়ি চ'লো না। তোমার ঐ ঢ্যাঙা ঘোড়াটার সাথে আমার এই খোঁড়া টাটু চল্‌তে পার্‌বে কেন? এত তাড়াতাড়ি কি ভাই? চলেছি ত' নিশ্চিত মরণের দিকে—তা এত তাড়াতাড়ি কেন ভাই? হায় পিটর্ এণ্ড্রিচ, তোমার বরাতে অনেক কষ্ট আছে।"

শীগ্‌গিরই বার্‌দার আলো চোখে পড়ল। যে সব ছোট পাহাড়ে নদীর শুক্‌নো খাত এই সব গাঁয়ের স্বাভাবিক পরিখার মত, সেই পর্য্যন্ত এলাম। সাভেলিচ আমরা পিছনে বক্‌তে বক্‌তে চলেছে। গ্রামটা ঘুরে যাব ভেবেছিলাম। হঠাৎ গোধূলির ক্ষীণ আলোয় দেখ্‌তে পেলাম, পাঁচজন চাষা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এরা পুগাচফের বাহিনীর অগ্রদূত। তারা সামরিক সঙ্কেত করল—উত্তর জানি না, তাই পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তারা ঘিরে ফেল্‌ল। একজন আমার ঘোড়ার রাস চেপে ধরল। আমি তলোয়ার খুলে তার মাথায় চোপ মার্‌লাম। টুপি থাকায় মাথা বাঁচল, কিন্তু লোকটা চোট খেয়ে পড়ে গেল। আর সবাই ভয় পেয়ে চোঁচা দৌড়ে পালাল। সেই সুযোগে ঘোড়ার পেটে ঘা মেরে আমি ধাপে ছুট্‌লাম। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমি বাঁচতে পারতাম, কিন্তু ফিরে দেখ্‌তে পেলাম, সাভেলিচ পিছনে নেই। সেই খোঁড়া টাটুর পিঠে ডাকাতদের হাত এড়িয়ে বুড়ো আস্‌তে পারে নি। কি করি? কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে যখন বুঝলাম বুড়ো সত্যিই আট্‌কা পড়েচে, তখন আবার ফির্‌লাম।

সেই নদীর শুক্‌নো খাতের কাছে পৌঁছে গোলমাল শুন্‌তে পেলাম। সাভেলিচের গলাও শোনা যাচ্ছিল। ঘোড়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়ে ফের সেই চাষার দলের মধ্যে এসে পড়লাম। তারা বুড়োকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে বাঁধবার যোগাড় করছিল। আমি ফিরে আসায় তারা খুসি হয়ে, চীৎকার ক'রে আমার দিকে ছুট্‌ল। আমায় ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে তাদের মোড়ল বলল, "চল আমাদের রাজার কাছে। রাজা বিচার ক'রবেন তোমার এখনই ফাঁসি হবে, কি কাল সকালে।"

সাভেলিচ বা আমি আর কোনও বাধা দিলাম না। তারা আমাদের নিয়ে চল্‌ল।

খাত পার হয়ে গাঁয়ে ঢোকা গেল। সব জানালাতেই আলো জ্বল্‌ছিল। রাস্তায় অনেক লোকের সাথে দেখা হ'ল। কিন্তু অন্ধকারে কেউ আমাদের লক্ষ্য ক'রল না, বা ওরেনবুর্গের কর্ম্মচারী ব'লে চিনতে পারল না। রাস্তার চৌমাথায় একখানা কুটিরের সম্মুখে আমাদের নিয়ে গেল। ফটকে দুটি কামান বসান ছিল। একজন বল্‌ল, "রাজা এখানে আছেন, আমি খবর দিচ্ছি।"

লোকটা ভিতরে গেল। সাভেলিচের দিকে চাইলাম—সে ভগবানের নাম ক'রছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর চাষা ফিরে এসে বল্‌ল, "ভিতরে এস, প্রভু বল্‌লেন তিনি তোমাকে দেখ্‌বেন।"

ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। দুটি মোমবাতি জ্বল্‌ছিল। ঘরের দেয়াল সোণালি কাগজে ঢাকা; অন্যান্য আস্‌বাব সাধারণ কুঁড়ে ঘরে যেমন হয়। পুগাচফ একটি লাল কোট ও লম্বা টুপি প'রে যীশুমূর্ত্তির নীচে কোমরে হাত দিয়ে ব'সে ছিল। তার কয়েকটি সহচর বিনীতভাবে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরেনবুর্গ থেকে কর্ম্মচারী আসার সংবাদে তারা ব্যস্ত হয়ে অভ্যর্থনার যোগাড় করেছিল। পুগাচফ্ আমায় দেখেই চিন্‌তে পার্‌ল। সে শান্তভাবে বল্‌ল, "আ! এই যে তুমি! কেমন আছো? এখানে কেন এসেচ?"

বল্‌লাম, "নিজের কাজে যাচ্ছিলাম, তোমার লোকে আমায় ধ'রে রেখেছে।"

"কি তোমার কাজ?"

কি বল্‌ব ভেবে পেলাম না। পুগাচফ ভাবল আমি অত লোকের সাম্‌নে কিছু বল্‌তে নারাজ। বন্ধুদের ঘরের বাহিরে যেতে বল্‌ল। সবাই গেল, দুজন ন'ড়ল না।

পুগাচফ্ বলল, "এদের সাম্‌নে সব বল্‌তে পার; এদের কাছে আমার কিছুই গোপন নেই।"

বিদ্রোহী নেতার বন্ধুদুটিকে একবার দেখে নিলাম। একজন বেঁটে, কুঁজো, বুড়ো; গায়ে মেটে রঙের কোট, ঘাড়ের ওপর একটি নীল ফিতে। আর কোন বিশেষত্ব ছিল না। দ্বিতীয় লোকটিকে কখনো ভুল্‌ব না। সে যেমন ঢ্যাঙা, তেম্নি মোটা, তেম্নি চওড়া তার ঘাড়। বয়স বছর ৪৫ হবে। ঘন লাল দাড়ী, ঝক্‌ঝকে চোখ দুটি, মোটা নিরেট নাক, কপালে ও গালে লাল দাগ; মুখখানা ভয়ানক। তার পরণে ছিল লাল সার্ট, কিরঘিস্ গাউন, কশাক ইজের। পরে শুনেছিলাম, প্রথম লোকটি পলাতক কর্পোরাল বরডফ্; দ্বিতীয়টির নাম লোপুসা, সাইবেরিয়ার খনি থেকে তিনবার পলাতক দাগী। আমি নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিলাম—পুগাচফের কথায় জ্ঞান হ'ল :—

"এইবারে বল, কি উদ্দেশ্যে ওরেনবুর্গ ছেড়ে এসেচ।"

মাথায় একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপ্‌ল। মনে হ'ল, ভগবান্ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই আবার পুগাচফের কাছে নিয়ে এসেছেন।

কোনও ইতস্ততঃ না করে সোজা উত্তর দিলাম, "বেলগরস্কি দুর্গে একটি অনাথা বালিকাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম। সেখানে তার ওপর ভয়ানক অত্যাচার হচ্চে।"

পুগাচফের সেই বড় বড় চোখদুটি জ্বলে উঠ্‌ল। সে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "আমার লোকের মধ্যে এমন দুঃসাহস কার যে আনাথার উপর অত্যাচার করে? যতই সেয়ানা হোক্ না, আমার হাতে তার রক্ষা নেই। বল, কে এই অপরাধী?"

উত্তর দিলাম, "সাব্রিন। যে মেয়েটিকে তুমি পাদ্রীর বাড়ীতে পীড়িত দেখেছিলে সাব্রিন তাকে ঘরে কুলুপ দিয়ে আট্‌কে রেখেছে, আর তাকে জোর করে বিয়ে করতে চাইছে।"

পুগাচফ্ ভ্রূকুটি করে বল্‌ল, "বটে! সাব্রিনকে আমি শিক্ষা

দিচ্ছি। আইন হাতে নিয়ে লোককে জ্বালাতন করার ফল আমি তাকে বুঝিয়ে দিচ্চি। তাকে আমি ফাঁসি দেব।"

লোপুসা ভাঙা গলায় বল্‌ল, "আমি একটি কথা বল্‌তে চাই। তুমি সাব্রিনকে দুর্গের নায়ক ক'রে দিলে, আবার হঠাৎ তাকে ফাঁসি দিতে চাও। ভদ্দর লোককে কশাকদের নায়ক করে তাদের ক্ষেপিয়ে রেখেছ; আবার সামান্য অপরাধে তাকে ফাঁসি দিয়ে ভদ্র সম্প্রদায়কে উত্যক্ত করো না।"

নীলফিতেওয়ালা বুড়ো বলল, ওদের দরদ্ দেখান বা উপকার করা দুইই ভুল। সাব্রিনকে ফাঁসি দাও, কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এই কর্ম্মচারীটিকে বেশ করে জেরা করা দরকার। যদি এ তোমাকে নেতা বলে না মানে তোমার কাছে তার বিচার প্রার্থনা করা উচিত নয়। যদি মেনেই থাকে, এতদিন 'ওরেনবুর্গে তোমার' শত্রুদের সাথে কেন ছিল? অনুমতি দাও, একে একটা সম্মানের আসনে বসিয়ে, নীচে আগুন জ্বেলে জেরা ক'রে দেখি।"

এই বুড়ো সয়তানের যুক্তি আমার খুব সঙ্গত মনে হ'ল। কার হাতে প'ড়েছি মনে ক'রতে আমার গা শিউরে উঠ্‌ল। পুগাচফ্ বুঝল আমি ভয় পেয়েচি।

চোখ টিপে আমায় বল্‌ল, "কেমন হুজুর? আমার সেনাপতি খুব সঙ্গত কথা ব'লেছে। তোমার কি মনে হয়?"

পুগাচফের তামাসায় আমার সাহস ফিরে এল। আমি বল্‌লাম, "আমি সম্পূর্ণ তোমার হাতে। তুমি যা ইচ্ছে ক'রতে পার।"

পুগাচফ বল্‌ল "বেশ। এখন বলো, দুর্গে তোমাদের দিন কেমন যাচ্ছে।"

উত্তর দিলাম, "ভগবানকে ধন্যবাদ, দিন ভালই যাচ্ছে।"

পুগাচফ। "বেশ যাচ্ছে, আর লোকে না খেয়ে বেশ মরছে, নয়?"

পুগাচফ্ ঠিক্ ধরেছিল। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য ব'লে আমি "ও সব ফাঁকা গুজব। ওরেনবুর্গে প্রচুর খাবার আছে।"

বুড়ো বল্ল, "দেখ্ছ, এ তোমার চোখের উপর তোমাকে ঠকাচ্চে। সব পলাতক সমস্বরে বল্ছে, ওরেনবুর্গে দুর্ভিক্ষ, মড়ক লেগেই আছে। লোকে মরা জন্তুগুলো অতি উপাদেয় খাবার মনে করে খাচ্চে। আর হুজুর বলছেন, তাদের প্রচুর খাবার আছে। যদি সাব্রিনকে ফাঁসি দাও, সেই কাঠে একেও ঝুলিয়ে দিলে তবে দুজনার প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে।"

হতভাগা বুড়োর কথায় যেন পুগাচফের টনক ন'ড়ল। সৌভাগ্যক্রমে লোপুসা তার প্রতিবাদ ক'রল।

সে বল্ল, "এস নাউমিচ, তুমি যে সব সময়ে মারমুখো হয়ে আছ। এদিকে নিজের ত' মানুষের হাল নেই, কোনও রকমে ধড়ে প্রাণটা ধুক্ ধুক্ কর্ছে। তোমার এক পা রথে, তবুও পরকে মারবার সাধ ষোল আনাই র'য়েছে। হাত যা লাল হয়েছে তাতেও প্রাণ খুসি হয় নি!"

বরডফ্ উত্তর দিল, "তুমি যে মস্ত বড় সাধু ব'নে গেলে! এত দয়া তোমার কবে থেকে হ'ল?"

লোপুসা বল্ল, "আমার হাত কম লাল এ কথা বল্ছি নে।" আস্তিন গুটিয়ে লোমে ঢাকা লোহার মত হাতখানি বের ক'রে বল্ল, "এই হাতে অনেক রক্তপাত হয়েছে। তবে আমি শত্রু মেরেছি, অতিথি নয়; যুদ্ধক্ষেত্রে বা সদর রাস্তায়, ঘরের কোণে বা উননের ধারে নয়—"

পুগাচফ্ গম্ভীর ভাবে বল্ল, "ভাই, ঢের হয়েছে আর নয়। ওরেন-বুর্গের দলকে দল যদি ফাঁসি কাঠে ঝোলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের লোকে বিবাদ ক'রলে সমূহ ক্ষতি। থামো, আর বিবাদ নয়।"

লোপুসা ও বরডফ্ চুপ ক'রল, কিন্তু কটমট ক'রে একে অপরের দিকে চাইতে লাগল। দেখলাম আলোচনার বিষয়টা বদলান দরকার। এর ফলে আমার যা দশা হবে সেটা সুবিধে নয়। তাই পুগাচফের দিকে ফিরে হেসে বল্লাম, "ওহো, তোমার ঘোড়া আর পশমের কোটটার জন্য ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়েছি। তোমার সাহায্য না পেলে আমি পথ হারিয়ে হিমে জমে যেতাম।"

আমার এই চালে ফল হ'ল। পুগাচফ খুসি হয়ে উঠ্ল। সে চোখ ঠেরে বল্ল "উপকার পেলেই উপকার করতে হয়। এখন বল দেখি, সাব্রিন যে মেয়েটির সাথে দুর্ব্যবহার করছে, তার সাথে তোমার সম্বন্ধটা কি? তোমার পিয়ারী নয় ত' ?"

হাওয়া বদ্লেছে দেখে ভাবলাম সব কথা খুলে বলাই ভাল। বললাম "সে আমার মনোনীতা।"

পুগাচফ হেসে বল্ল, "তোমার মনোনীতা! আগে বলনি কেন? বাঃ, আমরা তোমার বিয়ে দিয়ে খুব ধুমধাম ক'রতাম।"

বরডফের দিকে চেয়ে পুগাচফ বল্ল, "শোন সেনাপতি, ইনি আমার পুরানো বন্ধু, সুতরাং আমরা একসাথে খেতে বস্‌ব। রাত্রের চেয়ে সকাল বেলা বুদ্ধি খোলে ভাল। তখন দেখা যাবে একে নিয়ে কি করা যায়।"

ইচ্ছা হ'ল ভোজের সম্মানটা প্রত্যাখান করি, কিন্তু সাহস হ'ল না। ঘরখানা যে কশাকের, তার ছোট দুটি মেয়ে টেবিলে কাপড় পেতে রুটি, মাছের ঝোল ও মদ এনে রাখল। আবার পুগাচফ ও তার সঙ্গীদের সাথে খেতে হ'ল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত পানভোজন ও কথাবার্ত্তা চল্‌ল। শেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল। পুগাচফের সঙ্গীরা উঠে আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বল্‌ল। আমি তাদের সাথে বের হয়ে এলাম। লোপুসার হুকুমে পাহারা আমায়

একখানি কুঁড়ে ঘরে আট্‌কে রাখল। সেটা তাদের আফিস। সাভে[illegible] আগেই সেখানে ছিল। বুড়ো পর পর এই সব ঘটনায় এত অবাক্ হয়েছিল যে সে আর কিছু বল্‌ল না। অন্ধকারে শুয়ে সে আর্ত্তনাদ আর দীর্ঘশ্বাসে মনের বোঝা হাল্‌কা কর্‌তে লাগল। খানিক পরেই তার নাসিকা গর্জ্জন সুরু হ'ল। আমার মনে এমন চিন্তাস্রোত ছুট্‌ল যে এক পলকও ঘুমুতে পারলাম না।

সকাল বেলা পুগাচফ ডেকে পাঠাল। দেখা করতে গেলাম। তিনটি তুর্কি ঘোড়া জোতা একখানা গাড়ী দোরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তায় ভয়ানক ভিড়। ফটকে পুগাচফের সাথে দেখা হল। পশমের কোট ও কিরঘিস টুপি প'রে সে সফরে বের হবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তার সঙ্গীরা সবাই অতি বিনীত ভাবে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। হাসিমুখে আমাকে অভিবাদন ক'রেই পুগাচফ গাড়ীতে উঠে বসল। আমিও উঠে ব'সলাম।

যে বিশালবক্ষ তুর্কিটি ঘোড়ার রাস ধরে কোচবাক্‌সে ব'সেছিল, পুগাচফ তাকে বল্‌ল, "বেলগরস্কি দুর্গের দিকে!"

আমার বুক দুর্ দুর্ ক'রে উঠ্‌ল। ঘোড়া ছুট্‌ল, গাড়ীর ঘণ্টা টং টং ক'রে বাজতে লাগল।

গাড়ী উড়ে চল্‌ল।

পিছনে চেনা গলার আওয়াজ শোনা গেল, "থামো, থামো।"

দেখি সাভেলিচ পিছনে দৌড়াচ্ছে। পুগাচফ গাড়ী থামাতে বলল।

সাভেলিচ বল্‌ল "ভাই পিটর এণ্ড্রিচ, এই বুড়োবয়সে আমায় গুণ্ডাদের মাঝে ফেলে পালিয়ো না।"

পুগাচফ বল্‌ল, "আরে, এই যে বুড়ো তুমি! আবার আমাদের দেখা! বসো, কোচবাক্‌সে উঠে বসো।"

গাড়ীতে উঠে সাভেলিচ বল্‌ল, "ধন্যবাদ, হুজুর, ধন্যবাদ। বুড়োর ওপর এই দয়ার জন্য ভগবান তোমায় একশ' বছর পরমাই দিন। যতদিন বাঁচব, তোমার জন্য প্রার্থনা কর্‌বো। সেই খরগোস চামড়ার জ্যাকেটটার কথা কখনও বলব না।"

শেষটুকু পুগাচফ শুন্‌তে পায় নি, শুন্‌লে হয়ত রেগে উঠ্‌ত। ঘোড়া ধাপে ছুট্‌ল, রাস্তার লোকে থেমে সেলাম দিতে লাগ্‌ল। পুগাচফ দুধারে মাথা নোয়াতে লাগল। মিনিট কয়েক পরে গ্রাম ছেড়ে আমরা সমতল মাঠের রাস্তায় ছুট্‌লাম।

তখনকার মনোভাব সহজেই বোঝা যেতে পারে। যাকে আর পাবো বলে ভাবি নি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার তার সাথে দেখা হবে! সেই মিলনের মুহূর্ত্তটি কল্পনা করতে চেষ্টা পেলাম। কার হাতে প'ড়েচি তাও মনে হ'ল। আমার ভাবী স্ত্রীর অভিভাবকের ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, পশুর মত রক্তপিপাসা মনে প'ড়ল। পুগাচফ্ জানত না সে কাপ্তান মিরনফের মেয়ে। সাব্রিন হিংসা ক'রে তা ব'লে ফেল্‌তে পারে, কিম্বা পুগাচফ অন্যভাবেও জানতে পারে.........তা হ'লে মেরিয়া ইভানভ্‌নার কি হবে? আমার চুলের ডগা পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্‌ল।

হঠাৎ পুগাচফ্ জিজ্ঞাসা ক'রল "এত গভীরভাবে কি ভাবচ, কুমার?"

উত্তর দিলাম, "না ভেবে উপায় কি? আমি রাণীর কর্ম্মচারী, ভদ্রসন্তান; কাল তোমার সাথে লড়াই করেছি; আজ তোমার পাশে গাড়ীতে যাচ্ছি। আমার সমস্ত জীবনের সুখ আজ তোমার ওপরে নির্ভর করছে।"

পুগাচফ জিজ্ঞাসা ক'রল, "ভাল, তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?"

উত্তর দিলাম, "একবার যখন বাঁচিয়েছ, এবারও বাঁচাবে আশা করি। তোমার প্রাণ যে বড়।"

পুগাচফ্ বল্‌ল, "তোমার ধারণা ঠিক্। আমার সঙ্গীরা তোমায় সন্দেহ করছিল; সেই বুড়ো আজও সকালে বলছিল, তুমি গোয়েন্দা, তোমায় ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়ে শেষে ফাঁসি দিতে। কিন্তু অমি রাজী হই নি।"

পুগাচফ খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, "ওরেন্‌বুর্গে ওরা আমার কথা কি বলে?"

"ওরা বলে, সহজে তোমার সাথে পেরে ওঠা যাবে না। তোমার যে শক্তি আছে তা এইবার স্বীকার করচে।"

পুগাচফের মুখে তৃপ্তির চিহ্ন দেখা গেল। সে আবার বলল "ওরা 'যুজিবা'র লড়াইএর কথা জানে কি? ৪৫ জন সেনাপতি মারা পড়ে। চার দল ফৌজ বন্দী হয়। যখন মস্কো আক্রমণ ক'রবো, তখন আমার শক্তি আরও বুঝতে পারবে।"

"তুমি সে আশাও রাখ নাকি?"

পুগাচফ চিন্তিত ভাবে বল্‌ল, "ভগবান জানেন। আমার চলাফেরা অবাধ নয়, যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না। আমার সঙ্গীরা বড় বেশী স্বতন্ত্র। সব চোর; আমায় চারদিকে নজর রাখতে হয়। একবার হার হলে ওরা আমার মাথা বেচে নিজেদের গলা বাঁচাবে।"

আমি বল্‌লাম, "ঠিক্ কথা। সময় থাকতে ওদের ছেড়ে রাণীর কাছে ক্ষমাভিক্ষা কর না কেন?"

পুগাচফ্ বিদ্রূপের হাসি হাস্‌ল। বল্‌ল, "আর ফিরছি না। যাত্রা যে ভাবে সুরু করেছি সেই ভাবেই শেষ ক'রব। আমি দেশের মুক্তি চাই; তাতে যার স্বার্থহানির ভয় সে বল্‌বে আমি ডাকাত, আমি খুনে। কিন্তু ভগবানের চোখে আমি ন্যায় ও ধর্ম্মের রক্ষক। আমার চেষ্টা সফল হ'তেও ত' পারে। জানত' গ্রিস্‌কা ওট্রিপিয়েভ্ মস্কোয় রাজত্ব ক'রেছিল?"

"তার দশা কি হয়েছিল তাও ত' জান? তাকে জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়েছিল; তারপরে মেরে, পুড়িয়ে তার ছাই কামানে পুরে ছুঁড়েছিল।"

পুগাচফ যেন কোন দৈব প্রেরণায় বল্‌তে লাগ্‌ল, "তোমায় একটা রূপকথা বলি; এটা ছেলেবেলায় একটি কালমুক বুড়ি আমায় বলেছিল। ঈগলপাখী একদিন দাঁড়কাককে জিজ্ঞাসা ক'রল—ভাই দাঁড়কাক, বল দেখি তুমি কেন তিনশ' বছর বাঁচ, আর আমি বা কেন তেত্রিশ বছরের বেশী বাঁচি নে? দাঁড়কাক বল্‌ল, বাপধন ঈগল, তার কারণ এই যে তুমি খাও তাজা রক্ত, আর অমি মড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাই। ঈগল বল্‌ল, আমিও তা হলে তোমার খাদ্যই খাব। দুটিতে একসঙ্গে উড়ে গেল; যেতে যেতে একটা মরা ঘোড়া দেখ্‌তে পেয়ে নেমে এসে তার ওপর বস্‌ল। দাঁড়কাক বেশ মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগল, আর সেই খাদ্যের ভারি তারিফ্ ক'রতে লাগল। ঈগলপাখী সেই মাংস দুই একবার ঠুক্‌রে, পালকে ঠোঁট মুছে, পাখানাড়া দিয়ে বল্‌ল, ভাই কাক, তিন শ' বছর ধ'রে মড়ার মাংস খাওয়ার চেয়ে এক চুমুক তাজারক্ত খেয়ে বাকি সব ভগবানের পায়ে সঁপে দেব। কালমুকদের এই গল্প তোমার কেমন লাগে?"

বল্‌লাম, "গল্পের কায়দাটি বেশ। কিন্তু খুন আর লুট ক'রে প্রাণ বাঁচানই আমার মতে মড়ার মাংস ঠোক্‌রান।"

পুগাচফ্ হেসে বল্‌ল, "সে অপরাধ ত সরকারেরই বেশী। তোমার মনিব খুন জখম, লুটতরাজ ক'রে আমাদের দেশ কেড়ে নিয়েছে; আমরা সেই দেশ ফিরে পাবার জন্য লড়াই করছি। তুমি কি বোঝ না স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করাই তাজা রক্ত খাওয়া?"

এরপরে আমরা গভীর নীরবতায় ডুবে গেলাম। যে যার আপনার

চিন্তায় বিমনা হ'লাম। তাতার কোচম্যানটি একটি দুঃখের গান গাইতে লাগল। সাভেলিচ কোচবাক্সে ব'সে একবার সাম্‌নে একবার পিছনে ঢুলতে লাগল। গাড়ীখানা শীতের পিছল রাস্তা দিয়ে উড়ে চল্‌ল।...... হঠাৎ ইয়েক নদীর ধারে একটি গ্রাম চোখে পড়ল—তার চারদিকে কাঠের বেড়া, গির্জ্জার চূড়াটি আকাশে ঠেকেচে। মিনিট পনর পরে আমরা বেলগরস্কী দুর্গে পৌঁছে গেলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনাথা

এই শীর্ণ নবীন শাখী,
আশ্রয় হীন, দুর্ব্বল দীন, কেমনে ইহারে রাখি ?—
বালিকা অবলা, বান্ধবহীনা,
ভাগ্যপীড়নে নত, অতি দীনা,
নাহি পিতামাতা, ভগিনী বা ভ্রাতা
কে মুছাবে দুটি আঁখি ?
আজি শুভদিনে আশীস্ কে দিবে,
আদরে তুলিয়া বাঞ্ছিতে সঁপিবে,
হতাশ হৃদয়, চারিদিকে ভয়,
হিয়া কাঁপে থাকি থাকি। বিয়ের গান।

গাড়ী দুর্গনায়কের বাড়ীর সামনে এসে থাম্‌ল। পুগাচফের গাড়ীর ঘণ্টা শুনে দলে দলে লোক আমাদের পিছনে ছুটল। সাব্রিন পৈঠার ওপর এসে তার 'রাজা'কে অভ্যর্থনা ক'রল। তার সেই কশাকদের মত পোষাক, মুখে আবার দাড়ী হয়েছিল। এই নিমক্‌হারাম গাড়ী থেকে পুগাচফকে নামিয়ে নিল, আর অতি নীচভাবে রাজভক্তি জানাল। আমাকে দেখে সে একটু হতবুদ্ধি হয়েছিল, কিন্তু তখনই সাম্‌লে নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌ল—

"তা হ'লে, তুমিও আমাদের একজন! সময়ে কি না হয়!"

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, কোনও কথা কইলাম না।

যখন সেই পরিচিত ঘরে ঢুক্‌লাম, আমার বুক ব্যথায় ভরে উঠ্‌ল। মৃত দুর্গনায়কের ডিপ্লোমা খানা অতীতের স্মৃতি নিয়ে তখনও দেয়ালে ঝুল্‌ছিল। যে সোফায় ব'সে ইভান কুজমিচ বউএর বকুনি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌তেন, সেইখানায় পুগাচফ বসল। সাব্রিন তাকে কিছু ভোড্‌কা এনে দিল। পুগাচফ এক গ্লাস খেয়ে আমাকে দেখিয়ে বল্‌ল, "কুমারকে কিছু দাও।"

সাব্রিন বারকোস নিয়ে আমার কাছে এল; কিন্তু আমি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। লোকটা সোয়াস্তি পাচ্চে না, তা বুঝ্‌তে পারলাম। তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই সে বুঝতে পেরেছিল যে পুগাচফ্ তার ওপর বিরক্ত হয়েছে। ভয় পেয়ে সে আমায় সন্দেহের চোখে দেখতে লাগ্‌ল। দুর্গের অবস্থা, শত্রু সৈন্যের সংবাদ এবং ঐ রকম অনেক কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে ক'রতে পুগাচফ্ হঠাৎ বল্‌ল—

"বল দেখি ভাই, যে মেয়েটিকে তুমি ঘরে বন্দী ক'রে রেখেচ, সে কে? তাকে নিয়ে এস, আমি দেখ্‌ব।"

সাব্রিন মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বলল, "হুজুর সে বন্দিনী নয়, রোগিণী। উপরে বিছানায় শুয়ে আছে।"

পুগাচফ্—"আমায় তার কাছে নিয়ে চল।"

রাজার হুকুম ফেলা চলে না। সাব্রিন তাকে মেরিয়া ইভানভ্‌নার ঘরে নিয়ে চল্‌ল। আমি পিছু নিলাম।

সিঁড়ির ওপরে সাব্রিন থাম্‌ল। বলল, "হুজুর, আপনি আমার সবই দাবী ক'রতে পারেন; কিন্তু একটি অজানা লোককে আমার স্ত্রীর শোবার ঘরে ঢুক্‌তে দেবেন না।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠ্‌লাম।

বললাম, "তা হ'লে বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?" ইচ্ছে হ'ল লোকটাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো ক'রে ফেলি।

পুগাচফ্ ধম্‌কে বল্‌ল, "চুপ কর। সে সব আমি দেখ্‌ব।"

সাব্রিনকে বল্‌ল, "বাপু, বেশী চালাকি করো না, স্ত্রীই হোক্ আর যাই হোক্ আমি যাকে ইচ্ছে নিয়ে যাব। কুমার, আমার সঙ্গে চলো।"

মাসার ঘরের কাছে গিয়ে সাব্রিন আবার থাম্‌ল, ভাঙা গলায় বলল, "হুজুর, সাবধান! ওর জ্বরবিকার হয়েছে, আজ তিন দিন হ'ল ভুল বক্‌চে।"

পুগাচফ—"দুয়ার খোল।"

সাব্রিন পকেট খুঁজতে লাগ্‌ল, বলল, "চাবিটা ত' আনি নি!"

পুগাচফ লাথি মেরে দোর ভেঙে ফেল্‌ল। তালাটা খসে পড়্‌ল, দোর খুলে গেল। আমরা ভিতরে ঢুক্‌লাম।

যা দেখ্‌লাম, তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেরিয়া ইভানভ্‌না রোগা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তার চুল আলু থালু, পোষাক চাষাদের মত; সে মেঝেয় ব'সে আছে, তার সাম্‌নে একটি জলের ঘড়া, তার ওপরে আস্ত একখানা রুটি। আমাকে দেখেই চমকে উঠে সে কাঁদতে লাগল। কি যে মনে হল তা বলে বুঝাতে পারি না।

পুগাচফ সাব্রিনের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌ল—

"তোমার এ হাসপাতালটি ত' বড় চমৎকার!" তারপরে মেরিয়া ইভানভ্‌নার কাছে গিয়ে বল্‌ল "লক্ষ্মিটি, বল দেখি তোমার স্বামী তোমাকে সাজা দিচ্ছেন কেন? তুমি কি অন্যায় ক'রেছ?"

সে বল্‌ল, "আমার স্বামী! ও ত আমার স্বামী নয়। আমি ওকে বিয়ে ক'রতে গেলাম কেন? তার চেয়ে আমার মরণ ভাল। ওর হাত থেকে আমায় না বাঁচালে আমি নিশ্চয় মর্‌ব।"

পুগাচফ সাব্রিনের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি ক'রল। বল্‌ল "আমার সাথে চালাকি ক'রতে তোমার সাহস হ'ল। হতভাগা, তোমার কি শাস্তি হওয়া উচিত জানো?"

সাব্রিন্‌ পুগাচফের সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে ব'সল। ঘৃণায় আমি সেদিকে চাইলাম না। একটি ভদ্রসন্তান একজন পলাতক বিদ্রোহীর পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্চে, এটা আমার বড়ই বিসদৃশ লাগ্‌ল।

পুগাচফ্‌ নরম হল। সে বল্‌ল, "আমি তোমাকে এবার ক্ষমা করলাম; ফের যদি কোনও দোষ কর এ অপরাধটাও আমার মনে পড়্‌বে।"

তারপরে মেরিয়া ইভানভ্‌নার দিকে ফিরে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বল্‌ল, "লক্ষ্মি, চলে এস; আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্চি।"

মেরিয়া ইভানভ্‌না তার দিকে চাইল, বুঝ্‌ল যে তার পিতৃহন্তা সম্মুখে। হাতে মুখ ঢেকে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল। আমি ছুট্‌লাম তাকে ধর্‌তে, কিন্তু প্রভুপরায়ণা পালাসা নির্ভয়ে ঘরে ঢুকে তার প্রভু-কন্যার সেবা করতে লাগ্‌ল। পুগাচফ্‌ বেরিয়ে এল, আমরা তিনজনে নীচে এলাম।

পুগাচফ্‌ হেসে বল্‌ল, "ভাল, দেখ্‌লে কুমার, আমরা লক্ষ্মীটিকে উদ্ধার ক'রলাম। কি বল, এইবার পাদ্রিকে ডেকে তার ভাইঝির সাথে তোমার বিয়ের কথাটা পাড়ি। আমি কন্যাদান ক'রব—যদি তোমার মত হয়, সাব্রিন হবে বরের বন্ধু। আমরা ক'টা দিন বেশ উৎসব ক'রব।"

যা ভেবেছিলাম তাই হ'ল। পুগাচফের কথা শুনে সাব্রিন রাগে অধৈর্য্য হয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "হুজুর আমার কসুর মাপ ক'রবেন। আমি আপনার কাছে মিছে কথা বলেছি। গ্রীনফও আপনাকে ছলনা ক'রছে।

মেয়েটি পাদ্রীর ভাইঝি নয়, কাপ্তান মিরনফের মেয়ে। দুর্গ দখল করবার সময়ে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।"

জ্বলন্ত আগুনের মত চোখ দুটি আমার চোখের ওপর রেখে পুগাচফ বল্‌ল, "এ কি ?"

আমি দৃঢ়ভাবে অথচ ধীরে উত্তর দিলাম, "সাব্রিন ঠিক্ বলেছে।"

পুগাচফ্। "তুমি ত আমায় বল নি ?" তার মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি উত্তর দিলাম, "একবার ভেবে দেখ, তোমার সাথীদের সাম্‌নে আমি কি ক'রে বলি যে মিরনফের মেয়ে বেঁচে আছে ? তারা ত' ওকে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌ত। কিছুতেই বেচারাকে বাঁচান যেত না।"

পুগাচফ্ আবার সরলভাবে হেসে বল্‌ল, "ঠিক্ বলেছ। আমার সঙ্গী মাতালগুলো বেচারাকে অপমান ক'রত। পাদ্রীবৌ তাদের ছলনা করে ভালই ক'রেছে। আহা, লক্ষ্মী মেয়েটি !"

তার মেজাজ খুসি দেখে বল্‌লাম, "দেখ, তোমায় কি ব'লে ডাক্‌ব জানি না, জান্‌তেও চাই না। কিন্তু ভগবান সাক্ষী, তুমি আমার যে উপকার ক'রেছ, আমি হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে তার প্রতিদান ক'রব। আমার ধর্ম্ম বা সম্মানের হানিকর কোনও অনুরোধ ক'রো না। এই অনাথা মেয়েটিকে নিয়ে, ভগবান আমাদের যে পথ দেখান সেই পথে যেতে দাও। তুমি যে ভাবে, যেখানেই থাক আমার জীবনের প্রত্যেকটি দিন তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা ক'রব।"

পুগাচফ্ হেসে বল্‌ল, "তাই হোক্। প্রতিহিংসাতেই হোক্ আর ক্ষমাতেই হোক্ আমি আধাআধি রফা করি না। তুমি তোমার মনোনীতাকে নাও ; তাকে সঙ্গে ক'রে যেখানে ইচ্ছা যাও ; ভগবান তোমাদের দুজনকে ভালবাসা ও মনের মিল দিন।"

তারপরে সে সাব্রিনের দিকে ফিরে বল্‌ল, "আমার অধীনে যত দুর্গ, যত গ্রাম আছে তার ভিতর দিয়ে অবাধে যাওয়ার একখানা ছাড়পত্র এঁকে দাও।"

সার্ব্রিন্ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। পুগাচফ্‌ দুর্গ পরিদর্শন করতে গেল। সাব্রিন তার সঙ্গে গেল, আমি রইলাম যাত্রার জন্য তৈরী হবার অছিলায়।

দৌড়ে ওপরে গেলাম। দরজা বন্ধ ছিল, ঘা দিলাম। পালাসা জিজ্ঞাসা ক'রল "কে ?"

আমার কথা শুনে ভিতর থেকে মার্সা মধুর কণ্ঠে বল্‌ল, "পিটর এণ্ড্রিচ, একটু অপেক্ষা কর। আমি কাপড় ছাড়্‌চি। পাদ্রী বৌএর ওখানে যাও, আমি শীগ্‌গিরই আস্‌চি।"

পাদ্রীর বাড়ী গেলাম। পাদ্রী আর তাঁর বৌ দৌড়ে এলেন আমাকে এগিয়ে নিতে। সাভেলিচ আগেই তাঁদের খবর দিয়েছিল।

পাদ্রীবৌ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কেমন আছ, পিটর এণ্ড্রিচ ? ভগবানের ইচ্ছায় আবার আমাদের দেখা হ'ল। আমরা রোজ তোমার কথা বলি। তোমায় ছেড়ে মাসার দিন বড়ই কষ্টে যাচ্ছিল। আহা বেচারী ! কিন্তু পুগাচফকে পটালে কি ক'রে বল দেখি ? তোমাকে যে সে জীয়ন্ত রেখেছে, এ বড় আশ্চর্য্য। এইখানে সয়তানের কিছু মহত্ত্ব আছে।"

পাদ্রী জেরাসিম বল্‌লেন "ঢের হয়েছে, আর বেশী বকো না। বেশী কথা যারা বলে তাদের মুক্তি নেই। ভিতরে এস, পিটর এণ্ড্রিচ ! তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করছি। কত দিন তোমাকে দেখিনি !"

ঘরে খাবার যা ছিল পাদ্রীবৌ আমাকে তা বের ক'রে দিলেন। সেই সাথে অবিশ্রাম ব'কে যেতে লাগলেন। সাব্রিন কি ক'রে মেরিয়া

ইভানভ্নাকে তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, মাসা কত কেঁদেছিল, তাঁদের ছেড়ে যেতে চায় নি, পালাসার কাছে তাঁরা কেমন মাসার সব খবর পেতেন, পালাসাই কেমন আমার কাছে চিঠি লিখ্তে মাসাকে পরামর্শ দেয়, ইত্যাদি সব খবর তাঁর কাছে পাওয়া গেল। আমিও সংক্ষেপে আমার সব খবর দিলাম। পুগাচফ তাঁদের ফাঁকির কথা জেনেচে, শুনে পাদ্রীদম্পতি ভগবানের নাম করতে লাগলেন।

পাদ্রীবৌ বললেন, "পবিত্র ক্রুশ আমাদের সহায় হোক্! ভগবান ঝড় শান্ত করুন। স্ভাব্রিন আমাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে! কি রকম লোক দেখ দেখি!"

ঘরের দোর খুলে গেল। মাসা নিষ্প্রভ মুখে হাস্তে হাস্তে ভিতরে এল। চাষার পোষাক ছেড়ে, আগের মত সহজ সুন্দর বেশে সে এসে দাঁড়াল।

আমি তার হাত ধরলাম; খানিকক্ষণ দুজনে কোনই কথা কইতে পারলাম না। হৃদয় তখন এত পূর্ণ যে কথা আর সরে না। বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নি দেখলেন তাঁদের কথা ভাব্বার মত স্থান আর আমাদের মনে নেই। তাই তাঁরা আমাদের রেখে বাহিরে গেলেন। এইবারে আমাদের কথার ফোয়ারা ছুট্‌ল। দুর্গ দখলের পর তার ভাগ্যে কি কি হয়েছে মাসা সব বল্‌ল। তার সেই দুর্দ্দশা, নীচমনা অত্যাচারীর হাতে লাঞ্ছনা, সব শুন্‌লাম। আগের সেই সুখের দিনের কথা মনে পড়ল ···দুজনেই কাঁদলাম। ···শেষে আমার উদ্দেশ্যের কথা পাড়্‌লাম। পুগাচফের এলাকায়, সাব্রিনের দুর্গে তার থাকা অসম্ভব। ওরেনবুর্গের কথা ভেবে লাভ নেই, কারণ, অবরোধে সেখানে লোকের বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। জগতে তার আপনার বলতে আর কেউ ছিল না। আমি তাকে আমার বাবার কাছে গিয়ে থাক্‌তে অনুরোধ ক'রলাম। প্রথমে সে ইতস্ততঃ

করল; তার ওপর আমার বাবার উপেক্ষার কথা তার জানাই ছিল, তাই সে ভয় পেল। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম। জান্‌তাম যে বৃদ্ধ বীর দেশের জন্য প্রাণ দিয়েচেন, বাবা কর্ত্তব্যবোধে, আনন্দে তাঁর মেয়েকে বরণ করে নেবেন।

শেষে তাকে বললাম "মাসা, আমি তোমাকে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী বলেই মনে করি। ভগবানের দয়া আমাদের দুজনকে এক করে দিয়েচে। জগতে আর কোনও শক্তি নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়।"

মেরিয়া ইভানভ্‌না লজ্জা বা অনিচ্ছার কোন্‌ও ভাণ না করে আমার কথা শুন্‌ল। সে বুঝেছিল তার ও আমার ভাগ্য এক সূতোয় বাঁধা পড়েছে। কিন্তু সে আবার বল্‌ল, শুধু আমার বাপ মায়ের অনুমতি পেলে আমায় বিয়ে করবে। আমি প্রতিবাদ করলাম না। দুজনা দুজনকে চুম্বন করলাম। আমাদের কর্ত্তব্য ঠিক্ হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে পুগাচফের অবোধ্য দস্তখৎসুদ্ধ ছাড়পত্র নিয়ে ম্যাক্‌সিমিচ এল। এসে বলল, পুগাচফ আমার সাথে দেখা ক'রতে চায়। গিয়ে দেখি সে যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে আছে। এই ভীষণ লোকটির কাছে বিদায় নিতে আমার কষ্ট হ'তে লাগল। পুগাচফ অমঙ্গলের মূর্ত্তি, কিন্তু আমার পক্ষে নয়। সত্যকথা বলতে কি, সেই সময়ে তার ওপরে আমার কি দরদ্ হ'ল তা বলে বুঝাতে পারি নে! ইচ্ছা হ'ল সেই ডাকাতের দল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে, সময় থাক্‌তে তার মাথাটা বাঁচিয়ে দিই। সাভ্রিন ও অন্যান্য লোক থাকাতে আমি প্রাণের কথা তাকে খুলে বল্‌তে পারলাম না।

সেই নির্ম্মম অথচ সহৃদয় বন্ধুটির কাছে বিদায় নিলাম। জনতার মধ্যে পাদ্রীবৌকে দেখে পুগাচফ্ আঙ্গুল নেড়ে ভ্রূকুটি ক'রল; তারপরে গাড়ীতে চেপে কোচম্যানকে হুকুম দিল বার্‌দার দিকে হাঁক্‌তে। ঘোড়া

ক'টি যখন ছুট্‌ল তখন পুগাচফ্‌ মাথা বের ক'রে আবার চেঁচিয়ে বল্‌ল, "বিদায়, কুমার, হয়ত আবার দেখা হবে।"

আবার দেখা হয়েছিল, কিন্তু সে কী অবস্থায়!

পুগাচফ্‌ গাড়ী চড়ে চলে গেল। সেই সীমাহীন প্রান্তরের যেদিকে তার ঘোড়াকটি উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গীতে ছুটে চলেছিল, আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইলাম। ক্রমে জনতা মিলিয়ে গেল; সাব্রিনও অদৃশ্য হ'ল। আমি পাদ্রীর বাড়ীতে ফিরে এলাম। বিদায়ের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আর দেরী করা সঙ্গত মনে হল না। আমাদের জিনিসপত্তর মৃত দুর্গনায়কের গাড়ীতে চাপান হল। চালকেরা নিমেষে ঘোড়া জুত্‌ল। মাসা তার পিতামাতার সমাধির কাছে বিদায় নিতে গেল— গির্জ্জার পিছনে তাঁদের সমাহিত করা হয়েছিল। আমি তার সাথে যেতে চাইলাম, কিন্তু সে বল্‌ল একাই যাবে। খানিক পরে, নীরবে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে সে ফিরে এল। গাড়ীখানা বাড়ীর সামনে আনা হল। পাদ্রী ও তাঁর স্ত্রী পৈঠার ওপরে এসে দাঁড়ালেন। আমরা তিন জন—মেরিয়া ইভানভ্‌না, পালাসা ও আমি—গাড়ী চাপ্‌লাম। সাভেলিচ কোচবাক্সে ব'সল।

সহৃদয়া পাদ্রীবৌ বল্‌লেন "মাসা, লক্ষ্মি, এইবারে বিদায়! পিটর এণ্ড্রুচ, প্রতিভাবান্‌ যুবক, বিদায়! তোমাদের যাত্রা শুভ হোক্‌; ভগবান তোমাদের সুখী করুন।"

আমরা রওনা হ'লাম। দেখ্‌লাম সাব্রিন দুর্গনায়কের বাড়ীর জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে মুখে হিংসার আগুন জ্বল্‌চে। দলিতশত্রুকে লক্ষ্য করে বিজয়ের উল্লাস দেখাতে আমার মন চাইল না— আমি অন্যদিকে চোখ ফিরালেম। আমরা দুর্গের ফটক পার হলাম, এইবারে বেলগরস্কি দুর্গ চিরদিনের জন্য ত্যাগ ক'রলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গ্রেপ্তার

"ক্ষমা করো, ভাই, আমার কাজ,
তোমারে পাঠাব কারার মাঝ।"
"পাঠাও তাহাতে দুঃখ নাই,
দুটি কথা আগে বলিতে চাই।" নিয়ামনিন

যার মধুর মুখখানি এতদিন হৃদয় ভরে ছিল, আশাতীত ভাবে তার সাথে মিলন হ'ল। সেদিন সকালবেলাও তার চিন্তায় আনমনা ছিলাম। আমার নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর বিশ্বাস হচ্ছিল না---যা ঘট্‌ছে তা স্বপ্নের মত, ছায়াবাজীর মত লাগ্‌ছিল। মাসা চিন্তিত ভাবে একবার আমার দিকে, একবার রাস্তার দিকে চাইছিল। তার সহজ অবস্থা তখনও ফেরে নি। দুজনেই নীরবে বসে ছিলাম—যেন বড়ই ক্লান্ত। ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে কখন যে পরের দুর্গটায় পৌঁছলাম তা টের পাই নি। এটাও পুগাচফের হাতে ছিল। এখানে ঘোড়া বদ্‌লান হ'ল; চট্ পট্ ঘোড়াগুলির সাজ পরানো হ'ল। দুর্গের কশাক কাপ্তান আমাদের রওনা করবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। বুঝলাম কোচম্যানের বাচালতার ফলে লোকে আমাকে জারের প্রিয়পাত্র মনে করেছিল।

আবার যাত্রা সুরু হ'ল। গোধূলি নাম্‌ছে এমন সময়ে একটি ছোট সহরে পৌঁছলাম। কশাক কাপ্তান বলেছিল এটিও পুগাচফের অধীন। নগররক্ষীরা আমাদের পথ আট্‌কাল—জিজ্ঞাসা করল "কে যায়?"

কোচম্যান গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "জারের বন্ধু ও তাঁর স্ত্রী।" হঠাৎ একদল হুসার আমাদের ঘিরে ফেলে যা'চ্ছে তাই গাল দিতে লাগ্‌ল।

বড় বড় গোঁপওয়ালা একটি সার্জ্জেণ্ট আমাকে বল্‌ল, "সয়তানের বন্ধু, বেরিয়ে এস। তোমার অভ্যর্থনার মধুর ব্যবস্থা হচ্ছে—সেই সাথে ঐ ছুঁড়িটারও।"

গাড়ী থেকে নেমে আমি বললাম, "আমায় সেনাপতির কাছে নিয়ে চল।"

আমার কর্ম্মচারীর উর্দ্দি দেখে সৈন্যরা গাল দেওয়া বন্ধ করল।

সার্জ্জেণ্ট আমাকে কর্ণেলের কাছে নিয়ে গেল—সাভেলিচ সঙ্গে চল্‌ল। সে বক্‌ছিল, "বাহবা জারের বন্ধু! চাটু থেকে গড়িয়ে একদম আগুনে! হে ভগবান্, এর শেষ কোথায়?" গাড়ীখানা আস্তে অস্তে আমাদের পিছনে চলল। সার্জ্জেণ্ট আমাকে পাহারাদের জেম্মায় রেখে খবর দিতে গেল। তখনই ফিরে এসে সে বল্‌ল, কর্ণেলের আমার সাথে দেখা করবার অবসর নেই। সে হুকুম দিয়েছে আমাকে জেলে পাঠিয়ে আমার স্ত্রীকে তার কাছে নিয়ে যেতে।

রেগে বল্‌লাম, "তার মানে? লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?"

সার্জ্জেণ্ট: "তা ত' বল্‌তে পারিনে হুজুর। আমাদের হুজুর বললেন হুজুরকে জেলে পাঠিয়ে হুজুরাণীকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।"

আমি গট্‌ গট্‌ করে পৈঠা বেয়ে উঠে গেলাম। পাহারাগুলো বাধা দিল না। সোজা ঘরে ঢুক্‌লাম, সেখানে হুসারদের ক'জন কর্ম্মচারী তাস খেল্‌ছিল। তাদের মধ্যে যেটি কর্ণেল সে তাস বাঁটছিল। দেখ্‌লাম সে আর কেউ নয়—আমার বিলিয়ার্ডের ওস্তাদ, ইভান জুরিন।

চেঁচিয়ে বল্‌লাম, "একি সত্যি! সত্যই কি আপনি ইভান জুরিন?"

"কেরে? পিটর এণ্ড্রিচ? তুমি আস্‌চ কোত্থেকে? কি মজা! এস এস, খেলবে না আমাদের সাথে?"

"ধন্যবাদ! আগে আমার জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করো।"

"বাড়ী? তুমি আমার সাথে থাক্‌বে।"

"তা ত' পারব না ভাই, আমি একা নই যে।"

"তোমার বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।"

"বন্ধু কোথা? আমার সাথে স্ত্রীলোক যে!"

"স্ত্রীলোক! কোথায় পেলে? ওহে ভাই!" এই বলে জুরিন এমন ভঙ্গী করে শীস্ দিল যে তার সাথীরা হেসে উঠ্‌ল। আমি বড় লজ্জা পেলাম।

জুরিন বল্‌ল, "ভাল, তাই হোক্। তোমায় বাড়া দিচ্চি। কিন্তু বড় দুঃখ হচ্চে...আমরা আগের মত আমোদ করতে পারতাম···কই হে কে আছ, পুগাচফের পিয়ারীকে নিয়ে আস্‌চ না কেন? আস্‌তে চায় না বুঝি? বল কোনই ভয় নেই; ভদ্রলোকটি বড় দয়ালু, তার কোন অনিষ্ট করবে না—দু এক ঘা লাথি মারো যাতে চট্ পট্ আসে।"

আমি বল্‌লাম—"তুমি কি বক্‌চ? পুগাচফের পিয়ারী? কাপ্তান মিরনফের মেয়ে যে! আমি তাকে উদ্ধার করেছি। এখন বাবার কাছে তাকে রাখ্‌তে যাচ্চি।"

"কি রকম? ওরা কি তা হলে তোমার আসার খবর দিয়ে গেল? বেশ মজা ত! আমি যে কিছুই বুঝতে পার্‌চি নে!"

"সব তোমায় পরে বল্‌ব এখন। তুমি আগে মহিলাটিকে আশ্বাস দাও। তোমার হুসারেরা তাকে বড্ড ভয় দেখিয়েচে।"

তখনই জুরিন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার ভুলের জন্য রাস্তায় এসে মেরিয়া ইভানভনার কাছে ক্ষমা চাইল। সার্জেণ্টকে বলল সহরের

সেরা বাড়ীখানি তাঁকে ছেড়ে দিতে। আমায় রাত কাটাতে হবে জুরিনের সাথে।

দুজন একসাথে খেলাম। তারপরে, নির্জ্জনে আমার দুঃসাহসের কথা সব জুরিনকে বল্‌লাম। সব বলা শেষ হলে জুরিন মাথা নেড়ে বল্‌ল:

"যা করেছ বেশ করেছ। ভাই, শুধু একটি কাজ আমার পছন্দ হচ্চে না। বোকা ছেলে, তুমি বিয়ে ক'রতে যাচ্চ কেন? আমি সাদাসিদে লোক, তোমায় ছলনা ক'রব না। বিশ্বাস করো, বিয়ে একটা মস্ত ধোঁকা। একটা বউ ঘাড়ে করে গুচ্ছের ছেলেপিলে মানুষ করা তোমার সাজে কি? চুলোয় যাক্ সব। যা বলি তাই করো; তোমার দুর্গেশনন্দিনীটিকে বিদেয় কর। সিমবির্স্কের পথ এখন নিরাপদ—আমি সাফ্ করে রেখেচি। তাকে একা তোমার বাবার কাছে কাল পাঠিয়ে দাও; তুমি আমার দলে থেকে যাও। ওরেনবুর্গে যাওয়ার দরকার নেই। ফের বিদ্রোহীর হাতে পড়্‌লে তোমার রক্ষা থাক্‌বে না। আমার সাথে থাকলে তোমার পিরিতি রোগ আপনা হতেই সেরে যাবে, সর্বাদিক্ রক্ষা পাবে।"

জুরিন আর যাই বলুক, সৈন্যদলে আমার থাকা দরকার এটা ঠিক্ বলেছিল। ঠিক্ করলাম, মাসাকে দেশে পাঠিয়ে তার সাথেই থাক্‌ব।

সাভেলিচ আমার কাপড় চোপড় বের করতে লাগ্‌ল। বল্‌লাম, "কাল তোমায় মেরিয়া ইভানভ্‌নার সাথে যেতে হবে।" প্রথমে সে রাজী হয় না। বল্‌ল, "কি যে বল, আমি কি করে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব? কে তোমার তত্ত্ব নেবে? তোমার বাপ মা কি বল্‌বেন?"

সাভেলিচের একগুঁয়েমি আমার জানা ছিল। ভাবলাম দরদ্ দেখিয়ে মিষ্টিকথায় বুড়োকে হাত ক'রব।

বললাম, "আরিফ সাভেলিচ, ভাই আমার, অমত করো না। আমার বড় উপকার হবে। আমার চাকর লাগ্‌বে না, কিন্তু মেরিয়া

ইভানভনা একা গেলে আমি সোয়াস্তি পাব না। তার কাজ করলেই আমার কাজ করা হবে, তাকে যে আমি বিয়ে করব।”

সাভেলিচ বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বল্‌ল “বিয়ে করবে? ছেলে, মানুষ বলে কিনা বিয়ে করবে! তোমার বাপ মা বলবেন কি?”

আমি। “তাঁরা রাজী হবেন, মেরিয়া ইভানভ্‌নাকে জানার পর তাঁরা নিশ্চয়ই রাজী হবেন। তোমার ওপরেও ভার থাক্‌চে। বাবা মা তোমাকে বিশ্বাস করেন, তুমি আমার হয়ে তাঁদের বলবে, কেমন?”

সাভেলিচ গলে গেল; বল্‌ল “আহা, ভাই পিটর এণ্ড্রিচ, যদিও বিয়ের কথা ভাব্‌বার বয়স তোমার হয়নি, তবুও বলি মেরিয়া ইভানভ্‌না এত ভাল মেয়ে যে এ সুযোগ ছাড়্‌লে পাপ হবে। তোমার যা ইচ্ছে কর। 'আমি তার সাথে যাব—সে যে দেবী! তোমার বাবাকে বল্‌ব, এমন কনের যৌতুক দরকার নেই।”

সাভেলিচকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি জুরিনের সাথে এক ঘরে শুতে গেলাম। আমার মনে ভয়ানক ঝড় উঠেছিল, কেবল বকে যেতে লাগলাম। প্রথমে জুরিনের খুব সাড়া পাচ্ছিলাম; কিন্তু ক্রমে তার কথা অল্প এবং অসংবদ্ধ হয়ে এল। অবশেষে আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে তীক্ষ্ণ নাসিকাগর্জ্জন শুনতে পেলাম। কাজেই আমি চুপ করলাম এবং কিছুক্ষণ পরেই তার অনুগামী হলাম।

পরদিন ভোরে মাসার কাছে গিয়ে মনের কথা খুলে বল্‌লাম। আমার কথা যুক্তিসঙ্গত বলে সে মান্‌ল। সেই দিনই জুরিনের সৈন্যদলের সহর ছাড়বার কথা। সময় আদৌ ছিল না। সাভেলিচের ওপরে মাসার ভার দিয়ে আমি বিদায় নিলেম। তার হাতে বাবা আর মায়ের নামে একখানা চিঠি দিলাম। মাসা কাঁদতে লাগ্‌ল।

সে খাটোগলায় বল্‌ল, “পিটর্ এণ্ড্রিচ, বিদায়। ভগবান জানেন

আর দেখা হবে কিনা। যতদিন বাঁচি তোমায় ভুল্‌ব না—তুমিই আমার হৃদয় অধিকার ক'রে থাক্‌বে।"

আমি কথা বল্‌তে পারলাম না। অনেক লোক ছিল। যে ভাব উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, লোকের সাম্‌নে তাতে ভেসে যাওয়া চলে না। শেষে মাসা গাড়ীতে রওনা হ'ল। আমি নিরবে, বিষণ্ণ মনে জুরিনের কাছে ফিরলাম। আমায় খুসি ক'রতে সে উঠে পড়ে লাগ্‌ল। আমি সব ভুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলাম; সারা দিন হৈচৈ করা গেল; সন্ধ্যাবেলা জুরিনের সাথে রওনা হ'লাম।

তখন ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ। শীতকালে যুদ্ধযাত্রা কষ্টকর ছিল; শীত শেষ হয়ে এল, এইবারে সব সেনাপতি একযোগে আক্রমণের জন্য তৈরী হ'লেন। পুগাচফ্‌ তখনও ওরেনবুর্গ অবরোধ ক'রে ছিল। এদিকে ছোট ছোট সৈন্যদল একত্র হয়ে চারদিক থেকে ডাকাতের বাসা ভাঙ্‌বার আয়োজন ক'রল। সৈন্য আস্‌তেই বিদ্রোহী গ্রামগুলি শান্ত হয়ে গেল। আমাদের দেখে ডাকাতের দল গা ঢাকা দিল; দেখেশুনে মনে হ'ল যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

অল্পদিনের মধ্যে কুমার গলিট্‌সিন টাটিসেভা দুর্গে পুগাচফ্‌কে হারিয়ে তার দল ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলেন এবং ওরেনবুর্গ উদ্ধার ক'রলেন। মনে হ'ল বিদ্রোহের শেষ নিশ্বাসটুকু সত্যিই ফুরিয়ে গেল। জুরিন একদল বিদ্রোহী বস্‌কিরের পিছু নিলেন। তারা আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছিল।

বসন্তকালে আমরা একটি তাতার পল্লীতে এসে পৌছলাম। নদীতে বন্যা—পার হওয়া দায়। বেকার ব'সে রইলাম; শুধু এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে বর্ব্বর ডাকাতদের সাথে বিরক্তিকর ছোটখাট যুদ্ধ এতদিনে শেষ হ'ল।

কিন্তু পুগাচফ্ ধরা পড়ে নাই। সাইবেরিয়াতে গিয়ে নতুন দল সংগ্রহ ক'রে সে আবার মরণের খেলা সুরু ক'রল। আবার তার সফলতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়্ল। সাইবেরিয়ায় দুর্গের পর দুর্গ তার হাতে পড়ছিল। যে সব সেনাপতি তুচ্ছ বিদ্রোহীকে হতবল, পঙ্গু ভেবে বেশ নিদ্রা দিচ্ছিল তারা হঠাৎ একদিন শুনে ভয় পেল যে পুগাচফ্ কাজান দখল ক'রে মস্কোর দিকে যাচ্চে। জুরিনের ওপর আদেশ হ'ল, ভল্গা নদী পার হয়ে সিম্বিস্কের দিকে যেতে। সেখানে তখন বিদ্রোহের আগুন ভালই জ্বলে উঠেচে। আশা হ'ল এইবারে বাড়ী গিয়ে বাবা মাকে আলিঙ্গন ক'রতে পাব, মাসার সঙ্গে দেখা হবে। আমার আনন্দ আর ধরে না। ছেলে মানুষের মত লাফাতে লাগ্লাম। জুরিনকে আলিঙ্গন ক'রে বার বার বলতে লাগলাম, "চল, সিমবিস্কে চল।" জুরিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, "নাঃ, তোমার দ্বারা কোনও কাজ হবে না। তুমি বিয়ে ক'রে উচ্ছন্ন যাবে।"

আমরা ভল্গা নদীর দিকে চল্লাম। আমাদের সৈন্যরা ন—পল্লীতে ঢুকে রাত্রিবাসের আয়োজন ক'রতে লাগ্ল। পরদিন নদী পার হব। গাঁয়ের মোড়ল বল্ল, ওপারের সবগুলি গাঁ বিদ্রোহী, পুগাচফের লোক চারদিকে ফির্ছে। খবর শুনে বড় ভয় পেলাম।

বড়ই অধীর হ'লাম। বিশ্রাম করা অসম্ভব হ'ল। বাবার এলাকা নদীর ওধারে—মাইল কুড়ি দূরে! আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কেউ আমাকে ওপারে নিয়ে যেতে পারে কিনা। সেখানে সবাই জেলে—নৌকোও অনেক ছিল। জুরিনকে আমার ইচ্ছাটা জানালেম।

জুরিন বলল, "খবরদার, তোমার পক্ষে একা যাওয়া বড় বিপদ্জনক। সবুর কর, ভোর হোক্। আমরা সবার আগে নদী পার হব; তেমন দরকার হ'লে পঞ্চাশ জন হুসার নিয়ে তোমার বাবার ওখানে যাওয়া যাবে।"

আমি ভারি ব্যস্ত হ'লাম। নৌকো তৈরী ছিল; তুইজন মাঝি নিয়ে নৌকোয় চাপ্‌লাম। তারা সেখানা ঠেলে ভাসিয়ে দাঁড় টান্‌তে লাগ্‌ল।

আকাশ পরিষ্কার। জোৎস্নায় চারদিক প্লাবিত, বাতাস নিস্তব্ধ; ভল্‌গা নীরবে, অবাধ শান্তিতে ব'য়ে যাচ্চে। তালে তালে হেলে দুলে নৌকো কালো ঢেউএর ওপর দিয়ে চলেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। আমি যেন স্বপ্ন জগতে গিয়ে পড়েচি। গৃহবিবাদের ভয়, প্রেম, ডাকাতের আক্রমণ, ইত্যাদি কত না বিষয়ের চিন্তা একটির পর একটি মনে ভেসে উঠচে। নৌকো নদীর মাঝখানে এসেচে এমন সময়ে মাঝিরা ফিস্ ফিস্ করে কি বল্‌তে লাগ্‌ল।

সজাগ হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কি হয়েচে?"

দূরে নির্দ্দেশ ক'রে তারা বল্‌ল, "ভগবান জানেন, আমরা কি ক'রে বল্‌ব?"

সেই দিকে চাইলাম। দেখ্‌লাম কালো কি একটা নদীর স্রোতে ভেসে আস্‌চে। সেটা আমাদের দিকেই আসছিল। মাঝিদের বল্‌লাম একটু থাম্‌তে।

চাঁদ একখানা মেঘে ঢাকা প'ড়্‌ল। সেই ভাসা জিনিসটি মিশ্‌ কালো হয়ে গেল। খুব কাছে এসে পড়েচে তবুও কি জিনিস ঠিক্ ঠাউরে উঠ্‌তে পারচি নে।

মাঝিরা বল্‌ল, "কি ওটা? দেখা যাচ্চে, পালও নয় মাস্তুলও নয়।"

হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসে আমাদের চোখের ওপরে একটা ভীষণ দৃশ্য ফুটিয়ে তুল্‌ল—সেটা ভেলার ওপরে একটি ফাঁসিকাঠ। তার আড়ায় তিনটি মানুষ ঝুলছিল। কেমন একটা অস্বাভাবিক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বস্‌ল। সেই মানুষ ক'টির মুখ

দেখ্‌তে বড়ই ইচ্ছা হ'ল। মাঝিদের বল্‌লাম, "লগার মাথায় বাঁধা হুক্ দিয়ে ভেলাটাকে টেনে ধর্।" সেই ভাসা ফাঁসিকাঠে আমার নৌকো ধাক্কা খেল। আমি লাফিয়ে একেবারে থাম দুটির মাঝখানে গিয়ে পড়লাম। সেই হতভাগাদের বিকট মুখভঙ্গী পূর্ণিমার আলোকে আরও বীভৎস হয়ে উঠল। তাদের একজন মোঙ্গল জাতীয়, দ্বিতীয়টি বছর কুড়ির একটি চাষার ছেলে; তৃতীয় মুখখানা দেখে আমার বুক কেঁপে উঠল। সেটি আমাদের চাকর ভান্‌কার। হতভাগা বুদ্ধির দোষে পুগাচফের দলে মিশেছিল। ফাঁসিকাঠের গায়ে একখানা কালো তক্তা আঁটা ছিল, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা ছিল—'বিদ্রোহী ডাকু।'

যেন কিছুই হয় নাই এম্নি ভাবে ভেলাটা আট্‌কে রেখে মাঝিরা আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছিল। আমি নৌকোয় উঠলাম—ভেলা ভাটিয়ে যেতে লাগ্‌ল। আমাদের ছাড়িয়ে গিয়েও ফাঁসিকাঠটা সেই অস্পষ্ট জোৎস্নায় অনেকক্ষণ দেখা যেতে লাগ্‌ল। অবশেষে সেটা আড়াল হ'ল; আমার নৌকো নদীর উঁচু, খাড়া পাড়ে এসে ভিঁড়ল।

মাঝিদের খুসি ক'রে বকশিস্ দিলাম। পারঘাটের কাছে যে পল্লীটি, আমায় একজন তার মোড়লের কাছে নিয়ে গেল। দুজনে একসাথে কুঁড়েঘরের ভিতরে ঢুক্‌লাম। মোড়ল যখন শুন্‌ল একটি ঘোড়া চাই, সে ত চোটেই লাগ—বড্ড কড়া কড়া কথা বল্‌তে লাগল। আমার সঙ্গী তখন ফিস্ ফিস্ করে তার কানে কি বল্‌ল। সে অমনি একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। চোখের নিমেষে তিন ঘোড়ার গাড়ী তৈরী হ'ল; কোচম্যানকে বল্‌লাম আমাদের এলাকার দিকে হাঁকৃতে।

বড়রাস্তা দিয়ে ঘোড়াকটি ধাপে ছুট্‌ল—দুধারে ঘুমন্ত পল্লী। ভয় হ'ল, কেউবা রাস্তায় বাধা দেয়। ভল্‌গা নদীর সেই দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল বিদ্রোহীরা এদিকে আছে। কিন্তু রুশ সরকার যে কড়া

হাতে বিদ্রোহ দমন করছে তাতে, সে প্রমাণও ছিল। ঠেকে পড়্লে কাজে লাগ্বে ভেবে পুগাচফের পাশ আর জুরিনের হুকুম দুইই এনেছিলাম। কিন্তু রাস্তায় কোনও বিপদ হল না; ভোরে একটি নদীর ধারে এলাম, তারই পারে পাইন ঝোপের আড়ালে আমাদের গাঁ। কোচম্যান চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটাল, মিনিট পনরোর মধ্যে আমরা গ্রামে ঢুক্লাম। অপর ধারে আমাদের বাড়ী। ঘোড়াকটি প্রাণ পণে ছুটেচে, হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে কোচম্যান রাস্ টেনে ধ'রল।

নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "ব্যাপার কি?"

কোচম্যান অনেক কষ্টে সেই ঘর্ম্মাক্ত ঘোড়াক'টি থামিয়ে উত্তর দিল, "হুজুর, পথ বেড়া দিয়ে আট্কানো।"

দেখলাম সত্যিই রাস্তা বন্ধ, সেখানে একজন পাহারা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি আমার কাছে এসে, টুপি খুলে, আমার ছাড়পত্র চাইল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এর মানে কি? এখানে বেড়া কেন? তুমি কাকে পাহারা দিচ্ছ?"

মাথা চুল্কোতে চুল্কোতে সে উত্তর দিল, "হুজুর, আমরা যে বিদ্রোহ করেছি।"

আমি একেবারে দমে গেলাম। বল্লাম, "তোমার মনিবেরা কোথায়?" চাষা বল্ল, "মনিবেরা কোথায়! মনিব আর তাঁর স্ত্রী গোলাঘরে।"

"গোলাঘরে?"

"কেন, গাঁয়ের মোড়ল এণ্ড্রিউইহা যে তাঁদের বন্দী করেছে, আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবে।"

"হা ভগবান! বেড়া তুলে ফেল্, গাধা কোথাকার। হাঁ করে দেখ্‌চিস্ কি?"

পাহারা নড়্‌ল না। আমি গাড়ী থেকে নেমে তার কানে এক ঘুসি মারলাম (বলতে দুঃখ হচ্ছে), তারপরে নিজেই বেড়া তুলে ফেল্‌লাম।

চাষাটা মার খেয়ে বোকার মত আমার দিকে চেয়ে রইল। ফের গাড়ীতে উঠে কোচম্যানকে বল্‌লাম, "যত তাড়াতাড়ি পার, গাড়ী হাঁকো"

বাড়ীতে ঢুকেই গোলাঘরের কাছে গেলাম ; দেখি দরজা তালাবন্ধ, সেখানে দুজন চাষা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী তাদের সাম্‌নে থাম্‌ল। আমি নেমেই তাদের তাড়া ক'রলাম, বললাম "দোর খোল্।"

তখন আমার চেহারা নিশ্চয়ই ভীষণ হয়েছিল ; কারণ তারা লাঠি ফেলে দৌড়ে পালাল। তালা ভেঙে দোর খুলে ফেল্‌তে চেষ্টা ক'রলাম ; কিন্তু দরজা ওক্ কাঠের, তালাও মস্ত, ভাঙা গেল না। সেই সময়ে যোয়ান একটি চাষা চাকরদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উদ্ধতভাবে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রল, "এখানে গোলমাল ক'রছ কোন সাহসে ?"

আমি চেঁচিয়ে বল্‌লাম, "তোমাদের মোড়ল এণ্ড্রিউইচ কোথায়, তাকে ডেকে দাও।"

কোমরে হাত দিয়ে, বুক ফুলিয়ে সে উত্তর দিল, "আমি এণ্ড্রি আফানসিচ, এণ্ড্রিউইচ নই, কি চাই তোমার ?"

কিছু না বলে তাকে ঘাড় ধরে গোলাঘরের দোরের কাছে টেনে নিয়ে গেলাম। বল্‌লাম, "দোর খোল্।" এই ব্যবহারের ফল হল, সে চাবি বের করে গোলাঘর খুলে দিল। চৌকাঠ পার হয়ে, একটা ছোট জানালার অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পেলাম, বাবা ও মা সেই ঘরে আছেন। তাঁদের হাত বাঁধা, পায়ে কাঠের বেড়ী। আমি দৌড়ে তাঁদের আলিঙ্গন করতে গেলাম, মুখে কথা ফুট্‌ল না। তাঁরা অবাক্

হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সৈন্যজীবনের চার বছরে আমার চেহারা এমন বদ্‌লে গেছিল যে তাঁরা আমায় চিন্‌তে পারেন নি।

হঠাং পরিচিত মিষ্টি গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম, "পিটর এণ্ড্রিচ, তুমি নাকি ?"

ফিরে দেখলাম, অপর কোণে মেরিয়া ইভানভ্‌না ; তারও হাত পা বাঁধা। আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম। বাবা চুপ করে চেয়ে রইলেন, তাঁর নিজের চোখ্‌কেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

আমাকে বুকে চেপে ধরে বাবা বল্‌লেন "এস পেট্রুসা, তোমায় দেখ্‌তে পেলাম, সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্চি।"

মা ত কেঁদে ভাসালেন। বল্‌লেন, "বাবা পেট্রুসা, ভগবান কি করে তোকে এখানে আনলেন ? ভাল আছিস্ ত ?"

তাড়াতাড়ি তলোয়ার দিয়ে তাঁদের বাঁধন কেটে দিলাম, আর সেই ঘর থেকে বের করে নিতে গেলাম। কিন্তু দরজার কাছে এসে দেখি আবার বাহির থেকে তালা বন্ধ করা হয়েচে।

ডাক্‌লাম, "এণ্ড্রিউস্কা, দোর খোল।"

বাহির থেকে লোকটা উত্তর দিল, "ভয় নেই, তুমিও ঐখানেই থাকো। হাঙ্গাম করে রাজার কর্ম্মচারীর গলাধাক্কা দেওয়ার মজাটা বুঝ্‌বে এখন।"

ঘরটার চারদিক বেশ করে দেখলাম, বের হবার কোনও উপায় আছে কিনা।

বাবা বল্‌লেন, "কষ্ট ক'রো না, চোর ঢুক্‌তে পারবে এমন গোলাঘর আমি তৈরী করি নি।"

একটু আগেই আমি আসায় মা আনন্দে উতলা হয়ে উঠেছিলেন,

এখন বড় হতাশ হয়ে পড়লেন—ভাবলেন, পরিবারের আর সবার সাথে আমাকেও বুঝি মরতে হল। কিন্তু তাঁদের ও মাসার কাছে থাকায় আমার তত অসোয়াস্তি হচ্ছিল না। আমার কাছে একখানি তলোয়ার আর দুটি পিস্তল ছিল। অবরোধে আমার ভয় ছিল না। সন্ধ্যাতক জুরিনের পৌছিবার কথা। সে আমাদের মুক্ত করে দেবেই। মা, বাবাকে একথা বল্‌লাম, মা আর মাসাকে সান্ত্বনা দিলাম। আমাদের মিলনের আনন্দেই তাঁরা সব ভুলে গেলেন, কথাবার্ত্তায় ও স্নেহের আদান প্রদানে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল।

বাবা বললেন, "ভাল পিটর, তুমি যথেষ্ট গোঁয়াড়তুমি করেছ; আমি তোমার ওপর সত্যিই রেগে ছিলাম। কিন্তু পুরানো স্মৃতি উস্কিয়ে লাভ নেই। আশাকরি সব উচ্ছৃঙ্খলতা ছেড়ে এখন ভাল হয়েছ। জানি তুমি কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য ঠিক ঠিক্ করেছ। সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই বুড়ো বয়সে তুমি ভরসা দিলে। যদি তোমার দ্বারা আমার মুক্তি হয়, আমার জীবন দ্বিগুণ আনন্দময় হবে।"

সজল চোখে তাঁর হাতে চুমো খেলাম। মেরিয়া ইভানভ্‌নার দিকে চেয়ে দেখলাম আমার আসার আনন্দে সে সব ভুলে গিয়েচে। মনে হল তার কোনই দুঃখ বা উদ্বেগ নেই।

দুপুর বেলা ভয়ানক চীৎকার ও গোলমাল শুনতে পেলাম। বাবা বললেন, "এর কারণ কি? তোমার কর্ণেল এল নাকি হে?"

বললাম, "অসম্ভব। সন্ধ্যার আগে সে আস্‌বে না।"

গোলমাল বাড়্‌ল; খবরদারী ঘণ্টা বাজান হল। ঘোড়ার পায়ের খট্ খট্ শব্দ শুনতে পেলাম—উঠান পার হয়ে কারা যেন আস্‌ছিল। সেই সময়ে দেয়ালের ছোট ফুটো দিয়ে সাভেলিচের দাড়ী দেখা গেল। বুড়ো বাহির থেকে কাঁদকাঁদ হয়ে বল্‌ল, "এণ্ড্রি পেট্রোভিচ, পিটর এণ্ড্রিচ, বাছা

মেরিয়া ইভানভ্না, আর আমাদের রক্ষা নেই। বদ্মায়েসরা গ্রামে ঢুকেছে। কে তাদের এনেছে জানো?' সাব্রিন, এলেক্সি, ইভানিচ্। বেটা জাহান্নমে যাক্।" মাসা সেই ঘৃণিত নাম শুনে দুই হাত একত্র করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাভেলিচকে বল্লাম, "শোন, ঘোড়ার পিঠে কাউকে পারঘাটে পাঠাও; সেখানে হুসার সৈন্যদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের কর্ণেলকে সে আমাদের বিপদের কথা বল্বে।"

"কিন্তু পাঠাই কাকে? সবগুলো ছোক্‌রা বিদ্রোহীর দলে। ঘোড়াগুলো ওরা নিয়েছে। ভাই, ঐ যে ওরা উঠানে! ঐ গোলাঘরের দিকে আস্‌চে!"

কথা শেষ হ'তে না হ'তে কয়েকজনের গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম। মা ও মেরিয়া ইভানভ্নাকে আমি এক কোণে সরে যেতে বল্লাম। তলোয়ার খুলে ঠিক্ দরজার পাশে দেয়াল ঠেসে দাঁড়ালাম। বাবা পিস্তল দুটি নিয়ে দুটিরই ঘোড়া তুলে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তালা খোলার খট্‌খট্ শব্দ হ'ল, দোর খুল্‌ল; এণ্ডিউস্কারের মাথা ভিতরে ঢুক্‌ল। আমি তলোয়ারের চোপ বসিয়ে দিলাম, সে দরজা জুড়ে পড়ে গেল। বাবা তখ্‌খুনি পিস্তল আওয়াজ করলেন। যারা আমাদের অবরোধ করেছিল, তারা গাল দিতে দিতে পালিয়ে গেল। আহত লোকটাকে ভিতরে টেনে নিয়ে আমি দোর বন্ধ করে দিলাম।

উঠান সশস্ত্র লোকে ভরে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে সাব্রিনের গলা চিন্‌লাম। মেয়েদের বল্লাম, "ভয় পেয়ো না; আশা আছে। বাবা তুমি আর গুলি কোরো না। শেষ গুলিটা মজুত রাখো।"

মা নীরবে ভগবানকে ডাক্‌ছিলেন, মেরিয়া ইভানভ্না দেবতার মত অচল ভাবে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে নিয়তির প্রতীক্ষায় ছিল। দুয়ারের

ওধারে ভয় প্রদর্শন, গালাগালি, শপথ ইত্যাদি অবিশ্রাম চলছিল। আমি ঠিক্ আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, যে আগে মাথা দেবে তাকে চোপ মার্বার জন্য। হঠাৎ বদমায়েস্গুলো চুপ ক'রল। শুন্লাম, সাব্রিন আমার নাম ধ'রে ডাকৃচে।

"এই যে আমি এখানে। কি চাও তুমি ?"

"গ্রিনফ্, আত্মসমর্পণ কর ; জোর করা বৃথা। বুড়ো বাপমার ওপর তোমার মমতা থাকা উচিত। একগুঁয়েমি ক'রে কিছুতেই বাঁচবে না। তোমাকে ধর্বই।"

"একবার চেষ্টা করো, বিশ্বাসঘাতক।"

"আমি মিছে এগিয়ে যাব না, কিম্বা অকারণ লোকক্ষয় ক'রব না। গোলাঘরে আগুন ধরিয়ে দেব। তারপরে দেখব, বেলগরস্কির ডনকুইক্‌সট্ তুমি কি কর। এখন খাওয়ার সময়। ইতিমধ্যে ব'সে, অবসর মত বেশ করে ভেবে দেখ। মেরিয়া ইভানভ্না, বিদায়। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইব না ; প্রণয়ীটিকে পাশে পেয়ে ঐ অন্ধকারে তোমার কষ্ট হচ্চে না নিশ্চয়ই।"

সাব্রিন দোরে পাহারা রেখে চলে গেল। আমরা সবাই বিমনা হয়ে চুপ ক'রে ছিলাম। একের ভাব অন্যের কাছে বল্‌তে ভরসা হচ্ছিল না। সাব্রিন হিংসার জ্বালায় কি কি অনিষ্ট করতে পারে তারই কল্পনা করছিলাম। নিজের ভাবনা আদৌ ভাবি নি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার বাপ মায়ের চেয়েও মেরিয়া ইভানভ্নার পরিণাম ভেবে আমার অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশী। জান্‌তাম কি চাষারা, কি বাড়ীর চাকররা সবাই মাকে দেবতার মত ভক্তি করে। বাবা কড়া লোক হলেও তাঁকে সবাই ভালবাসে। কারণ তিনি ন্যায়বান এবং দরদী। তাদের বিদ্রোহ একটা ক্ষণিক ভ্রান্তি বা মত্ততা, তাদের মনোগত বিদ্বেষের প্রকাশ নয়।

খুব সম্ভব মা বাবা রক্ষা পাবেন, কিন্তু মেরিয়া ইভানভ্নার কি হবে? ঐ বিবেকহীন পশুর হাতে তার কি দশা ঘটবে? বেশীদূর এ চিন্তা ক'রতে আমার সাহস হ'ল না। ঠিক্ করলাম সেই নির্ম্মম শত্রুর হাতে পড়বার আগে মাসাকে আমি নিজ হাতে মেরে ফেল্‌ব। (ভগবান আমায় ক্ষমা করুন।)

ঘণ্টাখানেক কাট্‌ল। দূরে মাতালদের গান শোনা গেল। আমাদের পাহারা ক'টি তাদের হিংসা করতে লাগল এবং বিরক্ত হয়ে আমাদের গাল দিতে লাগল। আমাদের খুব যন্ত্রণা দিয়ে মার্‌বে এই ভয় দেখাল। আবার উঠানে হৈ চৈ পড়ে গেল; আবার সাব্রিনের গলা শুন্‌তে পেলাম।

"কেমন, তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে কি? স্বেচ্ছায় ধরা দেবে?"

আমরা কেউ জবাব দিলাম না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে সাব্রিন তার লোকদের কিছু খড় আন্‌তে বল্‌ল। কয়েক মিনিট পরে আগুনের শিখায় সেই অন্ধকার গোলাঘর আলোকিত হয়ে উঠল। বন্ধ দোরের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢুক্‌তে লাগল।

তখন মাসা আমার কাছে এসে হাত ধরে চুপি চুপি বল্‌ল, "পিটর এণ্ড্রিচ, আমার জন্য তুমি, তোমার বাবা, মা সবাই মৃত্যুপণ কোরো না। সাব্রিন আমার কথা শুন্‌বে, আমাকে বের ক'রে দাও।"

রেগে বল্লাম, "তা কি হয়? জান তোমার দশা কি হবে?"

সে ধীরভাবে বল্‌ল, "আমি অপমান সহ্য ক'রে বাঁচব না নিশ্চয়ই! কিন্তু আমার উদ্ধারকর্ত্তাকে, আর যে পরিবার আমার মত হতভাগী অনাথাকে আশ্রয় দিয়েছে তাঁদের আমি বাঁচাব। এণ্ড্রি পেট্রোভিচ, বিদায়; আভডোটিয়া ভাসিলেভনা, বিদায়; আপনারা শুধু আমার

নন্, তার চেয়ে অনেক বড়। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। পিটর এণ্ড্রিচ, তোমার কাছেও বিদায় নিচ্চি। বিশ্বাস কোরো .....যে......"

হাতে মুখ ঢেকে মাসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি আত্মহারা হ'লাম। মাও কাঁদতে লাগলেন।

বাবা বল্লেন, "মেরিয়া ইভানভ্না, মিছে গোল কোরো না। কে তোমায় একা ডাকাতদের ভিতর যেতে দেওয়ার কথা ভাবচে? এইখানে চুপ করে বসে থাকো। যদি মর্তে হয়, সবাই একসাথে মরব। শোন, লোকটা আবার কি বলে।"

সাব্রিন চেঁচিয়ে বলছিল, "কেমন তোমরা ধরা দেবে? আর পাঁচ মিনিটে একেবারে ভাজা হয়ে যাবে, বুঝ্লে?"

বাবা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "সয়তান্, আমরা ধরা দেবো না।"

বাবার সেই দৃপ্ত, গম্ভীর রেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব তেজোমণ্ডিত হয়ে উঠল। পাকা ভুরুর আড়ালে চোখ দুটি ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। বাবা আমার দিকে ফিরে বল্লেন, "এই সুযোগ।"

তিনি দোর খুলে ফেল্লেন। আগুনের লক্লকে শিখা ঘরের ভিতরে ঢুকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত উঠল। বাবা পিস্তল ছুঁড়লেন, জ্বলন্ত চৌকাঠ পার হয়ে আমাদের বল্লেন, "এস আমার পিছনে।" আমি মা আর মাসার হাত ধরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। বাবার সেই দুর্ব্বল হাতের গুলি খেয়ে সাব্রিন চৌকাঠের কাছে পড়ে গিয়েছিল। আমাদের হঠাৎ আক্রমণে ডাকাতের দল ছত্রভঙ্গ হয়েছিল; এইবার তারা সাহস ক'রে আমাদের ঘিরে ধরল। আমি তলোয়ার চালাতে লাগলাম; কিন্তু একটা ইঁট কেউ বেশ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে থাকবে, সেটা ঠিক আমার বুকে এসে লাগল। ঘা খেয়ে কয়েক মিনিট আর আমার জ্ঞান ছিল না। ওরা আমায় ঘিরে ফেলে অস্ত্র কেড়ে নিল। যখন জ্ঞান হল, দেখলাম সাব্রিন

ঘাসের ওপর বসে আছে; সেখানটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। আমাদের পরিবারসুদ্ধ সবাই তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

গুণ্ডারা আমাকে ধ'রে দাঁড় করাল। একদল চাষা, কশাক ও বস্‌কির আমাদের ঘিরে ছিল। সাব্রিনের মুখ ভয়ানক ফ্যাকাশে, সে পাঁজরের ক্ষত একহাতে চেপে ধরে ছিল, হিংসা আর যন্ত্রণায় তার চেহারা ভীষণ হয়েছিল। সে ধীরে মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে, ক্ষীণস্বরে বল্‌ল, "ওকে ফাঁসি দাও—ওদের সবাইকে, শুধু ঐ মেয়েটি ছাড়া।"

গুণ্ডারা আমাদের চেপে ধ'রে হিড় হিড় করে টান্‌তে টান্‌তে ফটকের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু জানি না কেন হঠাৎ তারা থম্‌কে দাঁড়ালো; তারপরে আমাদের ছেড়ে দিয়ে যে যার মত ছুটে পালাতে লাগ্‌ল।

দেখ্‌লাম সম্মুখে ঘোড়ার পিঠে জুরিন! তার উন্মুক্ত তলোয়ার রোদে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। তার সঙ্গে বড় একদল হুসার খোলাতলোয়ার হাতে উঠানে এসে দাঁড়ালো।

বিদ্রোহীরা পালাতে পথ পাচ্ছিল না। হুসার দল তাদের পিছনে ছুটল। দুধারে তলোয়ার চালাতে লাগল আর অনেক বন্দী করে ফেল্‌ল। জুরিন লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আমার মা বাবাকে নমস্কার করল; সস্নেহে আমার হাত চেপে ধর্‌ল, তারপর হঠাৎ মাসাকে দেখতে পেয়ে বল্‌ল, "আঃ এই যে তোমার মনোনীতা পত্নী! আমি ঠিক সময়ে এসেচি।"

মাসার মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাবা জুরিনের কাছে গিয়ে অতি ধীরভাবে তাকে ধন্যবাদ দিলেন—যদিও তাঁর হৃদয় ভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। মা তাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন দিয়ে বল্‌লেন, "বাবা তুমি আমাদের বাঁচালে। তুমি দেবতা।"

"আজ আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ।" এই বলে বাবা জুরিনকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল্‌লেন।

সাব্রিনের পাশ দিয়ে যেতে জুরিন জিজ্ঞাসা করল "এ কে ?"

বৃদ্ধ সৈনিকের পক্ষে স্বাভাবিক গর্ব্বের সঙ্গে বাবা বল্‌লেন "এটি হচ্চে ডাকাতের সর্দ্দার। ভগবান আমার হাত দিয়ে এর শাস্তি বিধান ক'রেছেন। সেই সঙ্গে আমার ছেলের রক্তপাতের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েচে।"

জুরিন বল্‌ল, "সাব্রিন! আমি খুব খুসি হলাম। বাছারা, ওকে ধর তো। ডাক্তারকে বল, ওর ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে যেন খুব যত্ন করে। ওকে কাজানের গুপ্ত অনুসন্ধান সমিতির কাছে পাঠাতে হবে। ও একজন বড় আসামী; ওর স্বীকারোক্তি খুব কাজে আস্‌বে।..."

সাব্রিন ক্লান্ত ভাবে চোখ দুটি খুল্‌ল। তার মুখে যন্ত্রণা ছাড়া আর কোন ভাব দেখা গেল না। একটা পোষাক বিছিয়ে হুসারেরা তারই ওপর শুইয়ে তাকে নিয়ে গেল।

আমরা বাড়ী গেলাম। চারদিকে চাইতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়্‌ল। আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেল্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীর কিছুই নড়চড় হয় নাই; যেখানে যা ছিল, সেখানেই আছে। সাব্রিন বাড়ী লুঠ হতে দেয় নাই। অধঃপাতের নিম্নস্তরে ডুবেও সে তুচ্ছ লোভকে আস্কারা দেয় নাই।

চাকরগুলো হলঘরে এল; তারা বিদ্রোহে যোগ দেয় নি। আমাদের মুক্তিতে তাদের আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ পেল। সাভেলিচের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? ডাকাতদের আসায় চারদিকে যে হুটোপাটি হয় সেই সুযোগে সাভেলিচ আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়া তৈরী ক'রে, চুপিচুপি আড়ালে পারঘাটের দিকে ছুট্‌ দেয়। গিয়ে দেখ্‌ল ভল্‌গার এপারে সৈন্যদল বিশ্রাম ক'রছে। জুরিন যাই তার কাছে আমাদের বিপদের কথা শুনেচে অম্‌নি সোয়ারদের ছুট্‌তে হুকুম দিয়েচে। ভগবানের দয়ায় সে ঠিক্‌ সময়ে পৌঁছেছিল।

হুসারেরা কয়েকজন বন্দী নিয়ে ফিরে এল। যে গোলাঘরে আমাদের স্মরণীয় অবরোধটা সহ্য করতে হয়েছিল, সেইখানে তাদের আট্‌কে রাখা হ'ল। আমরা যে যার ঘরে গেলাম—বুড়োদের বিশ্রাম দরকার, অমিও সারারাত ঘুমোই নি। বিছানায় পড়ে খুব ঘুম দিলাম। জুরিন্ তার সৈন্যদের ব্যবস্থা ক'রতে গেল।

সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই বৈঠক্‌খানায় চায়ের কেট্‌লিটা ঘিরে ব'সে আমোদ ক'রে গত বিপদের আলোচনা করতে লাগলাম। মাসা চা ঢেলে দিতে লাগ্‌ল। পাশে বসে আমি প্রাণভরে তাকে দেখ্‌তে লাগলাম। মনে হল আমার মা, বাবা এই প্রণয় বেশ স্নেহের চক্ষে দেখ্‌চেন। সেই সন্ধ্যাটি এখনও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার সুখের পেয়ালা একেবারে ভরপুর হয়েছিল—এতটুকু খালি ছিল না। মানুষের জীবনে এমন শুভক্ষণ বেশী আসে, কি ?

পরদিন খবর এল চাষারা বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেচে। বাবা তাদের সাথে কথা বল্‌তে বাহিরের পৈঠার ওপর এলেন। তাঁকে দেখে চাষারা নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা ক'রল।

বাবা বল্‌লেন, "বোকার দল, ক্ষেপেছিলে কেন ?"

তারা একবাক্যে বল্‌ল, "হুজুর, আমাদের বড্ড অনুতাপ হয়েছে।"

"অনুতাপ ? সত্যি নাকি ? সয়তানি ক'রে আবার অনুতাপ ? আমার বাড়ীতে আনন্দোৎসব, তাই তোদের ক্ষমা করছি। ভগবান আমার ছেলে পিটর এণ্ড্রিচকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা তাই হোক্, পাপ স্বীকার করলেই পাপের ক্ষমা হয়।"

"আমরা বড়ই অন্যায় করেছি হুজুর, বড়ই অন্যায় করেছি।"

"হোক্ গে ! ভগবান সুদিন দিয়েছেন। তিন দিন ধরে কি করেছিস্, বোকার দল ? এইবারে খড় কাট্‌গে। সর্দ্দার, সবাইকে

পাঠিয়ে দাও খড় কাট্‌তে। মনে রেখো, সাধু জনের উৎসবের আগে সব খড় গাদা হবে। বুঝ্‌লে, লালচুলো সয়তান? এখন পালাও।”

চাষারা মাথা নুইয়ে কাজ করতে ছুট্‌ল, যেন কিছুই হয় নাই।

সাব্রিনের আঘাত মারাত্মক হয় নি। তাকে কড়া পাহারায় কাজান পাঠান হ'ল। গাড়ীতে শুইয়ে যখন তাকে নিয়ে যায়, আমি জানালা দিয়ে দেখ্‌তে পেলাম। আমাদের চার চোখ এক হতেই সে মাথা নোয়াল। আমি জানালা থেকে সরে গেলাম। লাঞ্ছিত, পতিত শত্রুকে দেখে আমার দরদ ছাড়া আনন্দ হয় নি।

জুরিনকে আরও দূরে যেতে হবে। কিছুদিন পরিবারের ভিতরে থাকি এই ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি তার সাথে যেতে প্রস্তুত হ'লাম। যাওয়ার আগে মা বাবার কাছে এসে, তখনকার প্রথামত, তাঁদের সাম্‌নে মাটিতে মাথা নুইয়ে মাসাকে বিয়ে ক'রব বলে আশীর্ব্বাদ চাইলাম। বুড়োবুড়ী আমাকে তুলে নিয়ে, আনন্দে চোখের জল ফেলে সম্মতি দিলেন। তখনকার মনোভাব কথায় বলা যায় না। যারা আমার অবস্থায় প'ড়েচে তারা বুঝ্‌বে। যারা পড়ে নাই, তারা দয়ার পাত্র। তাদের পরামর্শ দিচ্চি, কাউকে ভালবেসে বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ নেগে নিক্‌।

পরদিন আমাদের সৈন্যরা তৈরী হ'ল। জুরিন আমাদের পরিবারের কাছে বিদায় নিল। আমাদের বিশ্বাস ছিল লড়াই শীগ্‌গির শেষ হয়ে যাবে। আশা হ'ল, আর এক মাসের মধ্যে বিয়ে হতে পারবে। মাসা সকলের সাম্‌নে আমায় চুমো খেল। গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম, সাভেলিচ আবার আমার পিছু নিল। সৈন্যরা যাত্রা ক'রল। যতক্ষণ দেখা যায়, আমি স্নেহের স্মৃতি জড়িত সেই বাড়ীখানি ফিরে ফিরে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। বাড়ী ছেড়ে যেতে কি একটা অজানা আশঙ্কা মনে উঁকি

দিচ্ছিল। কে যেন কানে কানে বলছিল আমার বিপদ তখনও কাটে নাই। প্রাণে অনুভব করলাম, ঝড় সম্মুখে।

আমাদের অভিযান কিম্বা পুগাচফের যুদ্ধের শেষ অধ্যায় আর বর্ণনা করতে চাই না। পুগাচফ্ যে সব গ্রাম লুটেছিল আমরা সেইগুলির ভিতর দিয়ে গেলাম, আর লোকের অবশিষ্ট যা ছিল তাও কেড়ে নিলাম।

লোকে বুঝ্‌তে পারছিল না কার কথা মান্‌বে। আইনকানুনের বালাই ছিল না। জমির মালিকরা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। ডাকাতরা দলে দলে গ্রাম লুট ক'রছিল। সৈন্যদলের নায়কেরা পুগাচফের সন্ধানে ফিরছিল। সে তখন অষ্ট্রাখানের দিকে পালাচ্চে। সরকারী সৈন্য দোষী নির্দ্দোষী বিচার না ক'রে যেমন খুসি সবাইকে সাজা দিচ্ছিল। যেখানে বিদ্রোহ হয়েছিল সেখানকার অবস্থা ভয়ানক হ'ল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি রাশিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহ আর না দেখতে হয়—সেটা নিরর্থক নিষ্ঠুরতার চরম বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। যারা রাশিয়ায় হিংসামূলক বিপ্লবের চেষ্টা করছে তারা হয় অনাড়ী ছেলের দল, আমাদের দেশকে জানে না, নতুবা নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোক যারা নিজের ও অন্যের জীবন অতি তুচ্ছ ব'লে ভাবে।

পুগাচফ্ পালাচ্ছিল, সেনাপতি মিচেল্‌সন্ তাকে তাড়া করছিলেন। ক'দিন পরে শুন্‌লাম পুগাচফের ভয়ানক হার হয়েছে। শেষে জুরিন শুন্‌তে পেল, সে ধরা প'ড়েচে। সেই সঙ্গে আমাদের ওপর হুকুম এল আর এগিয়ে যেয়ো না। লড়াই শেষ হ'ল, এইবার বাপমায়ের কাছে যেতে পাব। তাঁদের আলিঙ্গন ক'রতে পাব এবং মাসাকে দেখতে পাব, ভেবে বড় আনন্দ হ'ল। মাসার খবর অনেক দিন পাইনি। আনন্দে ছেলেমানুষের মত নেচে উঠ্‌লাম। জুরিন আবার হেসে বল্‌ল, "তোমার কপালে দুঃখ আছে, তুমি বিয়ে ক'রে বকে যাবে!"

কিন্তু একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার সকল আনন্দ বিষময় হয়ে উঠ্ল। শত নিরপরাধ বলির রক্তে রাঙা সেই ধূর্ত্ত বিদ্রোহীর চিন্তায় আমার বড়ই অসোয়াস্তি হতে লাগ্ল। সে ত' এখন শাস্তির প্রতীক্ষা ক'রছিল! ভাবলাম, হতভাগাটা সঙ্গীনের ঘায়ে, কিম্বা কামানের গোলায় মারা গেল না কেন? সেইটাই ত' ওর পক্ষে ভাল ছিল। তোমরা কি ভাব্বে জানি না। পুগাচফের কথা ভাব্তেই মনে হ'ত সে আমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে আমাকে বাঁচিয়েছে, ঘৃণিত সাভ্রিনের হাত থেকে আমার মনোনীতাকে উদ্ধার ক'রেছে।

জুরিন আমাকে ছুটি দিল। আর কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ী ফিরে গিয়ে মাসাকে দেখতে পাব। হঠাৎ যেন একটা দমকা ঝড়ে আমাকে বিধ্বস্ত ক'রে দিল।

আমার বিদায়ের দিন, ঠিক্ যখন যাত্রা ক'রব সেই সময়ে জুরিন একখানা চিঠি নিয়ে আমার ঘরে এল। তার মুখ বড়ই বিষণ্ণ। তাকে দেখেই আমার মন দমে গেল; কেন জানি না, বড় ভয় হ'তে লাগ্ল। আমার আরদালিকে বাহিরে পাঠিয়ে সে বলল, গোপন খবর আছে।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার?"

চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, "ব্যাপার বড়ই অপ্রীতিকর। এখ্খুনি কি খবর পেয়েচি পড়ে দেখ।"

পড়লাম, সমস্ত সেনাপতির কাছে গোপনে আদেশ পাঠান হয়েচে যেখানে আমাকে পাবে গ্রেপ্তার ক'রে কড়া পাহারায় কাজানে পাঠাবে —পুগাচফের বিদ্রোহসম্পর্কে গঠিত অনুসন্ধান সমিতির কাছে।

চিঠিখানা আমার হাত থেকে পড়পড় হ'ল।

জুরিন বলল, "উপায় নেই; হুকুম তামিল করা আমার কাজ। তুমি যে বন্ধুভাবে পুগাচফের সাথে ঘুরেছ, সেই খবর সরকারে পৌঁছেচে।

আমার বিশ্বাস, কোনই ভয়ের কারণ নেই ; তুমি কমিটির কাছে তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রতে পারবে। যাও হতাশ হ'য়ো না।"

আমার মন ছিল সম্পূর্ণ অসঙ্কোচ ; বিচারের ভয় আদৌ আমাকে দমাতে পারে নি। কিন্তু পুনর্মিলনের শুভ মুহূর্ত্ত আবার ক'মাস পিছিয়ে গেল, এই ভাবনাই হ'ল সব চেয়ে বেশী। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। জুরিন একান্ত বন্ধুভাবে আমায় বিদায় দিল। গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। দুজন হুসার খোলা তলোয়ারের হাতে আমার পাশে এসে বস্‌ল। গাড়ী রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিচার

"জনরব সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায়।" প্রবাদ

মনে হ'ল, বিনা অনুমতিতে ওরেনবুর্গ ছেড়ে আসাই এই বিপদের মূল কারণ। আমার পক্ষে বল্‌বার অনেক কথা ছিল। দুর্গের বাহিরে শত্রুকে আক্রমণ করা বারণ ছিল না, বরং তা'তে উৎসাহই দেওয়া হ'ত। আমাকে একগুঁয়ে বলা যেতে পারে, অবাধ্য বলা যায় না। কিন্তু পুগাচফের সাথে আমার বন্ধুতার অনেক প্রমাণ ছিল; খুব মোলায়েম ক'রে বল্‌লেও এই ব্যাপারটি সন্দেহজনক বল্‌তে হয়। পথে অবিশ্রাম শুধু ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, কি কি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, উত্তরই বা কি কি দিতে পার্‌ব। ঠিক্ ক'রলাম, বিচারকালে সরল সত্যকথা স্পষ্ট খুলে বল্‌ব। মনে হ'ল এইটাই আমার পক্ষ-সমর্থনের সবচেয়ে সোজা উপায়।

কাজানে পৌঁছলাম; সহরটি পুড়ে ধ্বংস হয়েছিল। ঘরবাড়ীর বদলে রাস্তায় গাদা গাদা ছাই পড়েছিল, ছাদও চৌকাঠহীন পোড়া দেয়ালের ধ্বংসাবশেষও ছিল। পুগাচফের যাত্রা-পথের এই চিহ্ন। সেই পোড়া সহরের মাঝখানে যে দুর্গটি আস্ত ছিল, সেইখানে আমাকে নিয়ে এল। হুসারেরা আমাকে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর হাতে দিল। সে একজন লোহার ডেকে পাঠাল। লোহার এসে আমার দু পায়ে শিকল পরিয়ে জুড়ে দিল। আমাকে নির্জ্জন বন্দীঘরে নিয়ে রাখ্‌ল; সেটা একটা অন্ধকার সংকীর্ণ ঘর, তার দেয়াল আস্তরহীন, জান্‌লায় লোহার গরাদ।

অভ্যর্থনাটি বড় সুবিধে বোধ হ'ল না। যাই হোক্, ভরসা ছাড়ি নাই। দুঃখে যিনি একমাত্র সান্ত্বনা তাঁকেই আশ্রয় ক'রলাম। আমার এই নির্ম্মল, অথচ ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের অকপট প্রার্থনার মাধুর্য্য ভগবানের পায়ে ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে প'ড়লাম। কি হবে তা আর ভাব্‌বার অবসর হ'ল না।

পরদিন ভোরে ওয়ার্ডার আমায় ডেকে তুলে বল্‌ল, কমিটিতে আমার ডাক পড়েচে। দুটি সৈন্য উঠান পার করে আমাকে দুর্গ নায়কের বাড়ী নিয়ে গেল। তারা দোরে দাঁড়াল, আমি ভিতরে ঢুক্‌লাম।

ঘরটি মাঝারি আকারের, সেখানে দুজন লোক কাগজের গাদায় ঢাকা একখানি টেবিলের পাশে বসেছিল। তাদের একজন একটি বুড়ো সেনাপতি, ভাবের লেশমাত্রশূন্য, নির্দ্দয় চেহারা; আর একজন রক্ষীদলের কাপ্তান, সুশ্রী চেহারা, হাবভাব সরল ও চিত্তাকর্ষক, বয়স বছর আটাশ।

কানে কলম গুঁজে একটি কেরাণী অন্য টেবিলে কাগজের ওপর ঝুঁকে বসেছিল—আমার জবানবন্দী লিখ্‌বে বলে। জেরা সুরু হ'ল; আমায় জিজ্ঞাসা ক'রল, কি নাম, কি কাজ করি ইত্যাদি।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমার বাবার নাম এণ্ড্রি পেট্রোভিচ গ্রীনফ কিনা। বল্‌লাম হাঁ। সে অতি কড়াভাবে মন্তব্য ক'রল:—

"এমন সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেটি এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়েচে! এ বড়ই দুঃখের বিষয়।"

আমি ধীরভাবে উত্তর দিলাম, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যাই থাক্, সরল সত্যকথা বলে আমি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে পার্‌ব।

সেনাপতি আমার এই আত্মবিশ্বাস পছন্দ করলেন না। ভ্রুকুটি

করে বললেন, "বাপু, তুমি বড় চালাক। কিন্তু তোমার চেয়ে চালাক লোকও আমরা দেখেছি।"

সেই যুবা কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন, "কখন কি উপলক্ষে তুমি পুগাচফের কাজে ঢুকেছিলে? তোমাকে দিয়ে সে কি কি কাজ করিয়েছিল?"

আমি রেগে উত্তর দিলাম, "রাণীর কর্ম্মচারী ও ভদ্রসন্তান হয়ে পুগাচফের চাকুরি লওয়া, বা তার কোনও কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

প্রশ্নকারী আবার বললেন "তা হলে এই ভদ্র কর্ম্মচারীটির সঙ্গীরা বিদ্রোহীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে হত হলেও তিনি নিজে রক্ষা পেলেন কি করে? তিনি বিদ্রোহীর সাথে বন্ধুভাবে ভোজ খেলেন কি করে, তার কাছে ভেড়ার চামড়ার কোট, একটি ঘোড়া আর পঞ্চাশ কোপেক্ মুদ্রাই বা বক্শিস পেলেন কেন? এই আশ্চর্য্য বন্ধুত্ব জন্মাল কি করে? বিশ্বাসঘাতকতা, বা অতি নীচ, জঘন্য ভীরুতা ছাড়া এ কি করে সম্ভব হল?"

কর্ম্মচারীর এই কথায় আমি বড়ই অপমান বোধ ক'রলাম এবং গোড়া থেকে সব বল্‌তে লাগ্‌লাম। সেই রকম ঝড়ের মধ্যে কি করে পুগাচফের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়, পরে বেলগরস্কি দখলের সময় সে আমায় চিনতে পেরে কেমন ছেড়ে দেয়, সব বল্লাম। স্বীকার করলাম যে সেই ঘোড়া বা কোট নিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি, কিন্তু এটাও সত্য যে বেলগরস্কি রক্ষার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। অবশেষে আমার সেনাপতিকে সাক্ষী মানলাম; তিনি আমার কর্ত্তব্যবোধের সাক্ষ্য দিতে পারবেন।"

সেই নিষ্ঠুর বুড়ো টেবিল থেকে একখানা সিলবিহীন চিঠি নিয়ে, খুলে চেঁচিয়ে পড়্‌লেন,

"এনসাইন গ্রীনফ্‌ ঘটিত অনুসন্ধান সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই :— উক্ত এনসাইন ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর থেকে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ওরেনবুর্গে কাজ করে। শেষোক্ত তারিখে সে সহর ছেড়ে যায়, আর ফিরে এসে আমার অধীনে কাজ করে নাই। আমি বিদ্রোহীর শিবির থেকে পলাতকদের মুখে শুনেছি সে পুগাচফের শিবিরে গিয়েছিল; পুগাচফের সঙ্গে তার পূর্ব্ব কর্ম্মস্থান বেলগরস্কি দুর্গে গিয়েছিল। তার চরিত্র সম্বন্ধে আমি·········"

এই পর্য্যন্ত পড়ে তিনি রূঢ়স্বরে বল্‌লেন, "এইবার তোমার স্বপক্ষে বলবার কি আছে ?"

আগের অনুবৃত্তি ক'রে মেরিয়া ইভানভ্‌নার সাথে আমার সম্বন্ধ ইত্যাদি খুলে বলতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু হঠাৎ মনে একটা ভয়ানক ঘৃণার উদ্রেক হ'ল। ভাব্‌লাম, তার নাম করলে কমিটির সাম্‌নে তার ডাক পড়্‌বে। গুণ্ডাদের জঘন্য কাজের সাথে তার নাম যুক্ত হবে, আর সেইগুলি উল্লেখ ক'রে তাকে জেরা করা হবে, এ আমার কাছে বড়ই বিশ্রী ঠেক্‌ল। আমি বড়ই কুণ্ঠিত হলাম।

বিচারকেরা এতক্ষণ আমার কথা বেশ অনুকূল ভাবেই শুনছিলেন। আমার এই সঙ্কোচ দেখে তাঁদের সন্দেহ বাড়্‌ল। যুবা কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন, যে লোকটি আমার সব খবর দিয়েচে তার সাথে মোকাবিলা ক'রতে চাই কি না। সেনাপতি হুকুম দিলেন, আগের দিনের বদমায়েসটাকে নিয়ে আসতে। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে দরজার দিকে চাইলাম, কে আমার এই হিতৈষী বন্ধুটি তাই দেখ্‌তে। কয়েক মিনিট পরে শিকলের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে যেতেই সাব্রিন

ঢুক্‌ল। তার চেহারা দেখে আশ্চর্য্য হলাম ; ভয়ানক রোগা, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এই সে দিন যে চুল মিস্ কালো ছিল, তা একেবারে সাদা হয়ে গেছে ; দাড়ী বেড়ে বেশ লম্বা হয়েচে। সে তার অভিযোগ অতি ক্ষীণ অথচ অবিচলিত স্বরে আবৃত্তি করে গেল। তার মর্ম্ম এই যে পুগাচফ আমাকে চর ক'রে ওরেনবুর্গে পাঠিয়েছিল। আক্রমণের অছিলায় বের হয়ে এসে আমি সব সংবাদ লিখে তাকে দিয়ে যেতাম। অবশেষে আমি প্রকাশ্যভাবে তার সাথে যোগ দিই এবং দুর্গে দুর্গে ঘুরি। অপর বিশ্বাসঘাতকদের সর্ব্বনাশের যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তাদের পদ নিজে পাবার জন্য ; তা ছাড়া বিদ্রোহী নেতার কাছে বক্‌শিসও আমি অনেক নিয়েচি ইত্যাদি।

চুপ ক'রে তার সব কথা শুনলাম। একটা কারণে আমার একটু আনন্দ হল—হতভাগা মেরিয়া ইভানভ্‌নার নাম করে নি। বোধ হয় সে উপেক্ষা করেছিল বলেই তার নাম উচ্চারণ ক'রতে ওর আত্মসম্মানে ঘা লাগ্‌ছিল ; অথবা তখনও আশার কোনও ক্ষীণ রেখা ওর মনের কোণে ছিল, তাই পাপিষ্ঠ তার নাম করে নি। যাই হোক্, বেলগরস্কির দুর্গেশনন্দিনীর নাম কমিটির সাম্‌নে উঠ্‌ল না। আগের চেয়ে আরও দৃঢ়সংকল্প করলাম, তার নাম করব না। যখন বিচারকরা জিজ্ঞাসা করলেন, সাব্রিনের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করব কি ক'রে, আমি উত্তর দিলাম, আগে যা বলেছি তাই শুধু বলতে চাই, তার বেশী আমার স্বপক্ষে বলবার কিছু নেই। সেনাপতি হুকুম দিলেন আমাদের দুজনাকে সরিয়ে নিতে। দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। আমি শান্ত ভাবে সাব্রিনের দিকে চাইলাম, কিছু বল্‌লাম না। সে প্রতিহিংসার হাসি হেসে, শিকল নেড়ে আমায় পিছনে ফেলে চলে গেল। আমাকে তারপরে জেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আর আমায় জেরা করা হয় নাই।

পরে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা আমি প্রত্যক্ষ করি নি, কিন্তু যা পাঠককে জানানো বড় দরকার। সে সব কথা আমি এতবার শুনেচি যে তার খুঁটিনাটি অবধি আমার মনে গভীর ভাবে বসে গেছে। আমার মনে হয় যেন আমি অদৃশ্য ভাবে তা প্রত্যক্ষই করেছি। সে সব ঘটনা এইবারে বলচি।

আমার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বাড়ীর সকলেই মর্ম্মাহত হলেন। পুগাচফের সাথে আমার অপ্রত্যাশিত পরিচয়ের বিবরণ মেরিয়া ইভানভ্না মা ও বাবাকে এমন সরলভাবে বলেছিল যে তাতে করে তাঁদের কোনও দুশ্চিন্তা হওয়া দূরে থাক্, তাঁরা প্রাণভরে আমোদ পেয়ে কেবল হাস্তেন। যার উদ্দেশ্য রাজাকে ধ্বংস করা এবং ভদ্রসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ করা এমন বিদ্রোহে আমার সংস্রব থাকতে পারে, বাবা তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান নি। তিনি সাভেলিচকে তন্ন তন্ন করে জেরা ক'রেছিলেন। বুড়ো একথা গোপন করে নি যে আমি পুগাচফের সাথে দেখা করেছি এবং সেই বিদ্রোহীনেতা আমার সাথে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে। সে যে রাজদ্রোহজনক কোন কথাই আমার মুখে শোনে নি তা বাবাকে শপথ করে বলেছিল। বাবা, মা আশ্বস্ত হয়ে সুসংবাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। মেরিয়া ইভানভ্না বড্ড ভয় পেয়েছিল, কিন্তু কিছুই বলে নি; কারণ তার বুদ্ধি যথেষ্ট থাকলেও অহংকার আদৌ ছিল না।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল।·········হঠাৎ আমার বাবা পিটার্স বুর্গ থেকে আমাদের আত্মীয় প্রিন্স বি——র একখানা চিঠি পেলেন। তিনি আমার সম্বন্ধে লিখেচেন। মামুলি ভূমিকার পর তিনি জানিয়েচেন যে দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্রোহীর ষড়যন্ত্রের সাথে আমারি সংস্রব সত্যিই ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। অপরের শিক্ষার জন্য

আমাকে ফাঁসি দেওয়াই হত, কেবল আমার বাবার মহৎ চরিত্র আর বৃদ্ধ বয়স বিবেচনা ক'রেই তা করা হয় নি। শোচনীয় মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে সাইবেরিয়ার সুদূর প্রান্তে আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েচে।

এই সংবাদ বাবার পক্ষে বজ্রাঘাতের মত সাংঘাতিক হল। তিনি মারা যেতেই বসেছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক ধীরতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; অতি দুঃখে তিনি কেবল কাতরভাবে বিলাপ করতেন।

তিনি আত্মহারা হয়ে বলতেন "কি! আমার ছেলে পুগাচফের সাথে ষড়যন্ত্র করেছে! ভগবান্, এও আমায় বেঁচে থেকে দেখ্‌তে হল! রাণী আমার ওপর দয়া করে তার জীবন দিয়েচেন, তাতে কি আমার মান বাড়্‌ল? মৃত্যুদণ্ডই একটা বড় কথা নয়। আমার বড় ঠাকুরদাদা যা বিবেক সঙ্গত ব'লে ভেবেছিলেন তারই জন্য জল্লাদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। আমার বাবা ভলিনস্কি (১) ও হ্রুসভের (২) সঙ্গে কত নির্য্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের পক্ষে রাজভক্তির শপথ ভঙ্গ করা, ডাকাত, খুনে, পলাতক ক্রীতদাসের দলে যোগ দেওয়া! এটা আমাদের বংশের বড় লজ্জা, বড়ই কলঙ্ক।"

তাঁর এই গভীর নৈরাশ্য দেখে ভয় পেয়ে মা তাঁর সম্মুখে কাঁদতেও সাহস পেতেন না। জনরবের নিশ্চয়তা নেই, লোকের কথায় কি বিশ্বাস আছে, ইত্যাদি ব'লে বাবাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা ক'রতেন। বাবার মন কিছুতেই প্রবোধ মানত না।

মেরিয়া ইভানভ্‌নার কষ্ট হ'ল সবার চেয়ে বেশী। তার দৃঢ় ধারণা হ'ল আমি ইচ্ছা ক'রলেই নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে পারতেম।

(১) ও (২) এঁরা মহারাণী, অ্যানের জার্ম্মান প্রিয়পাত্রের বিরুদ্ধ-দলের নেতা ছিলেন।

প্রকৃত ঘটনাটা অনুমানে বুঝে নিয়ে সে নিজেকেই আমার দুরবস্থার কারণ ব'লে মনে ক'রল। তার দুঃখ, তার চোখের জল সে সবারই কাছে গোপন করত। দিনরাত কেবল ভাব্‌ত কি উপায়ে আমাকে বাঁচান যায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা সোফায় ব'সে সরকারী পাঁজির পাতা উল্টাচ্ছিলেন; কিন্তু তাঁর মন ছিল বহুদূরে; তাঁর ওপরে বইখানির সুহৃজ প্রভাবের কোনই লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তিনি শীস্‌ দিয়ে একটা পুরানো যুদ্ধের গানের সুর ভাঁজছিলেন। মা চুপ ক'রে বসে একটা পশমের কোট বুনছিলেন; মাঝে মাঝে তার ওপর দু'এক ফোঁটা চোখের জল পড়ছিল। মেরিয়া ইভানভ্‌না তাঁর পাশে ছুঁচের কাজ কর্‌ছিল। সে হঠাৎ বল্‌ল, "আমার একবার পিটার্সবুর্গ যাওয়া বড়ই দরকার; কি ক'রে যাওয়া যায়?"

শুনে মা বড়ই দুঃখিত হলেন।

বললেন, "পিটার্সবুর্গে কেন যাবে বাছা? তুমিও কি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও?"

মেরিয়া ইভানভ্‌না উত্তর দিল, "আমার ভবিষ্যৎ এই যাত্রার ওপর নির্ভর ক'রছে। আমার বাবা সরকারী কাজে জীবন দিয়েছেন, তাঁর মেয়ে আমি। আমি সেখানকার সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী লোকদের সাহায্য ভিক্ষা ক'রব।"

বাবা মাথা হেট ক'রলেন। ছেলের ঘাড়ে যে দোষ চাপান হয়েছে সে কথা মনে হ'লেই তিনি কষ্ট পেতেন—সেটা তাঁর ভয়ানক অপমান ব'লে মনে হ'ত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বললেন, "যাও বাছা, তোমার সুখের পথে আমরা বাধা হ'তে চাই নে। ভগবান তোমায় সচ্চরিত্র স্বামী দিন্—নীচপ্রকৃতি বিশ্বাসহন্তা যেন তোমার স্বামী না হয়।"

বাবা উঠে বাইরে গেলেন।

ঘরে রইলেন মা আর মেরিয়া ইভানভ্না। মেরিয়া ইভানভ্না মায়ের কাছে তার মনের কথা কতকটা ভেঙ্গে বল্‌ল। মা কাঁদতে কাঁদতে তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন। তার যাবার সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। কয়েক দিন বাদেই বিশ্বাসী সাভেলিচ ও পালাসাকে সঙ্গে নিয়ে সে যাত্রা ক'রল। আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ায় সাভেলিচ বেচারা বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল। অন্ততঃ আমার ভাবী স্ত্রীর সেবা ক'রতে পার্‌বে, এইটুকু হ'ল তার সান্ত্বনা।

মেরিয়া ইভানভ্না নিরাপদে সোফিয়া পৌঁছল। জারস্কো সেলোতে রাণী আছেন এই কথা শুনে সে সেখানেই থাকা ঠিক্ ক'রল। ষ্টেশন ঘরে বেড়ার আড়ালে একটি ছোট কামরায় তার থাকার জায়গা হ'ল। ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রীর সাথে তার আলাপ হ'ল। কথাবার্ত্তায় সে জানতে পারল রাজবাড়ীতে যে উনুনে আঁচ দেয় সেই মেয়েটি মাষ্টারগিন্নির ভাইঝি। রাজবাড়ীর চালচলনের রহস্য মাষ্টারগিন্নি মাসাকে বুঝিয়ে দিল। সকালে কখন রাণী ওঠেন, কখন কাফি খান, কখন বেড়াতে যান, তখন কোন্ কোন্ পারিষদ্ সঙ্গে থাকে, আগের দিন ডিনারের সময় রাণী কি বলেছেন, সন্ধ্যাবেলা কার সাথে দেখা ক'রেছেন, ইত্যাদি সব সে বিনিয়ে বিনিয়ে মাসাকে বল্‌ল। মোটকথা আনা ভ্লাসিয়েভ্নার কাহিনী রাজবাড়ীর দৈনন্দিন ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। লেখা হ'লে ভবিষ্য সন্তানদের পক্ষে তা বেশ মূল্যবান জিনিস হ'ত। মেরিয়া ইভানভ্না বেশ মন দিয়ে সব শুন্‌ল। সেই দিনই তারা সহরের বাগানে বেড়াতে গেল। আনা ভ্লাসিয়েভ্না প্রত্যেকটি গাছে ঢাকা পথ, প্রত্যেকটা পুলের ইতিহাস মাসাকে শুনিয়ে দিল। অনেকটা বেড়িয়ে দুজনা দুজনের ওপরে খুব খুসি হয়ে ষ্টেশনে ফিরল।

মেরিয়া ইভানভ্না পরদিন খুব ভোরে উঠ্ল; তারপরে পোষাক প'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে সেই বাগানে ঢুক্ল। বড় সুন্দর প্রভাত সেটি। সবে রোদ এসে উঁচু লেবুগাছগুলির মাথায় প'ড়েছে; শরতের হাল্কা নিশ্বাসে তাদের সব পাতা হল্‌দে হয়ে গেছে। মস্ত সরোবর, তাতে এতটুকু ঢেউএর সাড়া নেই; রোদ পড়ে তার বুক ঝক্ ঝক্ ক'রছে। বড় বড় রাজহাঁস—এই সবে জেগেছে—ওপারের ঝোপে ঢাকা পাড় থেকে নেমে সাঁতার কেটে এগিয়ে আস্‌চে। মেরিয়া ইভানভ্না একটি সুন্দর মাঠের ধারে ধারে বেড়াচ্ছিল। সেখানে কাউণ্ট রুমিয়াণ্ট্‌সেভের বিজয়স্তম্ভ—সবে তৈরী হয়েচে। হঠাৎ একটা সাদা বিলাতি কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে মেরিয়া ইভানভ্নার দিকে ছুটে এল। সে ভয়ে জড়সড় হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। তখ্‌খুনি একটি মহিলার মধুর স্বর তার কানে পৌঁছল :—

"ভয় নেই, ও কামড়াবে না।"

মেরিয়া ইভানভ্না দেখ্‌ল, স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখে একখানা বেঞ্চে একটি মহিলা বসে আছেন। মেরিয়া ইভানভ্না গিয়ে বেঞ্চের অপর ধারে বস্‌ল। মহিলাটি বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখছিলেন। মেরিয়া ইভানভ্নাও তাঁর দিকে বার বার চাইছিল এবং তাঁকে আপাদমস্তক বেশ করে দেখছিল। তাঁর পরনে ভোরের সাদা পোষাক, নাইটক্যাপ ও রুশ জ্যাকেট। বয়স বছর চল্লিশ হবে। গোলগাল টুক্‌টুকে মুখখানি শান্তিভরা অথচ তেজোমণ্ডিত। নীলাভ চোখদুটি সহাস্যমুখে একটা অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলেচে। সেই মহিলাটি প্রথম নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বল্‌লেন, "বোধ হয়, তুমি এখানে নতুন এসেচ?"

"হাঁ মা, আমি এই কাল পাড়াগাঁ থেকে এসেচি।"

"আত্মীয় স্বজন কেউ সঙ্গে আছে?"

"না মা, আমি একাই এসেচি;"

"একা ? কিন্তু তোমার বয়স এত অল্প !……"

"আমার বাপ, মা কেউ নেই।"

"অবশ্য কোনো কাজে এসে থাক্‌বে ?"

"হাঁ মা, আমি মহারাণীর কাছে একটি আবেদন ক'রতে এসেচি।"

"তুমি অনাথা ; বোধ হয় কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ ক'রতে এসেচ ?"

"না মা, আমি বিচারের প্রার্থিনী নই, দয়া ভিক্ষা ক'রতে এসেচি।"

"তোমার নাম কি, জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি ?"

"আমি কাপ্তান মিরনফের মেয়ে।"

"কাপ্তান মিরনফ ! যিনি ওরেনবুর্গে একটি দুর্গের নায়ক ছিলেন ?"

"হাঁ, মা।"

মহিলাটির সত্যই দয়া হ'ল্।

তিনি আরও আদর ক'রে বল্লেন, "আমি তোমার বিষয়ে জান্‌তে এত উৎসুক হয়েচি দেখে মনে কিছু কোরো না। আমি মাঝে মাঝে রাজবাড়ী গিয়ে থাকি। তোমার আবেদনটা আমায় বলো ; হয়ত' আমি তোমায় কিছু সাহায্য ক'রতে পারব।"

মেরিয়া ইভানভ্‌না উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে ধন্যবাদ দিল। সেই অপরিচিতা মহিলার ব্যবহারে সে ক্রমেই বেশী আকৃষ্ট হচ্চিল ; এবং অকপটে সব কথা তাঁকে বল্‌তে সাহস পাচ্ছিল। মেরিয়া ইভানভ্‌না একখানা ভাঁজকরা কাগজ পকেট থেকে বের ক'রে সেই মহিলার হাতে দিল। তিনি মনে মনে সেখানা পড়তে লাগলেন।

প্রথমে তিনি সদয়ভাবে বেশ মন দিয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। মেরিয়া ইভানভ্‌না তাঁর প্রত্যেকটি মুখভঙ্গী লক্ষ্য ক'রছিল। যে মুখ খানিক আগে এত শান্ত, এত মধুর ছিল,

তাতে হঠাৎ কঠোর ভাব ফুটে উঠতেই মেরিয়া ইভানভ্না ভয় পেল।

মহিলাটি কড়াভাবে বললেন, "তুমি গ্রীনফের জন্য দয়া চাইতে এসেচ? মহারাণী তাকে ক্ষমা ক'রতে পারেন না। সে ত' সরল বিশ্বাসে, না জেনে বিদ্রোহী নেতার দলে যায় নি, একটা জঘন্য, দুর্নীতিপরায়ণ পিশাচের মত গিয়েচে।"

মেরিয়া ইভানভ্না আর্ত্তনাদ করে বল্‌ল, "উঃ, একথা সত্য নয়, মা।"

মহিলা তার কথা ক'টিই আবার বল্‌লেন, "কি? একথা সত্য নয়?" তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল।

"একথা সত্য নয়। ভগবানের দিব্যি বল্‌চি, একথা সত্য নয়। আমি এ ঘটনা সব জানি; আপনাকে সব বল্‌চি। সে যা যা ক'রেছে, শুধু আমারই জন্য। বিচারকদের সাম্‌নে সে যে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করে নি, তাও শুধু আমাকে এ ব্যাপারে জড়াবে না ব'লে।"

তখন সেই সাময়িক আবেগে সে সরলভাবে আমূল সমস্ত ঘটনা বল্‌ল। পাঠক তা আগেই জানেন।

মহিলাটি মন দিয়ে সব শুনলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তুমি কোথায় উঠেচ?"

মাসা আনা ভ্লাসিয়েভ্নার বাড়ীতে আছে শুনে হেসে বললেন "ওহো, বুঝেচি। এখন বিদায়। আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কাউকে ব'লো না। আমার বোধ হচ্চে, আবেদনের উত্তরের জন্য তোমায় বেশী দিন অপেক্ষা ক'রতে হবে না।"

এই বলে তিনি উঠে গেলেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা গাছে ঢাকা পথে অদৃশ্য হ'লেন। মেরিয়া ইভানভ্না আশায় উৎফুল্ল হয়ে আনা ভ্লাসিয়েভ্নার বাড়ীতে ফিরল।

এত সকালে বেড়াতে গিয়েছিল ব'লে বাড়ীর কর্ত্রী তাকে তিরস্কার ক'রে বল্‌ল, "এটা শরৎকাল; এখন তোমার মত ছেলেমানুষের এত সকালে বেড়ান ভাল নয়।" গরম জলের পাত্র এনে চা খেতে খেতে সে রাজবাড়ীর গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে দিল। এমন সময়ে রাজবাড়ীর একখানা গাড়ী দরজায় এসে দাঁড়াল। প্রাসাদের বরকন্দাজ ঘরে ঢুকে বল্‌ল, "মহারাণী কুমারী মিরনফকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

আনা ভ্লাসিয়েভ্‌না প্রথমে বিস্মিত হ'ল, তারপরে মহাব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল।

সে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "বাপ্‌রে! মহারাণী তোমায় রাজবাড়ী ডেকে পাঠিয়েচেন! তোমার কথা তিনি জানলেন কি ক'রে? আহা, বাছা আমার, কি ভাবে রাণীর সাম্‌নে যাবে? আমার ত' বিশ্বাস তুমি রাজবাড়ীর আদব কায়দা কিছুই জান না।...... আমি তোমার সঙ্গে গেলে হ'ত না? অন্ততঃ কতক বিষয়ে আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিতে পারতেম। আর এই গস্তের পোষাক পরেই বা যাবে কি করে? ধাইমার কাছে হল্‌দে গাউনটা চেয়ে পাঠাই না?"

বরকন্দাজ জানাল, মহারাণীর ইচ্ছা কুমারী যে ভাবে আছেন সেই ভাবেই একলা আসবেন।

সুতরাং উপায় নেই। আনা ভ্লাসিয়েভ্‌নার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ সম্বল ক'রে মেরিয়া ইভানভ্‌না গাড়ীতে উঠে রাজবাড়ীর দিকে চল্‌ল।

সে বুঝতে পেরেছিল যে এইবারে আমাদের একটা সুরাহা হবে। তার বুক দুর্ দুর্ ক'রতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে গাড়ী এসে রাজবাড়ীর দুয়ারে থাম্‌ল। মেরিয়া ইভানভ্‌না কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। দরজা একদম্ খুলে গেল। দামী আস্‌বাব দিয়ে সুন্দরভাবে

সাজান কতকগুলি নির্জ্জন কামরা সে পার হয়ে গেল; বরকন্দাজ রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে একটা বন্ধ দুয়ারের কাছে এসে লোকটি বল্‌ল, 'আগে আমি আপনার আসার খবর দিই'। এই বলে মাসাকে একা রেখে সে চলে গেল।

একেবারে মুখোমুখি মহারাণীর সাম্‌নে দাঁড়াতে হবে, এই ভেবে ভয়ে তার পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। মিনিটখানেক পরে দুয়ার খুলে গেল; মহারাণীর প্রসাধনের ঘরে তাকে নিয়ে গেল। মহারাণী বেশবিন্যাসের টেবিলের পাশে ব'সেছিলেন, তাঁকে ঘিরে কয়েকজন পারিষদ্ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা সসম্মানে মাসাকে পথ ছেড়ে দিল। মহারাণী সস্নেহে তার দিকে চাইলেন—মাসা দেখ্‌ল ইনি তার সেই পূর্ব্বপরিচিতা মহিলা, যাঁর কাছে এই খানিক আগে সে অসঙ্কোচে সব কথা বলেচে! মহারাণী তাকে পাশে ডেকে নিয়ে হাসিমুখে বল্‌লেন :—

"তোমায় যে কথা দিয়েছিলাম তা রাখতে পেরেচি; আর তোমার অনুরোধ রাখাও সম্ভব হয়েচে। এটা আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। তোমার মাম্‌লা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েচে যে তোমার ভাবী স্বামী নির্দ্দোষ। এই চিঠিখানা দিচ্চি, এখানা তোমার ভাবী শ্বশুরকে নিজ হাতে দিও।"

চিঠিখানা নিতে মেরিয়া ইভানভ্‌নার হাত কাঁপতে লাগ্‌ল। সে কাঁদতে কাঁদতে মহারাণীর পায়ের ওপর প'ড়ে গেল। মহারাণী তাকে উঠিয়ে চুমো খেলেন; তারপরে তার সাথে আলাপ ক'রতে লাগলেন। বললেন, "আমি জানি তুমি ধনী নও, কিন্তু আমি কাপ্তান মিরনফের মেয়ের কাছে ঋণী। ভবিষ্যতের ভাবনা ক'রো না, আমি তোমার সব ভার নিচ্চি।"

এই অসহায়া অনাথাকে মহারাণী আরও অনেক মিষ্টি কথা ব'লে বিদায় দিলেন। মেরিয়া ইভানভ্না রাজবাড়ীর গাড়ীতেই ফিরে এল। আনা ভ্লাসিয়েভ্না অতি উৎসুক ভাবে তার প্রতীক্ষা করছিল; ফিরে আসতেই প্রশ্নবাণে তাকে জর্ জর্ করে তুলল। মাসা কিছুই গুছিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলতে পারল না। আনা ভ্লাসিয়েভ্না তার স্মরণ শক্তির এই দুর্ব্বলতা দেখে বড়ই হতাশ হ'ল; ভাবল এটা পাড়াগেঁয়ে লাজুকতার লক্ষণ এবং অতি উদার ভাবে তাকে ক্ষমা ক'রল। মেরিয়া ইভানভ্না সেই দিনই দেশে ফিরবার জন্য রওনা হ'ল, পিটার্সবুর্গের সম্পদ্ ও শোভার দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করল না।......

পিটর এণ্ড্রিচ গ্রীনফের আত্মকাহিনী এইখানেই শেষ হয়েছে। পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের শেষে স্বয়ং মহারাণীর আদেশে তার মুক্তি হয়। পুগাচফের প্রাণদণ্ডের সময় সে উপস্থিত ছিল। তাকে দেখেই পুগাচফ হাসিমুখে অভিবাদন করে। মুহূর্ত্ত পরেই সেই নির্ভীক বিদ্রোহীর ছিন্ন মুণ্ড জনতার সম্মুখে তুলে ধরা হয়। এই ঘটনা গ্রীনফের পক্ষে বড়ই মর্ম্মন্তুদ হয়েছিল।

দুচার দিন পরেই তার সাথে মেরিয়া ইভানভ্নার বিয়ে হয়। তাদের বংশধরেরা আজও সিমবির্স্কে সুখে বাস করছে। ন—থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটি জমিদারী আছে—দশজন মালেকের এলাকা। সেখানে একখানা বাড়ীতে কাঁচের ভিতরে ফ্রেমে আঁটা দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের একখানা চিঠি আছে। চিঠিখানা পিটর এণ্ড্রিচের বাবাকে লেখা। এতে তাঁর ছেলের নির্দ্দোষিতা এবং দুর্গেশনন্দিনী মেরিয়া মিরনফের হৃদয় ও বুদ্ধির প্রশংসা বর্ণিত আছে।

পিটর এণ্ড্রিচ গ্রীনফের আত্মকাহিনী তার এক নাতি আমাকে দেন। তিনি শুনতে পেয়েছিলেন আমি তাঁর পিতামহের বর্ণিত কাল